চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 132 Thursday, 13 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩২ সংখ্যা ❋ ২৯ চৈত্র, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাঁকুড়ায় বিরাট হুঁশিয়ারি অভিষেকের

‘বিজেপিকে সমর্থনের প্রায়শ্চিত্ত করবে তৃণমূল’

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একশো দিনের বকেয়া টাকাকেই যে তৃণমূল অস্ত্র করতে চলেছে তা বাঁকুড়ায় সভা করতে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষত বাঁকুড়ার মতো জঙ্গলমহলের জেলায় যেখানে একশো দিনের কাজের উপরে মানুষ অনেক বেশি নির্ভরশীল, সেখান থেকেই একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি-কে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক। এ দিন বাঁকুড়ার সভায় শুরু থেকেই একশো দিনের কাজ বাবদ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা নিয়ে সরব হন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘এই জেলায় চাষবাস কম। অত্যন্ত রুক্ষ জেলা। এখানে ১০০ দিনের কাজ একমাত্র রোজগারের উপায়। সেই টাকা আটকে রাখা যাবে না। প্রতি মানুষের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস লড়বে। আর এখানের ১৮ লাখ পরিবার দাঁড়িয়ে গেলে, বিজেপিকে এই রাজ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাবে না। আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ। নিজের অধিকার নিয়ে লড়ুন। আপনার অধিকারের জন্য লড়তে হবে।’’ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার দুই আসনেই জয়ী হয় বিজেপি। বাঁকুড়া থেকে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন সুভাষ সরকার। অভিষেক এ দিন অভিযোগ করেন, বাঁকুড়া থেকে নির্বাচিত হলেও দুই সাংসদের একজনও জেলার সমস্যা নিয়ে সংসদে সরব হন না। অভিষেক আরও দাবি করেন, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিততে না পেরেই রাজ্যের পাওনা টাকা আটকে রেখে সাধারণ মানুষের উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছে বিজেপি। বিজেপি নেতাদের দেখলেই ঘেরাও করে টাকা আদায়ের নিদানও দিয়েছেন অভিষেক। অভিষেকের বক্তব্য, এই গরমের মধ্যেও যাঁরা সভায় এসে ভিড় করেন, তাঁরা বক্তব্য শুনতে আসেন না। বললেন, ‘‘ওই মানুষরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন, বাঁকুড়ায় এর আগে ২০১৯ সালে ও ২০২১ সালে বিজেপিকে সমর্থন করে যে পাপ বাঁকুড়ার মানুষ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত আগামী দিনে

করবেন তাঁরা।’’ সঙ্গে অভিষেক এও বললেন, এই কাজে একমাত্র বিকল্প হল তৃণমূল। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই জঙ্গলমহলে তৃণমূলের রাশ আলগা হয়েছিল। ২০১৯-এর লোকসভায় বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর দখলের পর ২০২১-এর ভোটেও বাঁকুড়া জেলায় যথেষ্ট ভাল ফল করে বিজেপি। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের পাখির চোখ জঙ্গলমহলের এই জেলা। এ দিন যথারীতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখার আশ্বাস দিয়েছেন অভিষেক। জানিয়েছেন, মানুষ যাঁকে পছন্দ করবেন, তাঁকেই প্রার্থী করা হবে। তিনি নিজে বুথ বুথে যাবেন বলে জানিয়েছেন অভিষেক। একশো দিনের কাজের টাকার দাবিতে আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে সাধারণ মানুষের থেকে সই সংগ্রহ শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন অভিষেক। উনিশের লোকসভা ভোটে দুই জন সাংসদ পেয়েছে বিজেপি এই জেলা থেকে। সৌমিত্র খাঁ ও সুভাষ সরকার। তাঁদের মধ্যে একজন আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও। তারপর একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও ১২টি আসনের মধ্যে আটটিতে বিজেপি জিতেছিল। সেই আক্ষেপের কথা এদিন বার বার উঠে আসে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। কিছুটা অভিমানীও। বাঁকুড়াবাসীর উদ্দেশে ওন্দার সভামঞ্চ থেকে অভিমানী অভিষেক বললেন, ‘‘২০১৯ সালে, ২০২১ সালে আপনারা তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আপনাদের থেকে মুখ ফেরাইনি। কিন্তু ২০২৩ সালের পঞ্চায়েতে যদি আপনারা নিজেদের অধিকারের স্বার্থে ভোট না দেন, তাহলে আপনাদের অধিকারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আর রাস্তায় নামবে না। এটা অভিমানী হয়ে আমিও বলে গেলাম।’’ উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এদিন বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে কীভাবে নির্বাচনে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরেও তৃণমূল সরকার নিজের কাজ করে গিয়েছে বাঁকুড়াবাসীর জন্য। বললেন, ‘‘যে বিধানসভা এলাকাগুলিতে আমরা জিততে পারিনি, সেখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ কোটি টাকা করে খরচ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছেন। আটটি বিধানসভা এলাকা মিলিয়ে ৪০ কোটি টাকা প্রতি মাসে।’’ কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্যের বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে বলে বার বার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই অভিযোগ এদিন আবারও প্রতিধ্বনিত হল অভিষেকের গলায়। বাঁকুড়াবাসীর অতীতে বিজেপিকে ভোট দেওয়া প্রসঙ্গে বললেন, ‘‘আপনারা যে রায় দিয়েছেন, সেই রায়ে আপনাদের জব্দ করতে চাইছে।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘১১ লাখ ৩৬ হাজার প্রাপকের নাম কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে রাজ্য। সৌমিত্র খাঁ ও সুভাষ সরকার যদি এর মধ্যে একজনকেও দেখাতে পারে প্রকৃত প্রাপক নয়, তাহলে আমি আর বাঁকুড়ায় তৃণমূলের জন্য ভোট চাইতে আসব না।’’ যদিও বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলছেন, ‘‘বাঁকুড়ার মানুষ বার বার নিজেদের অবস্থান ঠিক করে দিয়েছেন। বিধানসভাতেও ঠিক করে দিয়েছেন, আসন্ন লোকসভাতেও ঠিক করে দেবেন। গতবার যে মার্জিনে সুভাষ সরকার জিতেছিলেন, তার থেকে দ্বিগুণ মার্জিনে এবার বিজেপি প্রার্থী জিতবেন। ভোট যদি অবাধ হয়, তাহলে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলা পরিষদ দখল করতে পারবে না।’’

পঞ্চায়েত ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই বড় বৈঠকে বসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দফতর ভিত্তিক কাজের পর্যালোচনা করবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে সব দফতরের সচিবদের পাশাপাশি মন্ত্রীরাও থাকবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর। আগামী ২৬ এপ্রিল বুধবার দুপুর ১টা থেকে এই বৈঠক শুরু হবে নবান্ন সভাঘরে। নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে বিভিন্ন দফতরের কাছ থেকে। আগামী ১৯ এপ্রিলের মধ্যেই সেই তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দফতরকে। মূলত, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে দফতর পিছু কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল, তার কতটা উন্নয়ন কাজের জন্য এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে, কোন কোন প্রকল্পের টাকা খরচ হয়েছে, তার সবিস্তার তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর দফতর জানতে চেয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। যে সমস্ত প্রকল্প শেষ হয়ে গিয়েছে, তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন দফতরকে। যদি কোনও প্রকল্প শুরু হয়ে থাকে এবং তা যদি শেষ না হয়, তাহলে কী কারণে তা শেষ করা যায়নি, তারও তথ্য সবিস্তারে চাওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীদের থেকেও জানতে চাইতে পারেন। মে মাসের মাঝামাঝি হতে পারে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা এই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত, কোন দফতর ভাল কাজ করছে, কোন দফতর আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি, সেই সব খতিয়ান পঞ্চায়েত ভোটের আগে নিয়ে নিতে চান খোদ মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে খবর, যে যে প্রকল্পগুলি শেষ করা যায়নি তার কারণ জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীদের থেকে পাশাপাশি সচিবদের থেকেও জানতে চাইতে পারেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ২৬ এপ্রিলের বৈঠকে ঘিরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দফতরে বেড়েছে তৎপরতা। নবান্ন সূত্রে খবর, বৈঠকের আগে বিভিন্ন দফতরের তরফে আসা রিপোর্টগুলি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পর্যালোচনা করবেন। তারপর পরই বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী যা প্রশাসনিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে মিড ডে মিলে ১০০ কোটির দুর্নীতির অভিযোগ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ রাজ্যের বিরুদ্ধে মিড ডে মিল প্রকল্পে ১০০ কোটিরও বেশি টাকার গরমিলের অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় কমিটি। যৌথ কমিটির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৬ কোটি ছাত্রছাত্রীর প্রায় ১০০ কোটি টাকার মিড ডে মিল-এর কোনও হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ ওই ১০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার অন্য খাতে ব্যবহার করেছে বলে এদিন একটি ট্যুইটে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। মালব্যের ওই ট্যুইটটি রিট্যুইট করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ট্যুইটে শুভেন্দু লিখেছেন, ‘আমি আগেই বলেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাচ্চাদের খাবার থালা থেকে চুরি করতেও পিছপা হয় না। একটি অর্থবর্ষের মাত্র ২ কোয়ার্টারে ১০০ কোটির গরমিল পাওয়া যায়, তাহলে ভাবুন গত ১২ বছরে কত টাকা সরানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার রীতিমতো দিনেদুপুরে ডাকাতি করছে।’ যদিও বিজেপির এই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর দাবি, ‘‘এই যৌথ কমিটিতে রাজ্য সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন রাজ্য অধিকর্তা, কুকড মিড ডে মিল। তাঁর সই ছাড়াই এই রিপোর্টটি জমা দেওয়া হয়েছে।’’ ব্রাত্যর দাবি, সেই রিপোর্টটা যদি রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিকে দেখানো পর্যন্ত না হয়, তাহলে জয়েন্ট রিভিউ মিশন অর্থাৎ যৌথ পর্যালোচনা কমিটি-র ‘যৌথ’তা টা কোথায় রইল? তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের বক্তব্য ওই রিপোর্টে যথাযথ ভাবে স্থান পায়নি।

প্রভাবশালীদের নাম বলাতে ‘চাপ’, কুন্তলের চিঠি দেখতে কোর্টে ইডি!

বড় নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ ইডি, সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় ও আলিপুর আদালতে কুন্তল ঘোষের অভিযোগপত্র জমা পড়ল। কুন্তল ঘোষের অভিযোগ পত্রের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত ও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না, অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানাল আদালত। নিম্ন আদালতে জমা দেওয়া কুন্তল ঘোষের অভিযোগ পত্র আজকের মধ্যে পেশ করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা বিচারককে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। হেস্টিংস থানার অভিযোগ পত্র আদালতে পেশ করার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশও দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দুপুর ৩ টের মধ্যে চিঠি পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগপত্র দেখতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইডির আইনজীবী। তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ? জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষ। সম্প্রতি নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছেও একই মর্মে অভিযোগ জানিয়েছেন কুন্তল ঘোষ। ইডির দাবি, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা। যদিও ইডি-র আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এটা মারাত্মক প্রবণতা, তদন্তকারী আধিকারিকদের হুমকি দেওয়া এবং তদন্তের গতি স্তব্ধ করার জন্য এসব করা হচ্ছে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এসব বন্ধ করতে হবে। এই অতিচালাকি বরদাস্ত করা যাবে না।’’ প্রসঙ্গত, বুধবার ইডি সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারককে চিঠি দেন কুন্তল ঘোষ। চিঠিতে অভিযোগ করেন, তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে চাপ দিচ্ছে মিথ্যা বয়ান দেওয়ার জন্য। ইডি ও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর আরও অভিযোগ, কাগজে জোর করে তাঁকে সই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওই কাগজে রয়েছে একাধিক প্রভাবশালীদের নাম। এমনকি তৃণমূলের এক সাংসদ ও মন্ত্রীরও নাম রয়েছে।

অয়ন শীলের হার্ডডিস্ক ঘেঁটে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের বড় তথ্য ফাঁস!

কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা প্রভাবশালীদের নাম!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার অয়ন শীলের সাংকেতিক কোড রহস্য! এমএম, এসবি, সিএইচ, বিএইচ এই সমস্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে নাম লেখা রয়েছে পুরসভা বেআইনিভাবে নিয়োগের লিস্টে! ইডি সূত্রে খবর, অয়ন শীল পুরসভায় বেআইনি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তি ক্যান্ডিডেট রেকমেন্ডেশন করতেন, তাঁদের নাম এবং পদ অনুসারে তৈরি হয়েছিল ওই কোড। সেই কোড ব্যবহার করেই লিখে রাখা হত ব্যক্তিগত তালিকা। অয়ন শীলের কম্পিউটারের হার্ড-ডিস্ক থেকে ওই তালিকা উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি ইডির। ইডি সূত্রে খবর, প্রায় আটটি কোড ব্যবহার করা হয়েছে ওই লিস্টে। যেমন, এমএম, এসবি, সিএইচ, বিএইচ। এই সবই কোনও না কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাংকেতিক ভাষায় লেখা নাম। এর মধ্যে এমএম-এর অধীনেই সবচেয়ে বেশি প্রার্থীর নাম রয়েছে বলে দাবি ইডির। ইডি সূত্রে খবর, কোডের পাশে লেখা ছিল কত জন চাকরি প্রার্থী, তাঁদের নামের রেকমেন্ডেশন, তাঁদের কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা বাকি রয়েছে সেই সমস্ত তথ্য। সূত্রের খবর, অয়নকে জেরা করে জানা গিয়েছে, ৬০টিরও বেশি পুরসভায় প্রায় ৬ হাজার জন বেআইনি পদ্ধতিতে নিয়োগ হয়েছে। তারমধ্যে মধ্যে ৮০-৯০ রেকমেন্ডেশন লিস্ট অনুসারেই হয়েছে। বাকি ১০ পাসেন্ট অয়ন শীল নিজের কোটায় নিয়োগ করেছিলেন। ইডি সূত্রে খবর, প্রায় তিন থেকে দশ লক্ষ পর্যন্ত রেট ছিল পুরসভায় বিভিন্ন পোস্টে চাকরির জন্য। মজদুর, পিওন, ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ একাধিক পদ ছিল। প্রতি পোস্টের জন্য আলাদা আলাদা রেট চার্ট ছিল। যারা নাম রেকমেন্ডেশন করতেন সেই রেট অনুসারে অয়ন শীলও আলাদা করে নিজের কোটায় পুরসভায় বেআইনি ভাবে দশ শতাংশ নিয়োগ করত। শুধু তাই নয়, এই প্রভাবশালীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল অয়ন। প্রভাবশালীদের রেকমেন্ডেশন অনুসারে পুরসভায় বেআইনি নিয়োগের ক্ষেত্রে কারও থেকে ৪ লক্ষ টাকা নেওয়া হলে, তার দশ-পনেরো শতাংশ পেতেন অয়ন শীল। বাকি নব্বই-পঁচাশিই শতাংশ পেতেন প্রভাবশালীরা। ইডি জেরায় এমনটাই দাবি করেছেন অয়নের। হুগলির বলাগড়ের বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার এই অয়ন শীলের বাড়ি ও অফিস ঘেঁটে উদ্ধার হয়েছে টেট দুর্নীতি কাণ্ডের একাধিক নথি। অয়নের সল্টলেকের দফতর থেকেই চালানো হত দুর্নীতি চক্র। দাবি ইডির।

মে মাসেই পঞ্চায়েতের নির্ঘণ্ট?

মুখ্যসচিবের নির্দেশের পরেই বাড়ছে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরই পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট? বুধবার মুখ্য সচিবের নির্দেশ ঘিরে তেমনটাই জল্পনা। নবান্ন সূত্রে খবর এদিন জেলাশাসক, এসডিওদের উপস্থিতিতেই মুখ্যসচিব জানান মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে যেন আর কোন কাজ না পড়ে থাকে। আর এই নির্দেশের পরপরই শুরু হয়েছে জল্পনা। দুয়ারে সরকার নিয়ে নিয়ে এদিন প্রায় দেড় ঘণ্টা জেলাশাসক, বিডিও, এসডিও দের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব । সেই বৈঠকেই যে পরিষেবা গুলিতে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠানো হবে সেই

পরিষেবা গুলি যাতে ২০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই দিনের বৈঠকে মুখ্য সচিব নির্দেশ দেন লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে যে সমস্ত অভিযোগগুলি হয়েছে সেই অভিযোগগুলি যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। বিশেষত দুয়ারে সরকার শুরু হবার পরপরই লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে এখনো পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ অভিযোগ নিষ্পত্তি বাকি রয়েছে। সেই নিষ্পত্তি গুলি যাতে দ্রুত করে দেওয়া হয় সেই বিষয়েও এদিনের বৈঠকে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেন মুখ্য সচিব বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত সোমবারই শেষ হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পগুলো এর মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আবেদন পত্র নেওয়ার কাজ। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে পরিষেবা দেওয়ার প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই পরিষেবা দেওয়ার সময়সীমা তথা দুয়ারে সরকারের সময়সীমা ২০ এপ্রিল থেকে বাড়িয়ে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে তা নিয়েই মূলত এদিনের বৈঠকে বিশেষ আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে পরিষেবা কিভাবে দিতে হবে তা নিয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন নবান্নের তরফে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর বুথ ভিত্তিক ৯৪৩৭৭টি শিবির করা হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের জন্য। মোট ৫৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছে এই শিবির গুলিতে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে ৩২ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার এর জন্য আবেদন এসেছে ৫ লক্ষ ৯১ হাজারেরও বেশি। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড এর জন্য ৩ লক্ষ ৪২ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে সব থেকে বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এই প্রকল্পে ১১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৮২টি আবেদন জমা পড়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর সব থেকে বেশি আবেদন এবং দুয়ারে সরকার শিবিরে অংশ নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে। এবারের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে মোট ৩৩টি প্রকল্পের সুবিধার জন্য আবেদন করতে পেরেছেন সাধারণ মানুষ।

গঙ্গার নীচ দিয়ে দৌড় শুরু করল মেট্রো রেল, এসপ্ল্যানেড থেকে রেক এল হাওড়া ময়দান স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ গঙ্গার তলা দিয়ে প্রথম মেট্রো রেক পৌঁছল হাওড়া ময়দানে। পরীক্ষামূলকভাবে দ্বিতীয় মেট্রোরেলের রেকটিও নিয়ে যাওয়া হবে এদিনই। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া পর্যন্ত মেট্রোর ট্রায়াল রানের জন্য হাওড়া ময়দানেই রাখা থাকবে দুটি ট্রেন। মেট্রো ও কেএম আরসিএলের আধিকারিকরা ছিলেন এই প্রথম রেক পাঠানোর দৌড়ে। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, অত্যন্ত সাবধানে নিয়ে যাওয়া হয় এই রেক। রেকের গতি অত্যন্ত কম ছিল। রবিবার দুপুরেই রেক সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বউবাজার পেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে। গত তিন দিন সেখানেই রেখে রক্ষণাবেক্ষণ ও তৃতীয় লাইনের চার্জ দেওয়া হয়েছিল। আজ সকালে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সেই দুই রেককে নিয়ে যাওয়া হল। শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পেরিয়ে সুড়ঙ্গপথে হাওড়ার দিকে মেট্রো নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয় রবিবার থেকে। রবিবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ছয় কোচের দু'টি রেক পূর্বমুখী সুড়ঙ্গ দিয়ে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর পরিষেবা চালু রয়েছে। আপ এবং ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচলের জন্য জোড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে শিয়ালদহ থেকে এসপ্লানেড হয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পূর্বমুখী সুড়ঙ্গের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গের বৌবাজার অংশে কিছুটা নির্মাণকাজ এখনও বাকি। সেখানে সাইডওয়াল তৈরি করা হচ্ছে। শিয়ালদহ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত পূর্বমুখী সুড়ঙ্গপথে রেললাইন পাতার কাজ আগেই শেষ হয়েছে। তবে, শিয়ালদহ থেকে এসপ্লানেডের মধ্যে তৃতীয় রেলে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। কিন্তু, এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দানের মধ্যে তৃতীয় রেলে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। এদিন সকালে দুটি রেককে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো থেকে নিয়ে আসা হয় শিয়ালদহ স্টেশনে।

‘অসম্পূর্ণ’ বুথ কমিটি! জেলাওয়াড়ি রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রবল প্রশ্নের মুখে বঙ্গ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তাই বরাবরই নিচুস্তরে সংগঠন মজবুত করার জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়ে এসেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কিন্তু, সম্প্রতি, যে তথ্য সামনে এসেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক বুথে পৌঁছতেই পারেনি বঙ্গ বিজেপি। সূত্রের খবর, জেলাওয়াড়ি রিপোর্টে ক্ষুব্ধ বাংলায় বিজেপির সংগঠনের দায়িত্বে থাকা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধন্দ এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে। কয়েকদিন পরেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। বুথ স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করতেই হবে, এই নির্দেশ বারবারই দিয়ে থাকেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তার পরও বঙ্গ বিজেপির বুথ-অস্বস্তি। সূত্রের খবর, বিজেপি ‘বুথ সশক্তিকরণ’ অভিযানে নেমে কার্যত তাদের মুখ পুড়েছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, অর্ধেকের বেশি বুথেই পৌঁছতে পারেননি বঙ্গ বিজেপির নেতারা। বুথ কমিটি তৈরির জন্য কর্মীও নাকি পাওয়া যায়নি তেমন। সম্প্রতি বুথ সশক্তিকরণ অভিযান নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানেই উঠে এসেছে এই ছবি। সূত্রের খবর, জেলাওয়াড়ি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের সিংহভাগ বুথে পৌঁছতেই পারেনি বঙ্গ বিজেপি। কলকাতার পাশের তিন জেলা হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মাত্র ১৫ শতাংশ বুথে পৌঁছনো গিয়েছে। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে এই সংখ্যা আরও কম। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, দুর্গাপুর এবং আসানসোলে সংখ্যাটা কিছুটা

হলেও বেশি। কিছুটা ভাল রিপোর্ট এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দুই দিনাজপুর সহ উত্তরের জেলাগুলিতে প্রায় ৬০ শতাংশ বুথে পৌঁছতে পেরেছেন পদ্ম নেতৃত্ব। গত বছর দুর্গা পুজোর পরেই বুথ কমিটি চূড়ান্ত করার সময় বেঁধে দেন বিজেপির সর্বভারতী সভাপতি জে পি নাড্ডা। সে টার্গেট পূরণ হয়নি বলেই বিজেপি সূত্রের খবর। পরে মার্চ মাসে টানা কয়েকদিন ধরে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের নির্দেশ দেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বুথ সশক্তিকরণ অভিযানের সেই রিপোর্ট বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের কাছে পৌঁছয়। তাতে দাবি করা হয়, ৫০ শতাংশ বুথে কমিটি তৈরি হয়েছে। বিজেপি সূত্রের খবর, এই রিপোর্টের পরেই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে বলেন, ‘‘এই রিপোর্টের সত্যতা যাচাই করে দেখতে হবে। সেই রিপোর্ট যাচাই করতে গিয়েই সামনে চলে এল যে, বঙ্গে পদ্ম শিবির বাংলার অর্ধেকের বেশি বুথেই পৌঁছতে পারেনি।’’ বিজেপি সূত্রের আরও খবর, এ নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রবল প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয় রাজ্য নেতৃত্বকে। কেন সমস্ত বুথে পৌঁছানো যায়নি? কী সমস্যা? কার গাফিলতি? এই সব প্রশ্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে করা হলেও তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি রাজ্য নেতারা বলেই জানা গেছে। এদিকে সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। এখন অবস্থা এমনই যে ফের বুথ সশক্তিকরণ অভিযানে নামার ভাবনা শুরু হয়েছে পদ্ম শিবির। তবে সাংগঠনিক দুর্বলতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে রাজ্যের ১০০ শতাংশ বুথে পৌঁছানো যে সম্ভব নয়, সে কথা কার্যত মানছে পদ্ম শিবিরের একাংশ।

মানিক ভট্টাচার্য এবার আরও বিপদে, সঙ্গে আর কে কে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ ‘পুরো ডিলটাই ছিল রহস্যে মোড়া। এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি কে বা কারা চালায়, তা একমাত্র মানিক ভট্টাচার্যই জানেন’। ইডির জিজ্ঞাসাবাদে এমনই জানিয়েছেন প্রাথমিকের শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না বাগচী চক্রবর্তী। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে এমনই খবর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না বাগচী চক্রবর্তীকে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে চঞ্চল্যকর তথ্য পেল ইডি। ইডি সূত্রে খবর, মানিক ভট্টাচার্যের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষা সচিব রত্না বাগচী চক্রবর্তী। রত্না ইডি অধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদে বলেন, ‘‘মানিক ভট্টাচার্যই সব জানতেন। পুরো ডিলটাই ছিল রহস্যে মোড়া। এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি কে বা কারা চালায়, তা একমাত্র মানিকবাবু জানেন।’’ রত্না জিজ্ঞেসবাদে জানান, ‘‘মানিক ভট্টাচার্যা নির্দেশ দিতেন, তিনিই দেখা করতেন। আমরা জানতাম কনফিডেন্সিয়াল প্রসেসর বলে কাউকে মেইল করা হচ্ছে ও মেইল আসছে। এর বাইরে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নামে ওই সংস্থার ব্যাপারে আমরা কিছু জানতাম না।’’ ইডির জিজ্ঞাসাবাদে দাবি রত্নার। কার্যত দায় ঝেড়ে ফেলেন রত্না। সব দায় তিনি মানিকের উপর চাপান বলে ইডি সূত্রে খবর। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসি-র নাইসার মতোই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর শিট মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিল এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির উপর। এর আগে বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল এই সংস্থার নাম। এই সংস্থা সম্পর্কে মঙ্গলবার ইডি রত্না বাগচী চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দীর্ঘক্ষণ।

রোজগার মেলাঃ১৩ এপ্রিল প্রায় ৭১ হাজার নিয়োগপত্র প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ভিডিও কন ফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ৭১ হাজার নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাপকের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। ভার্চুয়ালি আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। নিয়োগপ্রাপ্তরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দফতরের অধীনে বিভিন্ন পদে যোগদান করবেন। এই নতুন নিযোগেপ্রাপ্তরা কর্মযোগী প্রারম্ভের মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষণের সুযোগও পাবেন, যা বিভিন্ন সরকারি দফতরে সমস্ত নতুন নিয়োগকারীদের জন্য একটি অনলাইন অভিযোজন কোর্স। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে এই রোজগার মেলা। রোজগার মেলা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং যুবকদের ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থবহ সুযোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফে আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আগে দেড় বছরের মধ্যে ১০ লক্ষ নিয়োগ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যপূরণ করতেই রোজগার মেলার উদ্যোগ।

মায়ানমারে জুন্টা সরকারের গণহত্যা নাগরিকদের ওপর বিমান হানায় মৃত শিশু, মহিলা-সহ শতাধিক

নেপিদ, ১২ এপ্রিল ঃ''নিরপরাধ জনগণের'' ওপর বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিল মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকার। বিমান হামলায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে বহু শিশু এবং মহিলা। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) সাগাইং এলাকার কানবালু টাউনশিপের পাজিগ্াই গ্রামে জড়ো হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। সেখানেই আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হয়।সামরিক জন্টা সরকারের যুদ্ধ বিমান থেকে ফেলা বোমার ঘায়ে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। প্রথম বোমাবর্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা বাদে একটি হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর কাটতে থাকে। সেখান থেকেও গুলি ছুটে আসছিল। তাতেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক কত জনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক হিসাব বলছে, ২০ থেকে ৩০টি শিশু-সহ মহিলা, অন্ত ঃসত্বা এবং পুরুষ মিলিয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারও বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

৯৯ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন শিল্পপতি কেশব মাহিন্দ্রা

মুম্বই, ১২ এপ্রিলঃ প্রয়াত হলেন দেশের অন্যতম শিল্পপতি তথা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গোষ্ঠীর এমিরেটস চেয়ারম্যান কেশব মাহিন্দ্রা। বুধবার সকালে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। সম্প্রতি ফোবর্সের বিলিওনিয়র শিলপ্পতির তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিলেন দেশের সবচেয়ে প্রবীণ শিল্পপতি। কেশব মাহিন্দ্রার মৃত্যুর খবরে শিল্প ও বাণিজ্য মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।১৯২৩ সালের ৯ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশের সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন কেশব মাহিন্দ্রা। আমেরিকার পেন সেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে ১৯৪৭ সালে পৈতৃক ব্যবসায় যোগ দেন। বাবার সঙ্গে ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে হাত লাগান। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর পরে ১৯৬৩ সালে ' অ্যান্ড মাহিন্দ্রা' শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটানা ৪৮ বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পরে ২০১২ সালে ছেলে আনন্দ মাহিন্দ্রার হাতে পৈতৃক ব্যবসা চালানোর ভার দিয়ে তিনি সরে দাঁড়ান। যদিও সংস্থার এমিরেটস চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কেশব মাহিন্দ্রা টাটা স্টিল, আইসিআইসিআই, আইএফসি, সেইল ও ইন্ডিয়ান হোটেলস সহ একাধিক সংস্থার পরিচালক পদেও ছিলেন। ২০০৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে লাইফচাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং।

আধুনিক ও উন্নত ভারতের স্বাস্থ্যে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছে কেন্দ্রঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশে সদ্য নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আধুনিক ও উন্নত ভারতের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছে। নীতিটি শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর জোর দেয়... সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, জ্ঞান এবং ভারতীয়. মূল্যবোধের প্রচার করে। এই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দেশে নীতি পর্যায়ের পরিবর্তন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। দেশে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে সরকার দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগে ক্রমবর্ধমানভাবে মনোনিবেশ করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ সরকার এই বছরের শেষ নাগাদ ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিযোগের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আমি মধ্যপ্রদেশের সমস্ত ছাত্র, সমস্ত শিক্ষক এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানাই।

নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে যে কোনও সমাজের সমৃদ্ধি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটতে পারে ঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে যে কোনও সমাজের সমৃদ্ধি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটতে পারে। মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নয়া দিল্লিতে বুধবার প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে ভাষণ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন , একটি সমাজের বিকাশের সম্ভাবনা তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন তা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকে। নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে যে কোনো সমাজের সমৃদ্ধি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটতে পারে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেন, নিরাপত্তাকে বিস্তৃতভাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বাহ্যিক নিরাপত্তার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বাহ্যিক নিরাপত্তার দাযিত্ব মূলত দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপরই বর্তায়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্প এবং সৈনিক কল্যাণ সংস্থা জড়িত প্রতিরক্ষা বাস্তুতন্ত্রের একটি সুপারস্ট্রাকচার প্রযোজন।তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের বর্তমান ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রতিরক্ষা অর্থ ও অর্থনীতি বিষয়ে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করার জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। সম্মেলনে আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও কেনিয়ার প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন।

জোর গতিতে চলছে মহিশাসন-শাহবাজপুর রেলপথের নির্মাণ কাজ

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ এপ্রিলঃ বহু বছর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ রেল লাইনের পুনঃসংস্কারের কাজ চলছে জোর গতিতে। মহিশাসন-শাহবাজপুর (বাংলাদেশ)-এর মধ্যে রেল চলাচলের জন্য সীমান্ত জেলার হাজারো মানুষ সেই শুভদিনের অপেক্ষায়। যে গতিতে নির্মাণ কাজ শুরু চলছে, তাতে খুব শীঘ্রই মহিশাসন দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।২০১৮ সালে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে নতুন প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সালে কুমিল্লা-আখাউ।া-কুলাউড়া-বদরপুর (অসমের করিমগঞ্জ জেলান্তর্গত বদরপুর) রেলপথটি চালু করেছিল তকালীন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে। এই রেলপথটি ১৯০৩ সালে অসমের লামডিং পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে রেল সংযোগের জন্য অসম চা রোপণকারী সংঘের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৯১ সালে বাংলার পূর্ব দিকে একটি রেলপথ নির্মাণ শুরু করে। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার অধুনা কুমিল্লার মধ্যে ১৫০ কিলোমিটার পথ খোলা হয় ১৮৯৫ সালের রেলওয়ে ট্রাফিকে।মহিশাসন রেলওয়ে স্টেশন করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। এটি সীমান্ত রেলওয়ে ট্রানজিট সুবিধা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। দেশভাগের পরও এই স্টেশনটি ছিল জমজমাট। হুইসেল বাজিয়ে ছুটে চলত ট্রেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মহিশাসন-লাতু রেলে চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।পরবর্তীতে মহিশাসন-শাহবাজপুর (লাতু) রুটটি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর থেকে চালুর কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রেলওয়ে ট্রাফিকের অভাবের দরুন তা চালু হয়নি। এই রেললাইন দিয়ে তিনসুকিয়া থেকে চা নিয়ে যাওয়া হত চট্টগ্রাম বন্দরে।অন্যদিকে শাহবাজপুর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভিবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় অবস্থিত। স্টেশনটি ২০০২ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। শাহবাজপুর বাংলাদেশ সীমান্তের সর্বশেষ স্টেশন। ইংল্যান্ডে গঠিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি এ দেশে রেলপথ নির্মাণের দাযিত্ব নিলে ১৮৯৫ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা ১৫০ কিমি মিটারগেজ লাইন এবং ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা-আখাউড়া-শাহবাজপুর রেলপথ স্থাপন করা হয়। ওই সময় কুমিল্লা-আখাউড়া-শাহবাজপুর লাইনের সর্বশেষ স্টেশন হিসেবে শাহবাজপুর রেলওয়ে.স্টেশন তৈরি করা হয়।জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলাদেশে সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। বর্তমানে জোর গতিতে চলছে তার কাজ। বাংলাদেশে নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে কালিন্দি নির্মাণ সংস্থা এবং ভারতীয় দিকে রয়েছে সাধন দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি। দুটিই ভারতীয় নির্মাণ সংস্থা। ২০১৮ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হয় মহিসাশনের।অন্যদিকে উন্নতীকরণ করা হচ্ছে মহিশাসন বিএসএফ ক্যাম্পেরও। পুরোনো স্টেশন থেকে জিরো লাইন অবধি ২.৮ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণ করার কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হওয়ার পথে। নতুন করে স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।এই রেলপথ চালু হলে কলকাতার সঙ্গে শিলচরের রেল দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে। আগামীতে রেলপথ মণিপুরের ইমফল থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সম্প্রসারণ হবে বলে রেলওয়ে সূত্রের খবর। যা ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে। মহিশাসন দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হলে প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব পাবে পণ্যবাহী ট্রেন। তবে যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য হয়-তো কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে।

দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের সঙ্গে দেখা করলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিলঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দলের (ইউনাইটেড) প্রধান নীতীশ কুমার কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে ব্যবধান কমাতে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে একক প্ল্যাটফর্মে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে বুধবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সাথে দেখা করলেন।মঙ্গলবার তিন দিনের সফরে দিল্লি পৌঁছেছেন নীতীশ কুমার। বুধবার তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সাথেও দেখা করেন। এছাড়া কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। দিল্লিতে তাঁর আগমনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী ঐক্যকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে প্রথমে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদের সাথে দেখা করেন। যেদিন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং লালু প্রসাদের ছেলে তেজস্বী যাদব চাকরির জন্য জমি কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত অর্থ পাচারের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সামনে হাজির হন সেদিন এই দুজনের দেখা হয়েছিল।দিল্লিতে পৌঁছানোর পর নীতিশ কুমার লালু প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজ্যসভার সাংসদ মিসা ভারতীর বাসভবনে যান। উভয় নেতা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কুমার লালুর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। নীতীশ কুমারের সঙ্গে ছিলেন জেডিইউ সভাপতি লালন সিং ও মন্ত্রী সঞ্জয় ঝা।

ভারতে ৮-হাজার ছুঁইছুঁই কোভিড-সংক্রমণ! মৃত্যু ১১ জনের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিলঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, বাড়তে বাড়তে ৭-হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। পৌঁছে গেল ৮-হাজারের দোরগোড়ায়, উদ্বেগ বাড়িয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,৮৩০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১১ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৪০,২১৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৯ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,০১৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,০৪,৭৭১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭২ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৪১ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৪,৩২৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ২,১৪,২৪২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-

এমএসসি ব্যাঙ্ক দুর্নীতিতে চার্জশিট জমা দিল ইডি নাম নেই অজিত ও তাঁর স্ত্রীর, বিজেপিকে তোপ রাউতের

মুম্বই, ১২ এপ্রিল ঃ মহারাষ্ট্র স্টেট কোঅপারেটিভ (এমএসসি) ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই মামলায় এর আগে এনসিপি নেতা এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার এবং তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি চিনিকলের সম্পত্তি মানি লন্ডারিং মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। যাইহোক, অজিত পওয়ার এবং তাঁর স্ত্রী সুনেত্রার নাম ইডি-র চার্জশিট থেকে বাদ প।ছে। তবে এমএসসি ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির তদন্তের সময় উঠে আসা কিছু সংস্থার নাম চার্জশিটে রাখা হয়েছে।সূত্রের খবর, এমএসসি ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে, কিন্তু সেই চার্জশিটে অজিত পওয়ার এবং তাঁর স্ত্রীর নাম নেই। প্রসঙ্গত, এই মামলায় ২০২১ সালের জুলাই মাসে জরান্দেশ্বর সমবায় চিনিকলের জমি, ভবন এবং যন্ত্রপাতি-সহ ৬৫ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল ইডি। আগামী ১৯ এপ্রিল এই বিষয়ে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।এই ইস্যুতে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তাঁর অভিযোগ, ইডি ও সিবিআই-কে অপব্যবহার করা হচ্ছে। বুধবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, এটা পরিস্কার যে ইডি ও সিবিআই-

কিভাবে আইপিএল পৌঁছলো জনপ্রিয়তার শীর্ষে

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃভারতীয় ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আইপিএল ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট টি-টোয়েন্টিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ২০০৮ সালে টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই নজর পড়েছে বিশ্বের প্রতিটি দেশের। অনেকেই জানতে চান কীভাবে জনপ্রিয় হল এ টুর্নামেন্ট ?যেভাবে আইপিএলের যাত্রা শুরুঃ এই জমজমাট এ টুর্নামেন্টের যাত্রাপথ মোটেও সহজ ছিল না। ১৯৯৭ সালে জি নেটওয়ার্ক আর ললিত মোদির প্রমোট করা ইএসপিএনের মাঝে খেলা প্রচার স্বত্ব নিয়ে রেষারেষির তৈরি হয়। এর মাঝে এসএল গ্রুপের সিইও সুভাষ চন্দ্র জি স্পোর্টস চালু করেন।জি স্পোর্টসের সুভাষ চন্দ্র চেয়েছিলেন ললিত মোদিকে হটিয়ে ক্রীড়া বাণিজ্যে প্রবেশ করতে। কিন্তু ললিত মোদি সেটি হতে দেননি। তিনি সে সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়াকে জি স্পোর্টসকে প্রচার স্বত্ব দিতে নিষেধ করেন। তবে বাধার মুখে জি স্পোর্টস বসে থাকেনি। তারা অন্যদেশের ক্রিকেট ম্যাচ দেখানো শুরু করে।অবশেষে ললিত মোদির মাথায় আছে নতুন পরিকল্পনা। তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেট লিগের ধারণা নিয়ে হাজির হন। যেখানে বড় বড় ব্যবসায়ীসহ বলিউড তারকাদের নিয়ে আসেন ললিত মোদী। তৈরি করেন আটটি ফ্রাঞ্চাইজি। এরপরই শুরু হয়ে যায় আইপিএলের যাত্রা।ললিত মোদির ধারণা থেকে তৈরি হওয়া আইপিএল এই মুহূর্তে টাকার হিসেবে ছাড়িয়ে যাচ্ছে অতীতের সব আয়ের রেকর্ড। আইপিএলের আয়ঃ২০১৪ সালে আইপিএল থেকে আয় করেছিল ৩২০ কোটি মার্কিন ডলার (৩৩হাজার কোটি টাকার ওপরে)। পরের বছরগুলোতে এ রেকর্ড ছাড়িয়ে নতুন নতুন আয় শুরু করে আইপিএল। ২০১৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থা আনুমানিক ৬২ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে, যা আগের আসরের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি।কীভাবে আসে এত আয়?আইপিএলের আয়ের প্রধান উৎস মিডিয়া স্পনসরশিপ। ২০০৮ সালে কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরভিত্তিক মার্কেটিং এজেন্সি ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস গ্রুপের কাছে আইপিএল প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে। তখন ভারতের সনি ম্যাক্স সেই খেলা সম্প্রচার করে। সেখান থেকে আয় হয় প্রায় ১০৭ কোটি টাকা। পরের ১০ বছরে শুধুমাত্র সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে আয় হয়েছে ৯ হাজার ৮২৪ কোটি টাকার ওপরে।ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পরে সারা বিশ্বের বড় বড় মিডিয়ার তো।জো। শুরু হয় আইপিএলের স্বত্ব নিতে। তখন সেটি নিয়ে নিলাম হয়। নিলামে ফক্স টিভি আর ফেইসবুক আইপিএলকে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকা অফার করে।তবে ২০১৭ সালে স্টার ইন্ডিয়ার কাছে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার ওপরে (২ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার) আইপিএল পাঁচ বছরের সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রয় করে। তাতে ২০০৮ সালে ম্যাচপ্রতি ১০ কোটি টাকা আয় বেড়ে ২০১৮ সালে দাঁায় ৮৫ কোটি টাকায়। শুধু আয় নয়, ভারতের জিডিপিতে এই আইপিএল রাখছে বিশাল অবদান।

মোদীকে চিঠি জেলেনস্কির, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট চাইলেন মানবিক সাহায্য

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদামির জেলেনস্কি। চারদিনের সফরে ভারত এসেছেন ইউক্রেনের উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনে জাপারোভা। তিনিই কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখিকে জেলেনস্কির লেখা এই চিঠিটি হস্তান্তর করেছেন। সেই চিঠিতে মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জামের পাশাপাশি অন্যান্য মানবিক সাহায্যের আর্জি জানানো হয়েছে।অতিরিক্ত ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি লিখেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন ইউক্রেনের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এমিন জাপারোভা। তিনি ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির সঙ্গে দেখা করে মোদীর উদ্দেশে লেখা জেলেনস্কির চিঠিটা তুলে দেন। পাশাপাশি ইউক্রেনে পরিকাঠামো তৈরির জন্য ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানান সেদেশের উপ-বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইউক্রেনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য বড় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে।'

মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু ও কাশ্মীর, কম্পাঙ্ক ৪.০

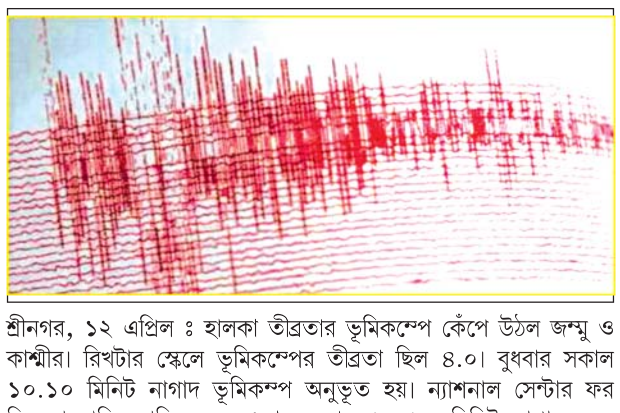

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল ঃ হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। বুধবার সকাল ১০.১০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ১০.১০ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র, ৩৪.৪৪ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ৭৩.৬০।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম থেকে ১৬৪ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে, কাটরা থেকে ২০২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও লাদাখের কার্গিল থেকে ২৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে।অন্যদিকে বিহারের পাটনায় মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বিহারের আরারিয়া জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। বুধবার ভোর ৫.৩৫ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় বিহারের আরারিয়া জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার ভোর ৫.৩৫ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় বিহারের আরারিয়া জেলায়।পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং থেকে ১৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ঝা।খণ্ডের দেওঘর থেকে ১৭৫ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল, ভূপৃষ্ঠের ১৯ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র। ২৫.৯৮ অক্ষাংশ ও ৮৭.২৬ দ্রাঘিমাংশ। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আতিকের, বললেন আপনাদের জন্যই আমি নিরাপদ

শিবপুরী ও বুন্দি, ১২ এপ্রিল ঃ সংবাদ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত গ্যাংস্টার ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদ। গুজরাটের সবরমতী জেল থেকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আতিক আহমেদকে, বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে পৌঁছনোর পর সাংবাদিকদের উদ্দেশে আতিক বলেন, আপনাদের (সংবাদ মাধ্যম) জন্যই আমি নিরাপদ রয়েছি।একটি খুনের মামলায় গুজরাটের সবরমতী জেল থেকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাফিয়া আতিক আহমেদকে। মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে পৌঁছনোর আগে রাজস্থানের বুন্দিতে কিছু সময়ের জন্য থামানো হয় পুলিশের গাড়ি, গাড়ি থেকে নামানো হয় আতিককে। তখন সে বলে, আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে.গিয়েছে... আমি তো জেলে ছিলাম, এটা (উমেশ পাল হত্যা মামলা) সম্পর্কে আমি কী জানব। উল্লেখ্য, আইনজীবী উমেশ পালের অপহরণের মামলায় দোষীসাব্যস্ত মাফিয়া ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে।

প্রবল দাবদাহে ওড়িশায় আগামী পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল সমস্ত স্কুল

ভুবনেশ্বর, ১২ এপ্রিল ঃ প্রবল দাবদাহে আগামী পাঁচদিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল ওড়িশা সরকার। সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বুধবার থেকে পাঁচদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ওড়িশায় একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভুবনেশ্বরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বারিপদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৬ ডিগ্রি। ঝাড়সুকদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.২ ডিগ্রিতে। আগামীতে গরম আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক জাপান সফর থেকে ফিরে জরুরি বৈঠকে বসেন। কথা বলা হয় আবহবিদদের সঙ্গে। সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বুধবার থেকে পাঁচদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় তাপপ্রবাহ চলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সংক্রান্তির উৎসবেও গরমের প্রবল দাপট অব্যাহত থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সরকারের তরফ থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

হলুদ চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন কালিয়াগঞ্জের জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা, বিক্রি করছেন নিজেরাই

কালিয়াগঞ্জ, ১২ এপ্রিল ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ-এর জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা হলুদ চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন। গ্রামের ১০-১২ জন মহিলা মিলে গ্রামের জমিতে হলুদ তৈরি করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা হলুদ জমি থেকে তুলে নিয়ে এসে সেদ্ধ করে শুকিয়ে, তারপর বিভিন্ন হাটে-বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রিও করছেন। এভাবেই স্বনির্ভর হচ্ছেন জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা।মহিলারা জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই জমিতে ট্র্যাক্টর চালান। জমি থেকে হলুদ তুলে সেই হলুদ নিজেরাই সেদ্ধ করেন, তারপর বিভিন্ন হাটে-বাজারে নিজেরাই গিয়ে সেই হলুদ বিক্রি করেন। বিগত প্রায় ৮ মাস ধরে নিজেরাই এভাবে হলুদ চাষ করছেন বলে জানিয়েছেন। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা। পরিবারের পক্ষ থেকেও তাঁরা পেয়েছেন সহায়তা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩এপ্রিলঃমঙ্গলবার, ২৯ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৯ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৯ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং ২৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৪০মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। শুভ দিন হবে

বৃষভ রাশিঃ নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে

মিথুন রাশিঃযে সমস্যা আপনাকে ঝামেলায় ফেলছে তা সমাধান করার জন্য আপনার বুদ্ধির বিচক্ষণতা এবং কূটনীতি প্রয়োজন। বিবাহের যোগ হবেই।

কর্কট রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন

সিংহ রাশিঃজীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। পরিশ্রমের বিকল্প নয়

কন্যা রাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি কোনও সহাযতা বা সহাযতা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন।শুভদিন।

তুলা রাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে।শুভ

ধনু রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে।শুভ

মকর রাশিঃউচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। সংসারে শান্তি হবে

কুম্ভ রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। শুভদিন।

মীন রাশিঃস্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। হবে না।

ফলতায় সপরিবারের আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যবসায়ীর, স্ত্রীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ ব্যবসায় মন্দা? আর্থিক অনটনের জেরে মানসিক অবসাদ? বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেও! মৃত্যু হল মায়ের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বাবা ও ছেলে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার। জানা গেছে, ফলতার চন্ডিপেলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অরবিন্দ সামন্ত। স্ত্রী শোভা ও ছেলের আয়ুর্বেদিক ঔষধের ব্যবসা করতেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি সেই ব্যবসায় নাকি মন্দা দেখা দিয়েছিল! ফলে পরিবারের আর্থিক অনটনও বাড়ছিল। আর তাতেই ঘটল বিপত্তি। মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন অরবিন্দ, শোভা ও তাঁদের ছেলে জয়ন্ত। এরপর যখন ঘটনাটি জানাজানি হয়, তখন ৩ জনকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরাই। হাসপাতালে শোভাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। স্বামী ও ছেলের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন দু'জনেই। ঠিক কি কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা? পরিবার সূত্রে খবর, সংসারে আর্থিক অনটনের কারণে মানসিক অবসাদ ভুগছিলেন বাবা, মা ও ছেলে। মৃত শোভা সামন্ত দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। এর আগে, একই পরিবারের ৪ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল দুর্গাপুরে। শহরের কুরুড়িয়া ডাঙার মিলন পল্লির একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল গৃহকর্তা অমিত মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ। বিছানায় পড়ে ছিল তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলের নিথর দেহ। কীভাবে মৃত্যু? তদন্তে নেমে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে একটি সুইসাইড নোটের হদিশ পায় পুলিশ। সেই লেখাতেই অমিত, তাঁর মা সহ মামার বাড়ির বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। অমিতের শ্বশুরবাড়ি তথা স্ত্রী রূপার বাপের বাড়ির লোকেদেরও দাবি, ওই ৪ জনকে খুন করা হয়েছে।

সুন্দরীনি শস্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবন দুগ্ধ ও প্রাণী সম্পদ উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘ লিমিটেড (সুন্দরিনী) আয়োজনে সুন্দরিণী শস্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার মথুরাপুর কৃষক বাজারে। এদিন গ্রাম সচেতন শিবির সুন্দরীনি কৃষাণীদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান এবং সুন্দরীনি শস্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হলো এই উপলক্ষ্যে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিধায়ক অলক জলদাতা সহ সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক, মথুরাপুর ১ ও ২ নং বিডিও সহ অন্যান্যরা।

বরানগর বই উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ সৌগত রায়, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক তাপস রায় প্রমুখ। ছবি-সৌরভ দত্ত

হাওড়া পুরসভা এলাকায় দিনে-দুপুরে জল 'চুরি'র অভিযোগে পুর প্রশাসক নিজেই নামলেন পথে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ হাওড়া পুরসভা এলাকায় দিনে-দুপুরে জল 'চুরি'র অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়েই বুধবার দুপুরে পুর প্রশাসক নিজেই নামেন পথে। কড়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেন তিনি। জল চুরি করে বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল এখানে। হাওড়ায় জল 'চুরি' রুখতে এবার সতর্ক হলো পুরসভা। বুধবার পুর প্রশাসক পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই নামেন পথে। অভিযোগ, হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২২ নং ওয়ার্ড ও ৪৯ নং ওয়ার্ড এর সংযোগস্থলে ইছাপুর শানপুর অঞ্চলে হাওড়া পুরনিগমের পদ্মপুকুর জল প্রকল্পের ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনে অবৈধ সংযোগে প্রতিদিন পানীয় জল চুরি করে তা ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি সেই পানীয় জল বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে।

খবর পেয়েই বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ছুটে যান পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। পুরনিগমের শীর্ষ আধিকারিকরা সহ নিকটবর্তী থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়েই এই অভিযান করা হয়। এই জল চুরির অপকর্ম এদিন সরোজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। এই অভিযান পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আমাদের কাছে অভিযোগ আসছিল। তার সত্যতা যাচাই করার জন্যই এদিনের এই অভিযান। এই অভিযানে হাওড়া পুরনিগমের পক্ষ থেকে সকল অধিকারিক এখানে এসেছেন। সঙ্গে ছিলেন এসিপি সাউথ, স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়া এই এলাকার পার্শ্ববর্তী ২টো ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন। এখানে এসে দেখা গেল পুরনিগমের সরবরাহকৃত জলের অপচয় হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি জল চুরি হচ্ছে। সেগুলো দ্রুত ঠিক করার জন্য জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ওয়ার্ডের মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের কাছে বারেবারে অভিযোগ আসছিল ব্যবসায়িক কাজে এই জল চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটাকে বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে জলের সমস্যা থেকে মুক্ত হন সেই দিকটা বজায় রেখে অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা হবে। এই ব্যাপারে যৌথভাবে পরিদর্শন এবং বৈঠক করা হয়েছে। এই ব্যাপারে মানুষকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাঁদের আবেদন করা হয়েছে যদি এমন কোনও কার্যকলাপ কেউ দেখেন তাঁরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুরনিগমকে জানান। এইজন্য এখানে পুরনিগমের পক্ষ থেকে ফ্লেক্স লাগানো হবে, প্রচার করা হবে। পুলিশের পক্ষ থেকেও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপ নেওয়া হলে দীর্ঘদিনের যে জলচুরির অভিযোগ আসছিল তা বন্ধ করা সম্ভব হবে। এটা হলে সার্বিকভাবে এলাকার সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন।

বিদ্যুৎ দপ্তর ও অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের সচিব হলেন শান্তনু বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ বিদ্যুৎ দপ্তর ও অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের নতুন সচিব হলেন শান্তনু বসু। তিনি তথ্য - সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে এখন থেকে এই দপ্তর দুটিও সামলাবেন। পাশাপাশি শ্রী বসু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব ও সামলাবেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের এখানকার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুরেশ কুমার নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অতিরিক্ত অধিকতার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বুধবার কর্মী বর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে এই কথা জানানো হয়েছে।

পুলিশের গোপন অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, বেলঘড়িয়া, ১২ এপ্রিল ঃ আগ্নেয়াস্ত্র- সহ ধৃত এক তৃণমূল কর্মী। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। কেন, কী উদ্দেশ্যে ওই আগ্নেয়াস্ত্র নিজের কাছে রেখেছিল যুবক, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। যদিও তৃণমূলের দাবি, দল এধরনের বিষয় সমর্থন করে না। আইন আইনের পথে চলবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্ত যুবকের নাম শুভঙ্কর ভৌমিক ওরফে শুভ। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দু রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যতীন দাস নগর এলাকা থেকে অভিযান চালায় বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। সেখান থেকে কামারহাটি এলাকায় তৃণমূল কর্মীকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুভঙ্কর ভৌমিক নামে ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ধৃতকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বারাকপুর আদালতে পাঠানো হবে।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী নাবালিকা মহেশতলা পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাতন ডাকঘরের হরিলুট এলাকায় বাড়ি ভাড়া থাকতো ওই নাবালিকার দিদি ও জামাইবাবু। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন আগেই দিদির বাড়িতে আসে ওই নাবালিকা। বুধবার হঠাৎই বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই নাবালিকা। প্রথমে নাবালিকার জামাইবাবু এসে তাকে ঘরের মধ্যেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এরপর মহেশতলা থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকের মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে মৃত ওই নাবালিকার নাম করিশমা সাউ বয়স আনুমানিক ১৭ বছর।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১২ এপ্রিল ঃ এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতার নাম একাদশী নস্কর(৭৭)। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের শিবনগর এলাকার ঘটনা। স্বামী ও সন্তান কেউই বাড়ি ছিলেন না এদিন। দুপুরে তাঁরা বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন একাদশী। তড়িঘড়ি প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কি কারণে এই ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতার পরিবারের সদস্যদের দাবি, সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন একাদশী, তবে পরিবারে কোন অশান্তি ছিল না। কি কারণে তিনি আত্মঘাতী হলেন সেটাও কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না।

দলের নির্দেশে হাওড়া সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত

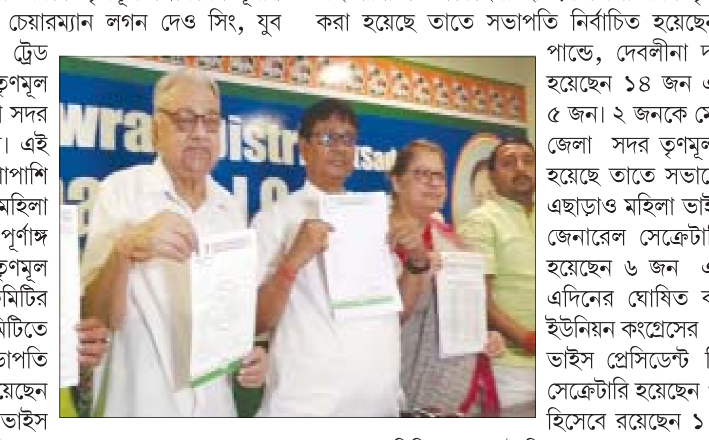

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ দলের নির্দেশে হাওড়া সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত হলো। সভাপতি থাকলেন কল্যাণ ঘোষ, চেয়ারম্যান লগন দেও সিং, যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, মহিলা সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরী, ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি থাকলেন প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশমতো তাদের অনুমোদনপ্রাপ্ত হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি বুধবার ঘোষণা করা হয়। এই কমিটিতে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটির পাশাপাশি জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেস, জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস এবং জেলা সদর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি এদিন ঘোষিত হয়। বুধবার বিকেলে হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কমিটির ঘোষণা করা হয়। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন লগন দেও সিং। সভাপতি মনোনীত হয়েছেন কল্যাণ ঘোষ। জয়েন্ট কনভেনর হয়েছেন বলরাম ভট্টাচার্য এবং নির্মলেন্দু চ্যাটার্জী। এছাড়াও জয়েন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ১৭ জন, সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন ১০ জন, সম্পাদক হয়েছেন ২৪ জন, ট্রেজারার হয়েছেন ১ জন, এক্সিকিউটিভ সদস্য হয়েছেন ৯ জন এবং জয়েন্ট অফিস সেক্রেটারি রয়েছেন ২ জন। এছাড়াও সমস্ত সভাপতি, স্টেট মেম্বার, সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সদস্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতিরা এই কমিটিতে রয়েছেন। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যে কমিটি এদিন ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কৈলাস মিশ্র। এছাড়া পূর্ণেন্দু ঘোষ, ভীম পান্ডে, দেবলীনা দাস ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। সেক্রেটারি হয়েছেন ১৪ জন এবং জেনারেল সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন ৫ জন। ২ জনকে মেম্বার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের যে কমিটি এদিন ঘোষিত হয়েছে তাতে সভানেত্রী হিসেবে বহাল রয়েছেন নন্দিতা চৌধুরী। এছাড়াও মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্থান পেয়েছেন ৮ জন, জেনারেল সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন ৩ জন, সেক্রেটারি হয়েছেন ৬ জন এবং সদস্য হিসেবে স্থান পেয়েছেন ৩ জন। এদিনের ঘোষিত কমিটিতে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্থান পেয়েছেন ১১ জন, জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন ৭ জন, সেক্রেটারি হয়েছেন ১১ জন, ট্রেজারার হিসেবে রয়েছেন ১ জন, এক্সিকিউটিভ সদস্য হয়েছেন ৬ জন, সোশ্যাল মিডিয়া সেক্রেটারি হয়েছেন ২ জন এবং অফিস সেক্রেটারি করা হয়েছে ১ জনকে। এদিন কল্যাণ ঘোষ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, জেলা থেকে আমরা যে তালিকা রাজ্য কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলাম সেখান থেকে খুব সামান্যই নাম বাদ গেছে। মাত্র দু'জনের নাম সেই তালিকা থেকে বাদ গেছে। বাকিদের নাম চূড়ান্ত হয়েছে।

বহড়ু কামদেবনগর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন হল, উপস্থিত ছিলেন বিডিও সহ আরও অনেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহড়ু, ১২ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা নিচ্ছেন। আর তার ফলে আগের চেয়ে গ্রামীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নত হয়েছে। বেড়েছে পরিকাঠামো। আর উন্নত গ্রামীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লক্ষ্যে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু কামদেবনগর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার দুপুরে। এ দিন ফিতে কেটে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল। আর এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও তনয় মুখার্জি, জয়নগর ১ নং ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার ডাঃ রুপংকর বোস, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিপ্রা সাহা, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মুজিবর রহমান মিস্ত্রী, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্নেয়াশীষ নাইয়া, উপপ্রধান মুজিবর রহমান লস্কর সহ আরো অনেকে। এতদিন এখানে একটি স্কুল ঘরে অস্থায়ী হিসাবে এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি চলছিল। আর এদিন থেকে উন্নত পরিকাঠামো সহ ঝা চকচকে এই কেন্দ্র চালু হবার ফলে এই এলাকার বহু মানুষ নিয়মিত ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন এবার থেকে।আর এদিন এই বিষয়ে জয়নগর ১ নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও তনয় মুখার্জি বলেন, আর ও ভালো পরিষেবা পাওয়া যাবে এখান থেকে নিয়মিত। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। তাই ভালো চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে এখানে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের থেকেও আরও ভালো পরিষেবা পাওয়া যাবে এখান থেকে। জয়নগর ১ নং ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার ডাঃ রুপংকর বোস বলেন, প্রসুতি মায়েদের চিকিৎসা সহ একাধিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে এখানে। উল্লেখ্য, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহড়ু পঞ্চায়েতের পাশে ও বহড়ু কামদেবনগর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটির মধ্যে দিয়ে এই এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন।

বকেয়া বেতনের দাবিতে চুঁচুড়া পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ, চেয়ারম্যানকে ঢুকতে বাধা

বনস্পতি দে, হুগলি, ১২ এপ্রিল ঃ সামনে পয়লা বৈশাখ। বাঙালির নতুন বছর শুরুর আগে বাড়ির ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে নতুন জামা কেনারও সামর্থ্য নেই। সংসার চালানোই এখন দুষ্কর হয়ে পড়েছে চুঁচড়ায় পুরসভা কর্মীদের কাছে। এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ কেটে গেলেও এখনও অ্যাকাউন্টে পড়েনি বেতন। মাস ফুরিয়ে গেলেও বেতন না মেলায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী শ্রমিকরা। মাইনে না মেলায় বুধবার পুরসভার সামনে বিক্ষোভ অবস্থান শ্রমিকদের। চেয়ারম্যান এলে তাকে ঢুকতে বাধা দেন বিক্ষোভকারীরা। এর ফলে চরম উত্তেজনা তৈরি হয় সেখানে। অবস্থার অবনতি হতেই পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুরপ্রধানের দাবি, উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিশৃঙ্খলা করা হচ্ছে। যারা অমিত রায়কে চেয়ারম্যান চায়নি, তারাই করাচ্ছে এসব। এই প্রথম নয় হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী শ্রমিকদের দাবি, গত কয়েকমাস ধরেই তাদের বেতন অনিয়মিত। নিয়ম অনুযায়ী মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতন হয়। বুধবার মাসের বারো তারিখ কেটে গেলেও এখনও বেতন হয়নি চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী প্রায় দু হাজার শ্রমিকের। মূলতঃ পুরসভার সাফাই কর্মী যারা তারা সময়ে বেতনের দাবীতে পুরসভার সামনে রাস্তা অবরোধ করে। পরে পুরসভার গেটে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করে। শ্রমিকদের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে মাসের নির্দিষ্ট দিনে বেতন হচ্ছে না। গত মাসে একদম শেষে গিয়ে বেতন দেওয়া হয়। চৈত্রমাসে আর দুটো দিন বাকি। পয়লা বৈশাখের আগে বেতন না পাওয়া গেলে নতুন জামা কাপড় কেনা যাবে না। বুধবার বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে পুরকর্মীরা গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। চেয়ারম্যান অমিত রায় এলে তাঁকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। চুঁচুড়া থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভ সামাল দেয়। পুরসভার কর্মীরা চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে । চেয়ারম্যান জানান, ''তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের ব্যানারে এরা বিক্ষোভ করছে। এদের কোনও রেজিষ্ট্রেশন নেই। বেতন দিতে কিছুটা দেরি হবে সেটা জানানো হয়েছিল তা সত্ত্বেও কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।'' চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার জানান, ''চুঁচুড়া পুরসভা এলাকায় কোন ইন্ডাস্ট্রি নেই। বাম আমল থেকেই অস্থায়ী শ্রমিক নেওয়া হয়েছে অনেক সেই ধারা এই আমলে অব্যাহত রয়েছে। শহরের নাগরিকের চাপ বেড়েছে তাই নিতে হয়েছে। পুরসভার কি অবস্থা আছে সেটা দু পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করার চেষ্টা করা হবে।'' এই প্রসঙ্গে শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি হুগলি সংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ। তিনি বলেন, ''আমরা আগেই বলেছিলাম কিছুটা পুরসভা প্রশাসক দিয়ে পরিচালনা করতে। যে কজন প্রতিনিধি আছে তাদের দিয়ে কোনওভাবেই পুরসভা পরিচালনা করা যাবে না। মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না। রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও নিকাশির বেহাল অবস্থা। মানুষকে পরিষেবা দিতে তারা পৌঁছায়নি, নিজেদের পকেট ভরার জন্য গিয়েছে। কর্মচারীদের বেতন পাচ্ছে না উল্টে তাদের মারতে যাওয়া হচ্ছে। এগুলো কাম্য নয়। চেয়ারম্যানের অবিলম্বে পদত্যাগ দেওয়া উচিত।''

বৈদ্যবাটির গঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপে তলিয়ে গেছে ঘাট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ এপ্রিল ঃ হুগলি জেলার বৈদ্যবাটির রাজবংশী পাড়ায় প্রায় শতাধিক পরিবারের বাস। সেখানেই গঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপে ইতিমধ্যে তলিয়ে গেছে গঙ্গার ঘাট সহ একটি বাড়ি। ফাটল ধরেছে বেশ কয়েকটি বাড়ি ও রাস্তায়। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে রাতের ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের। রাজবংশী পাড়ার বেশীরভাগ মানুষ মৎস্যজীবী। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলি এখন কোথায় যাবে সেই আতঙ্কে দিন কাটছে তাদের। স্থানীয়দের কাছে অভিযোগ পেয়ে বুধবার গঙ্গা ভাঙন এলাকায় পরিদর্শনে যান বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান সহ কাউন্সিলররা। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা ঘাট মেরামতির আশ্বাস দেন। যদিও শুধু পরিদর্শন আর আশ্বাস দিলে হবে না কবে থেকে কাজ শুরু হবে সে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর সরকার বলেন, চোখের সামনে দেখছি একটু একটু করে বাড়িটা সরে যাচ্ছে, ফাটল দেখা দিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে গঙ্গার দিকে সরে যাচ্ছে। যেভাবে দিনের পর দিন ফাটল দেখা দিচ্ছে তাতেও ঘাট বাঁধানোর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এখন মনে হচ্ছে নিজেদেরকেই কিছু করতে হবে। অনেকবার অনেকেই এসে দেখে গেছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যে ঘাট ছিল সেই ঘাটও গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। এদিকে, বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাত বলেন, ভাঙনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিদর্শন করে গেলাম। ইতিমধ্যেই আমরা কেএমডিএ কে ও ইরিগেশন দফতরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। স্থানীয় বিধায়ক ইরিগেশন দফতরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। ইরিগেশন দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা এসে মাপ নিয়ে যান। এরপর আর কিছুই হয়নি। ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে ঘাট। ওই এলাকার যে সমস্ত বাড়িগুলি রয়েছে সেগুলিতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। বিধায়ককে জানাব ইরিগেশন দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা যে ডিপিআর তৈরি করেছে তার যেন দ্রুত কাজ হয়। প্রয়োজনে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গেও কথা বলব, যাতে ভাঙন রোধ করা যায় এবং দ্রুত কাজ শুরু করা যায়। ভরসা পাচ্ছেন না ওই এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এই ধরনের আশ্বাস অনেকদিন ধরেই তাঁরা শুনছেন। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে এই কাজ না করে যদি আগে থেকে করা হত, তাহলে হয়ত তাঁদের ঘরবাড়ি বেঁচে যেত, এমনটাই মনে করছেন বাসিন্দারা। পুরসভার চেয়ারম্যান এত কিছু জানালেও, সেই কাজগুলি কতদিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে, সেই নিয়েই চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা।

পার্ক স্ট্রিটের বহুতলে ছিঁড়ে পড়ল লিফ্‌ট্‌, নীচে চাপা পড়ে যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ বুধবার পার্ক স্ট্রিটের একটি বহুতলে লিফ্‌ট ছিঁড়ে পড়ে এক যুবকের উপর। ওই বহুতলে লিফ্‌ট মেরামতির কাজ চলছিল বলে খবর। একটি লিফ্‌ট উপর থেকে ছিঁড়ে আচমকা নীচে পড়ে। তাতে চাপা পড়ে যান ওই যুবক। লিফ্‌টের নীচে তিনি আটকে যান। গলার অর্ধেক অংশ কেটে যায় ওই লিফ্‌ট অপারেটরের। বেরিয়ে আসে জিভ। পুলিশের তরফে জানানো হয়, মৃত্যু হয় রহিমের। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। পার্কস্ট্রিটের ওম টাওয়ারে বুধবার সকাল থেকে লিফ্‌ট মেরামতির কাজ চলছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আচমকা তিন নম্বর লিফ্‌টটি উপরে উঠে যায়। কেন তা উপরের দিকে উঠল, উঁকি মেরে তা দেখতে যান লিফ্‌টের অপারেটর। আর ঠিক সেই সময়েই লিফ্‌টটি ছিঁড়ে যায়। হুড়মুড়িয়ে তা নীচে এসে পড়ে। মাথা সরিয়ে নেওয়ার সময়টুকুও পাননি যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লিফ্‌ট অপারেটরের নাম রহিম খান। তিনি একবালপুরের বাসিন্দা। লিফ্‌টে চাপা পড়েন তিনি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হেস্টিংস থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যেরা ওম টাওয়ারের ওই বহুতল থেকে লিফ্‌ট সরিয়ে যুবককে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। উদ্ধারকার্যে হাত লাগায় দমকলও। অনেকটা সময় লেগে যায় যুবককে উদ্ধার করতে। লিফ্‌টের একেবারে নীচে যুবক আটকে যান বলে লিফ্‌ট সরিয়ে তা বার করে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

চড়ছে পারদ, প্রচন্ড গরমে নাজেহাল দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ শুষ্ক গরম বাতাসের প্রভাবে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে কলকাতায়, দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই পারদ ঊর্ধ্বমুখী। একই অবস্থা উত্তরবঙ্গেও। প্রচন্ড গরমে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ নাজেহাল, কলকাতায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন, দুই তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের ওপরে। পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা না থাকলেও, একটানা শুষ্ক গরমে অসুস্থ হয়ে পড়া এড়াতে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। অত্যধিক গরমে কাহিল হয়ে পড়ছে তিলোত্তমা, মাত্রাতিরিক্ত এই গরম এখনই কমবে না। রোদের দাপট আরও নাজেহাল অবস্থার সম্মুখীন হবে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত এমনই থাকবে তাপমাত্রা। এই সময়ে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গবারের পর বুধবারও ঊর্ধ্বমুখী কলকাতার তাপমাত্রা। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েক দিন স্বাভাবিকের ওপরেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক প্রান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কলকাতাতেও গত কয়েক দিনে ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করেছে তাপমাত্রার পারদ। সকালের দিকে রোদের তেজ কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গনগনে রোদে বাড়ির বাইরে বেরোনো দায়। সন্ধ্যা কিংবা রাতেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি থাকছে, যে কারণে গরমের অস্বস্তিতে নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বুধবারও তীব্র রোদের দাপট ছিল শহর ও শহরতলিতে।

বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে ৪০টির বেশি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাকে জমি দিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার নিউটাউনের বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে এখনও পর্যন্ত ৪০ টির বেশি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাকে জমি দিয়েছে। ২৫০ একরের বেশি এই ভ্যালিতে এখনও পর্যন্ত ইনফোসিস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, টাটা কন্সালটেন্সির মত প্রথম সারির তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা লিজ চুক্তির বিনিময়ে এখানে জমি পেয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এখানে এক লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এরফলে প্রায় ৫০ হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান হবে। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার এই ভ্যালির সূচনা করেছিল।

মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌলেদের উপর জলদস্যু হানা, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১২ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে জলদস্যুদের কবলে পড়লেন মৌলেরা। নৌকা থেকে তাঁদের সংগৃহীত সমস্ত মধু, রেশন ও অন্যান্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেয় জলদস্যুরা। পাশাপাশি রাতভোর তাঁদেরকে আটকে রাখে বলেও অভিযোগ মৌলেদের। তবে নিজেদের তপরতায় সকলেই জলদস্যুদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের সজনেখালি রেঞ্জের আঁধারমনি খাল এলাকায়। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রের খবর, আক্রান্ত মৌলেরা সকলেই গোসাবার সাতজেলিয়া ও লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। গত ৭ এপ্রিল অন্যান্য মৌলেদের সাথে তাঁরাও সজনেখালি থেকে মধু সংগ্রহের পাস নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন। গত পাঁচদিন সুন্দরবনের সজনেখালি রেঞ্জ সহ আশপাশের এলাকার গভীর জঙ্গলে ঢুকে মধু সংগ্রহ করেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক কুইন্ট্যাল মধু তাঁরা সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। সেই মধুই অনিল মিস্ত্রী, গোবর্ধন মণ্ডল, মন্টু সরকারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় জলদস্যুরা। পাশাপাশি তাঁদেরকে বেধড়ক মারধর করে। রাতে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালায় তাঁরা। বুধবার জঙ্গলের পথ ধরে সড়কখালিতে বন দফতরের ভাসমান ক্যাম্পে এসে বিষয়টি জানান আক্রান্ত মৌলেরা। এরপর তাঁদেরকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেন বনকর্মীরা। বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান বাংলাদেশী জলদস্যুরা এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। এদিন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়া ৬ টি বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের নৌকা আটক করেছে বন দফতর। কিন্তু এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত জলদস্যুদের কোন হদিস পায়নি বন দফতর। সুঃদরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন আমরা অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছি। বুধবার ভারতীয় সুন্দরবন ও জলসীমায় ঢুকে পড়া ৬ টি নৌকা আটকও করা হয়েছে। পাশাপাশি যেহেতু মৌলেদের দল জঙ্গলে মধু সংগ্রহ অভিযানে রয়েছে, যাতে তাঁদের নিরাপত্তার কোন অসুবিধা না হয় সেই কারণে আরও পেট্রলিং বাড়ানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯ চৈত্র, ১৪২৯

মৎস্য প্রীতি বাঙালি

সম্পাদকীয়

বাঙালিরা মৎস্য প্রীতি হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে বাংলায় বহু নদনদী প্রবাহিত যা অন্য কোনও রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তার ওপরে বাংলার গরমকাল বাঙালিদের মৎস্যমুখী করতে বাধ্য করেছে। বাংলার চেয়ে আরও বেশি গরম পড়ে অন্য রাজ্যে। কিন্তু তারা সেখানে নিরামিষ খেয়ে গরম কাল কাটায়। কিন্তু বাঙালিরা তা পারে না। গরমকালে মাছ চাই। নাহলে মনে ভরে না। মাছ ভাজা থেকে শুরু করে মাছের ঝাল, মাছের অম্বল সবই চাই বাঙালিদের। বাঙালির উৎসবে মাছ না থাকলে সবার মন একেবারে বেজায় অখুশি হতে শুরু করে। বাঙালিরা কোথাও বেড়াতে গেলে থলি হাতে বাজারে গেলেই আগে মাছের সন্ধান করে। মাছ না থাকলে মাংসের কদর হয় না বাঙালিদের কাছে। মাংসের চেয়ে এক টুকরো মাছ বাঙালিদের মনকে একেবারে জুড়িয়ে দিতে পারে। বাংলার নদীতে এক সময়ে নানা রকমের মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু নদী নালাকে বুঁজিয়ে যেভাবে বড় বড় বহুতল বাড়ি হতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বাঙালিরা একেবারে দিশাহারা বলা যেতে পারে। চাষযোগ্য জমিতে এখন বাড়ি হতে শুরু করেছে। বাংলার বহু নদী হারিয়ে গিয়েছে। সরস্বতী নদীকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। গঙ্গার ইলিশ একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন বাজারে যেসব মাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা চালানি মাছ। সেই সব মাছের কোনও স্বাদ নেই। বাংলার নদনদীতে যে মাছগুলি ছিল তার স্বাদই আলাদা রকমের। এই সব মাছ রান্না করলে তার সুস্বাদু গন্ধতে পাড়ার লোক টের পেয়ে যেত যে মাছ রান্না হচ্ছে। আর চালানি মাছ রান্না করলে তার থেকে কোনও রকম গন্ধ আশা করা যায় না। বরফে ঢাকা দিয়ে দূর রাজ্য থেকে নিয়ে আসা হয়। বিশেষ করে মাদ্রাজি মাছ এখন বাজার ছেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়ার মাছ নেই বলতে গেলে চলে। আগে কাতলা রুই কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠত নদ নদীতে। সেই সব মাছের স্বাদ এবং গন্ধ মনকে ভরিয়ে দিত। কিন্তু আজকে চালানি মাছের কোনও স্বাদ নেই। নেই তার কোনও সুস্বাদু গন্ধ। বাংলার নিজস্ব বহু মাছের দর্শন এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। বাজারে কই মাছ কোথায়? যেসব কই মাছ দেখতে পাওয়া যায় তাকে হাইব্রিড কই বলা হয়ে থাকে। মোটা রকমের কই। কিন্তু সেই ছোট আকারে কই বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না। একেবারে হারিয়ে যেতে বসেছে সেই সব স্বাভাবিক জাতের কই। বর্ষাকালে বাড়ির উঠানে পাশের ধান ক্ষেত থেকে কই ঘরের মধ্যে এসে লাফিয়ে পড়তো। সেই সব দিনের কথা এখন তো রূপকথায় পরিণত হয়েছে। মৎস্যজীবী বাঙালিরা এখন বাধ্য হয়ে মাংসভোজীতে পরিণত হয়েছে। মুরগীর মাংস। তাও আবার পোলট্রি। দেশি মুরগী পাওয়া গেলে তার দাম বলতে গেলে পোলট্রি মুরগীর চেয়ে দাম দ্বিগুণ। তাই বাঙালিরা অল্প দামের পোলট্রি মুরগী খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। তাও আবার ক্রমশ পোলট্রি মুরগীর দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মাছের বদলে বাঙালিরা এখন পোলট্রি মুরগীর ভক্ত হতে শুরু করেছে। যতদিন যাচ্ছে মাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। সামুদ্রিক মাছ বাজারে আসছে বটে। কিন্তু সেই সব সামুদ্রিক মাছ খেয়ে বাঙালিদের মন ভরে না। বাঙালিরা নদীর মাছ খুবই পচ্ছন্দ করে। তার স্বাদ বলতে গেলে একেবারে অতুলনীয়। সমুদ্রের মাছের চেয়ে নদীর মাছের স্বাদ খুবই মধুর। সেই কারণে বহু বাঙালির পরিবার নদীর মাছ খেতে খুবই পচ্ছন্দ করে। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে থাকতেন তিনি তখন রোজ মাছ খেতেন। ভাজা মাছ, ঝোলের মাছ থেকে শুরু করে আম দিয়ে চুনো মাছের টকও খেতে খুবই ভলোবাসতেন।

রানি ভিক্টোরিয়া বাংলার মাছের ভক্ত

বাঙালিরা মাংস খাওয়া দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করলো ইংরেজরা আসার পর থেকেই। তারা মাংস খেত এবং তাদের দেখাদেখি বাঙালিরা মাংস খাওয়া করলো। লেখক শঙ্কর বলেছেন আগে বাঙলিরা বাজার থেকে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যেত ঝুলিয়ে। সবাই যাতে দেখতে পায় ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরছে। ইলিশের মাহাত্ম্য খুবই ছিল। আজও ইলিশের সুনাম রয়েছে। পাশাপাশি চিংড়ি, মৃগেল, রুই, কাতলা, ভোলা, গলদা, বাগদা, ট্যাংরা নামও করতে হয়। বাঙালিরা মাছ ভাজা এবং মাছের ঝাল ঝোল খেতে খুবই ভালোবাসে। গরম কাল পড়লেই বাঙালিদের পাতে আমের সঙ্গে কুঁচো চিংড়ি বা মৌরলা টক খুবই প্রিয়। আমের সঙ্গে আবার শোল মাছ দিয়ে টক ঝোল ভাতের সঙ্গে খেতে বাঙলিদের জুড়ি নেই। বাঙালিরা মাছ না খেলে কি খাইনি কি খাইনি মনে করতে থাকে। মনে করতে থাকে পেটটা খালি খালি লাগছে। কিন্তু এক টুকরো মাছের সঙ্গে দুই মুঠো ভাত খেয়ে বলে ভালো খাওয়াটা হয়েছে। গিন্নির হাতে রান্নার গুণ রয়েছে এটা স্বীকার করতে হবেই। শীতকাল আসলেই কুঁচো চিড়িং বড়া করে দেওয়া হতো। সেই বড়া দিয়ে পুরো ভাতটা খাওয়া যেত। মাংস ফেলে তখন এই কুঁচো চিংড়ির বড়া এবং ঝোল থেকে খুবই ভালো লাগতো। সেই সব মাছরা এখন কোথায় হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। সিগিং মাগুর মাছ খেতে বাঙালির ছেলে মেয়েরা চাইতো না। তারা বলতো এই মাছগুলি হচ্ছে রোগীদের খাবার। তারা তো রোগী নয় যে সিংগি মাগুর মাছ খাবে। বাড়ির ছোটদের ফরমাস ছিল বাজার কাতলা নিয়ে আসবে। চিংড়ি নিয়ে আসবে। ভেটকি নিয়ে আসবে। ভেটকির কাটাচ্চড়ি তখন এক ঘর বাঙলির খাওয়া ছিল। মোচার সঙ্গে চুনো চিংড়ি দিয়ে কশা করে রান্না বহু বাঙলির জিহ্বায় জল নিয়ে আসতো। সেই সব দিনের কথা এখন প্রা.য় হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। লর্ড ক্লাইভকে রাজা নবকৃষ্ণ দেব নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি তখন মাছের ঝোল ঝাল দিয়ে রান্না এবং বহু রকমের মাছ ভাজা তৈরি করে ক্লাউভকে খাওয়াতে ক্লাইভ একেবারে নাচতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কী করে এই রকম রান্না অসাধারণ রান্না করা যেতে পারে তার জানার চেষ্টা সাহেব করেছিলেন বলে জানতে পারা গিয়েছিল। বিলাতে থেকে এই রকম রান্না আগে তিনি কোনও দিনই খাননি। জব চার্নক থেকে শুরু করে বাংলার যতগুলি সাহেব এসেছিল তারা প্রত্যেকেই বাংলার মাছের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ভাত এবং মাছ এক সময়ে বহু সাহেবদের দুপুরের আহার ছিল। রাতের বেলাতে বহু সাহেবরা রুটি না খেয়ে ভাত মাছ খেতো। আবার কেউ কেউ ফিস ফ্রাই খেতে খুবই ভালোবাসতো।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

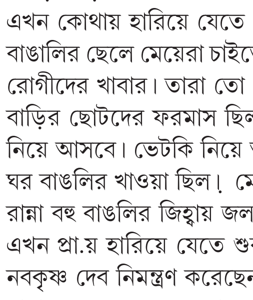

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই।

বাংলাদেশের মৌলবাদীর পাকিস্তান মদতপুষ্ট তাদেরকে পরাস্ত করতে বাংলাদেশে নববর্ষ উৎসব

রবীন্দ্রকুমার শীল

মৌলবাদীরা সক্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। সামনেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন। এবারে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা যাতে নির্ভীকভাবে ভোট দিতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে আওয়ামি লিগ সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন সবাই যাতে নির্ভয়ে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সরকার সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে এখন পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা সক্রিয়। তারা চাইছে বাংলাদেশের নাগরিকেরা যেন পাকিস্তানকে সব দিক দিয়ে সমর্থন করে। রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশ সরকারের সমর্থন পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব স্থানে আইএসআইয়ের ক্রিয়াকর্ম চলতো সেই সব স্থানে আবার নতুন করে গুপ্তচর শিবির তৈরি করার চেষ্টা করছে। তারা এখন ভাবতে পারছে না যে পূর্ব পাকিস্তান এখন আর নেই। বাংলাদেশ এখন পাকিস্তনের একটি অংশ বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে তারা আওয়ামি লিগকে সরিয়ে সেখানে পাকিস্তানী মদতপুষ্ট দলকে সরকারের বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেই কথা কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভালো করেই জানেন। তিনি এ ব্যাপরে গোপন শলাপরামর্শ করেছেন ভারতের কয়েকজন কূটনীতিবিদদের সঙ্গে। ভারত যেহেতু বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করেছিল সেই কারণে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতের ওপরে ভরসা রাখে। আজকে বাংলাদেশের কোনও ক্ষতি হলে ভারত এগিয়ে আসবে সেটা বলা যতেই পারে। বাংলাদেশের মৌলবাদীর পাকিস্তান মদতপুষ্ট বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে সেখানকার নাগরিকেরা। তারা বলতে শুরু করেছে বাংলাদেশকে পাকিস্তান সরকার তাদের তাবেদার দেশ হিসাবে গড়তে চায়। বাংলাদেশে কোনও সময়ে পাকিস্তানের তাবেদারি করবে না। বাংলাদেশের মৌলবাদীদের পরাস্ত করতে এবারে বাংলাদেশ সংঘবদ্ধভাবে নববর্ষ উৎসব পালন করছে। বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব একটি জাতীয় উৎসব বলা যেতে পারে। প্রতিটি স্কুল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়ে থকে। বাংলদেশের ক্লাবগুলিও নববর্ষের দিন রঙিন শোভাযাত্রা বের করে। বাংলাদেশের নববর্ষ শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশে নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে চিরাচরিত বাংলা সংস্কৃতিতে সামনে রেখে। সেখানে কোনও রকমভাবে অন্য কোনও সংস্কৃতি পালন করা হয় না। বাংলা গান থেকে শুরু করে আবৃত্তি এবং বাংলার পোশাক পরে সবাই

শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। বাংলার লোকশিল্পীরা সেই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের নববর্ষ বলতে গেলে একটি অসাধারণ উৎসব যা বিশ্বের সব উৎসবকে একেবারে ম্লান করে দিতে পারে। দুই বাংলার কবিদের কবিতা পাঠ থেকে শুরু করে তাদের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তখন মনে হয় না যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ থেকে এবোরে আলাদা। দুই বাংলার মিলন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের সেই সময়ে রাস্তায় বাংলা সঙ্গীত শিল্পীদের গান শুনতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ এর মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন সব বাংলার শিল্পীদের গান শুনতে পাওয়া যায়। তবে রমনা উদ্যানে বাংলাদেশের নববর্ষ উৎযাপন বড় আকারে হয়ে থাকে। সেখান থেকেই বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসবের সূচনা হয়। খুব ভোরবেলা থেকেই রমনা উদ্যানের থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর সারা বাংলাকে মাতিয়ে তোলে। বাংলাদেশের বাসিন্দারা টিভি খুলে লাইভ সম্প্রচার দেখতে থাকে। হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে থকে একুশের ভাষা শহিদ মিনার সংলগ্ন এলাকা ঘিরে। এবারে মৌলবাদীরী বাংলাদেশের নববর্ষের ওপরে ফতোয়া জারি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বেশ কিছু ধর্মগুরুরা। এই সব ধর্মগুরুরা পাকিস্তান দ্বারা মদত পাচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তারা বলছেন যে বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব করাটা ধর্ম বিরোধী। এটা করা যাবে না। বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসবকে বন্ধ করতে এবারে কয়েকজন আইনজীবী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। তারা আবেদন করেছে বাংলাদেশে নববর্ষ উৎসব ধর্ম বিরোধী উৎসব। তাকে নিষিদ্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরী নববর্ষ উৎসবে বন্ধ করার জন্য যত শক্তি অর্জন করতে শুরু করেছে তার চেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয় করে অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে এবারে বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব সেরা উৎসবে পরিণত হবে। বাংলাদেশের ঘাতক নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেছেন, নববর্ষ উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি আসায় অসাম্প্রদায়িক মানুষের জেদ আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পয়লা বৈশাখ উৎসবের মধ্যে কোনও ধর্মীয় রং নেই। সব সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আসলে বেশ কিছু মৌলবাদীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত। তারা চাইছে বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে না উঠে দাঁড়াক। তারা পাকিস্তানের হয়ে দালালি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যেমনভাবে এক সয়ে উর্দুকে জাতীয় ভাষা বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলদেশের নাগরিকদের। সেই রকমভাবে বেশ কিছু মৌলবাদীরা বাংলাদেশের মানুষকে নববর্ষ উৎসব পালন করতে ভয় দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। এখন বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসবের আয়োজকেরা কবিগুরুর গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে-‘আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।’ এই গানের ওপরে ভরসা রেখে তারা নববর্ষ উৎসবকে আরও রঙিন করে তোলার চেষ্টায় রত। এদিকে বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব দেখতে বিদেশীরা ঢাকাতে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। ঢাকার প্রতিটি বড় হোটেলে এখন আর বলতে গেলে কোনও ঘর ফাঁকা নেই বিদেশি সাংবাদিক থেকে শুরু করে পর্যটকেরা এসে উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসবের সংবাদ সম্প্রচার করতে ‘বিবিসি’ এবং ‘ভয়েস অব আমেরিকা’র সাংবাদিকেরা এসে উপস্থিত হয়েছে।‘

রবীন্দ্রনাথের অভয়বাণী’ বাংলাদেশের নববর্ষ উদযাপনের মূল শক্তি

বাংলাদেশের সম্প্রীতি বাংলাদেশ সংগঠনের মুখপাত্র বলেছেন, হুসেন মহম্মদ এরশাদের শাসন ব্যবস্থা বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ গ্রহণ করতে ১৯৮৯ সালে এই শোভাযাত্রা শুরু করা হয়েছিল। হাজার হাজার বাংলাদেশের মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে মঙ্গল কামনায়। কালক্রমে এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছাড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মঙ্গলযাত্রাই ছিল শক্তি। এই পদযাত্রা থেকে বাংলাদেশের মানুষ শক্তি সঞ্চয় করেছিল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার। বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীরা এখনও রয়েছে। তারা সব সময়ে চাইছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিতে। তারা পাকিস্তানী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের যে নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে তাকে তো হাতছাড়া করা যায় না। তারা হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব গৌরব। কেন স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের সংস্কৃতিকে এখনও গ্রহণ করবে। এখন সময় এসেছে বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীদের একেবারে বিনাশ করে দেওয়া যাতে তারা আর কোনও দিন বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ডাক না দিতে পারে। রমনার বটমূলে পাকিস্তানী জঙ্গিদের নেকনজরে পড়ে গিয়েছিল। তার ফলে ২০০১ সালে জঙ্গিদের বোমার হামলায় দশজন মারা গিয়েছিল। বিস্ফোরণে বহু মানুষের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপরে রমনার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়নি। ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদিক সঙ্গীতশিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা বলেছেন, বাংলদেশের পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান বন্ধ করা যায়নি আর তা বন্ধ করাও যাবে না। কিছু অসুস্থ মানুষ হুমকি দিয়ে উৎসব বন্ধ করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের কথায় কান দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ছায়ানটের অনুষ্ঠান হবে এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান অন্যান্য বছরের মতো আর বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশের কোনও অনুষ্ঠান বন্ধ করার কারোর অধিকার নেই। এদিকে বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তার দিক দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঢাকায় কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি দেখতে পেলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকে শুরু করে প্রয়োজন হলে গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিদেশি ব্যক্তিদের সন্দেহ করা হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে সব কিছু জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ঢাকার প্রতি হোটেলে তল্লাসির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে যারা ঘর ভাড়া করে রয়েছে নববর্ষ উৎসব দেখবে বলে তাদের

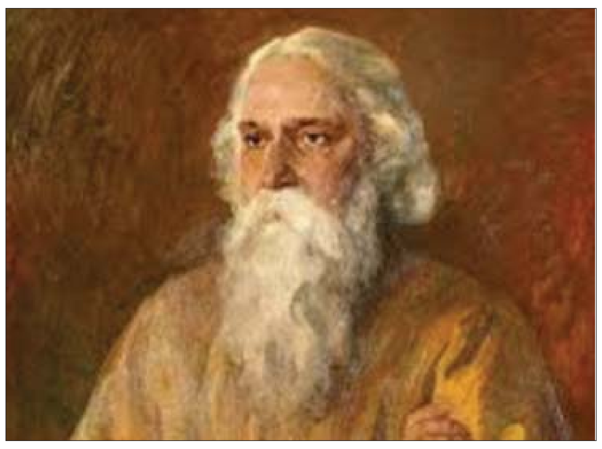

ভিসা থেকে শুরু করে পাসপোর্ট পরীক্ষা করা হচ্ছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের বিএনপি এবং জামাতে ইসলামিক জোট ক্ষমতায় আসার পর সেখানকার মৌলবাদীরা নববর্ষ উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরব হয়েছিল। সেই সময়ে তখনকার সরকার বলেছিল ঝুঁকি নিয়ে নববর্ষ উৎসব পালন করতে হবে। সরকার থেকে কোনও রকম নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এখন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয়েছে নববর্ষ উৎসব পালন করতে। মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং বেশ কিছু ধর্মগুরুরা ফতোয়া জারি করার পরেও বাংলাদেশ সরকার লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে বাংলাদেশের নববর্ষ উৎসব পালন করতে হবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনকে। পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান এবং মঙ্গল শোভাযাত্রায় সবাই অংশ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। চট্টগ্রামে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও নববর্ষ উৎসব এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করার আয়োজন করতে শুরু করে দিয়েছে। মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে পরাস্ত করতে এবারে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মিলিত শক্তি দিয়ে নববর্ষ উৎসব পালন করবে এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করবে। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিরা নববর্ষ উৎসব পালন করতে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। এক সময়ে রমনার বটমূলে নববর্ষ উৎসব উদযাপন কালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। বাংলাদেশে নববর্ষ উৎসব পালন করার ব্যাপারে ফতোয়া জারি করেছিল মৌলবাদী সংগঠনগুলি। ‘ছায়ানট’ এবং ‘জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন’ এর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চালু রাখা হয়েছিল মৌলবাদীদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে। এবারে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলা সঙ্গীত এবং সংস্কৃতির চর্চার ব্যক্তিত্ব সনজীদা খাতুন। ঢাকার ধানমন্ডিতে ছায়ানটের সংস্কৃতি ভবনে এই প্রবাদ শিল্পীকে বরণ করে নেওয়া হল। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছিল সনজীদার সঙ্গীত চর্চা। দিদির ওস্তাদজির কাছ থেকে সঙ্গীতের তামিল নেওয়া শুরু হয়। তারপর থেকেই তিনি সঙ্গীতের সুরধারায় সবাইকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চায় নিজেকে মগ্ন রাখতেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বারবার মৌলবাদীদের হামলায় বাংলা সঙ্গীত ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করেছিল। এমনকী বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওপরে হামলা হতে থাকে। এক সময়ে ‘রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটিতে জাতীয় সঙ্গীত করার ব্যাপরে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল জাতীর জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে। ২০০১ সালে রমনার অনুষ্ঠান রক্তাক্ত হয়েছিল বিস্ফোরণে। জানা গিয়েছিল সেই সময়ে পাকিস্তানের আইএসআই সক্রিয় হতে শুরু করেছিল বাংলাদেশে। তাদের উস্কানিতেই বাংলার নববর্ষ পালন করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যার ফলস্বরুপ হচ্ছে রমনায় বিস্ফোরণ। বহু লোক হতাহত হয়েছিল। আবার শুরু হয়েছে নালন্দা শিশু বিদ্যালয়। সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে ব্রতচারি সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন সনজীদা খাতুন। ছায়ানটের সভাপতি সারওয়ার আলি বলেছেন, বাঙালি যাতে বিশ্বমানবে পরিণত হতে পারে তার সাধনা করে চলেছেন মুক্ত মনের মানুষ সনজীদা খাতুন। বাংলাদেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তিনি এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সনজীদা। আসা করা যায় যে ছায়ানটের ছাত্ররা বাংলাদেশের শিল্পী হয়ে উঠবেন বিনোদন তারকা নয়।

হেরিটেজ

কলকাতার হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হেয়ার সাহেব

কলকাতার হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হেয়ার সাহেব। তাঁর পুরো নাম ছিল ডেভিড হেয়ার। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। ঘড়ি তৈরি করাই ছিল তাঁর ব্যবসার প্রধান কাজ। কিন্তু ঘড়ি ব্যবসা তুলে দিয়ে তিনি বাংলাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিনি বাংলায় এসে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দিলেন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর উৎসাহে তৈরি হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ। যদিও বেশ কয়েকজন ভারতীয় সহায়তা করেছিল এই মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার ক্ষেত্রে। তার মধ্যে ছিলেন দানবীর মতিলাল শীল। তিনি মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে জমি দান করেছিলেন। তাঁর নামে একটি ওয়ার্ড রয়েছে এই মেডিকেল কলেজে। তিনি আবার বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে সেই সময়ে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন। কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ চালু করতে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দান গ্রহণ করেছিলেন। বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন ডেভিড হেয়ার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন বেথুন

সাহেবকে। আগে হেয়ার স্কুল কলকাতা করপোরেশন বিল্ডিংয়ে((বোরো নম্বর পাঁচ) শুরু হয়। তারপরে সেটা চলে যায় নিজেদের ক্রয় করা জমিতে। এখন যেখানে হেয়ার স্কুল রয়েছে। এই ডেভিড হেয়ার প্রথম শবচ্ছেদ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্তকে। এশিয়ার প্রথম শবচ্ছেদ হয়েছিল কলকাতার মেডিকেল কলেজে। হেয়ার স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র বোস, অক্ষয় কুমার বড়াল, প্রমথেশ বড়ুয়া, গুরু দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী সহ আরও অনেকে। ডেভিড হেয়ার ছিলেন ভারত বন্ধু। তিনি ঘড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন। তবুও তিনি বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির দিকে নজর রাখতে শুরু করেছিলেন। তিনি প্রথম মেডিকেল কলেজের অচিকিৎসক কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। হিন্দু কলেজে বোর্ড সদস্য ছিলেন। এবং নিজেও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম আজকে হেরয়ার স্কুল নামে খ্যাতি লাভ করেছে। কলেজ স্কোয়ারে তাঁর সমাধি রয়েছে। তিনি কলেজ স্কোয়ারের রাস্তায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে কেউ বলতে গেলে চিনতে পারেনি। তার ফলে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। তখন কলকাতায় কলেরা রোগের বহু লোক মারা যেতে শুরু করেছিল। কলেরা রোগী দেখতে পেলে লোকেরা তাকে স্পর্শ করতো না। তখন ডাক্তারও কম পাওয়া যেত। সামনে মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও ডেভিড হেয়ারকে তুলে কেউ হাসপতালে নিয়ে যেতে সাহস পায়নি। কারণ কথন সবাই মনে করতে শুরু করে যে কলেরা খুবই ছোঁয়াছে রোগ। বাংলার শিক্ষা জগতে উন্নতি করতে এই মহামানুষের নামকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর চেষ্টা মেডিকেল কলেজে ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবচ্ছেদ করে চিকিৎসা জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। সমাজ প্রবল বিরোধিতা করলেও ডেভিড হেয়ার তা না শুনে মধুসূদনকে দিয়ে প্রথম শবচ্ছেদ করিয়ে চিকিৎসা জগতের উন্নতি সাধন করলেন।

এম এফ আই বা এন এফ বি সি কোম্পানি গুলোর দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হওয়া দরকার

এর পরে, প্রস্তাবের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে রেজোলিউশন প্ল্যানটি চূড়ান্ত এবং বাস্তবায়িত করতে হবে (রেফারেন্স ১৩)। কিছুটা ঋণ নেওয়া ভালো হতে পারে, কিন্তু ঋণগ্রস্ত অবস্থা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয় ! ঋণ নেবার গুণগত এবং পরিণামগত উভয় প্রভাবই রয়েছে। ঋণের গ্রহণের প্রবণতা, বিশেষ করে বেশি সুদের ঋণ একটি সামাজিক বড় উদ্বেগের বিষয়। ঋণের প্রভাব ডিগ্রী এবং মাত্রা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়। ঋণে থাকা অবস্থা (ঋণী) ব্যক্তিগত এবং আচরণগত অর্থ উভয়কেই কভার করে এবং ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ফলাফলের সাথে মিশ্রিত হয়। সামান্য ইতিবাচক প্রান্তে, ব্যাঙ্ক এম এফ আই এর থেকে ঋণের পরিশোধ করবার জন্য সহজে অর্থের অ্যাক্সেস আছে এমন লোকেদের সাময়িক আর্থিক সুস্থতার কিছু সম্ভাবনা থাকতেও পারে, যদি অর্থটি উৎপাদনশীল, লাভ ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থঋণের নেতিবাচক ফলাফলগুলি হ’ল ঋণগ্রস্ত ভোক্তাদের ত্যাগ, বিশাল যন্ত্রণা এবং হতাশা। অনেক সময়, এই ধরনের ঘটনার ফলে বাধ্যতামূলক মাইগ্রেশন হয়, পলাতক অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। পাড়া পড়শী বা আত্মীয়দের থেকে পাওয়া ঘৃণার চরম পরিণতি, আত্মহত্যার প্রবণতাকে প্রাযই আত্মহত্যায় পরিণত করে এটা সবসময়ই মনে রাখা প্রয়োজন! এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সম্ভাব্যভাবে একজন ব্যক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। কখনও কখনও ঘৃণার ধাক্কা কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত নেমে আসে। তামিল কৃষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন, খরা ত্রাণ প্যাকেজ এবং ঋণ মওকুফের ঘোষণার জন্য প্রতিবাদ করা, ঋণদুর্দশা কী এবং এটি কী করতে পারে তার প্রমাণ! (রেফারেন্স ১৪) উপসংহার উপসংহারে, আমাদের কাছে এবং দরিদ্রদের জন্য, চাকরী বিহীন ও চাকরী হারানো মানুষ, নিরক্ষর, আধা শিক্ষিত মানুষ, শহুরে, আধা শহুরে, গ্রামীণ গ্রামের মানুষ গুলোর কাছে এই বার্তা দিতে চাই যে মাইক্রোফিন্যান্স বা এন. এফ. বি .সি কোম্পানিগুলি মোটেও আপনাদের জন্য কোনো আশীর্বাদ তো নয়ই বরং এটি আপনাদের বা আপনার পরিবারের জন্য একটি বড় অভিশাপ । এই এম এফ আই বা এন এফ বি সি কোম্পানি গুলো যাদের আর বি আই এর অনুমতি নেই মানি লেন্ডিং ব্যবসা করার জন্য সেগুলোকে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং এম এফ আই বা এন এফ বি সি কোম্পানির মালিকতাদের ফিল্ড এজেন্টদের (মানি ল্যান্ডারদের) জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্কের বা আর বি আইএর কাছে ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার নিবন্ধিত সংস্থাগুলির জন্য নির্ধারিত আর বি আই ব্যাঙ্কের সুদের হারের বাইরে অতিরিক্ত উচ্চ সুদের হারে ঋণগ্রহীতাদের অবৈধ অর্থঋণ দেওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তিও পেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকারের উচিত ক্ষুদ্রঋণ এবং ক্ষুদ্রঋণের অভিশাপ সম্পর্কে জনগণকে আরো সংবেদনশীল করতে আগ্রহী করা, অন্যথায় দরিদ্র লোকেরা আরও দরিদ্র হবে এবং ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সময়সীমা বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকারের সর্বমুখী সুবিধাজনক প্রকল্প দুয়ারে সরকারের সময়সীমা বাড়ালো প্রশাসন। লক্ষাধিক মানুষের এই প্রকল্পে আবেদন জানানো এবং আগ্রহ দেখেই মালদায় ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সময়সীমা বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। যদিও গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও দুয়ারে সরকার প্রকল্পের অতিরিক্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের অতিরিক্ত সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ মানুষের উৎসাহ দেখেই শুধু মালদা নয়, রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই নির্দিষ্টভাবে এই প্রকল্পের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এব্যাপারে জেলাশাসক এবং একটি সাংবাদিক বৈঠকে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সময়সীমা বাড়ানোর নির্দিষ্ট দিনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ষষ্ঠ দফার দুয়ারে সরকার প্রকল্পে মালদা জেলায় ১ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। মোট ছয় দফায় অনুষ্ঠিত হওয়া দুয়ারে সরকার প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রায় মালদা জেলায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন করেছেন। ইতিমধ্যে ৬২ শতাংশ উপভোক্তাদের আবেদনের কাজ করে ফেলেছে জেলা প্রশাসন। যার মধ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা অথবা ভুল আবেদনপত্র হলে সেটি খারিজ করে দেওয়া, সেই কাজও ৬২ শতাংশ হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূলের কাজিয়া

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ১২ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলীর তৃণমূলের পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করলেন তৃণমূলেরই বিধায়ক। অপরদিকে উপপ্রধানের বক্তব্য, বিধায়কের নাম মুখে আনতে নাকি ঘেন্না লাগে! পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের একটা কটেজ তৈরিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিধায়ক ও উপপ্রধানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এলো। পূর্বস্থলীর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পঙ্কজ গাঙ্গুলী একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে। শুধু অভিযোগ আনাই নয়, দু'জনেই একে অপরের নাম মুখে উচ্চারণ করে না। একাধিকবার তাদের কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। এবার ফের একটি কটেজ তৈরিকে কেন্দ্র করে বিধায়ক ও উপপ্রধানের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছালো। পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের চুপি পাখিরালয়কে কেন্দ্র করে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে একটি কটেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আর সেই কটেজ তৈরি ও তার লিজ নিয়ে উপপ্রধান পঙ্কজ গাঙ্গুলী দুর্নীতি করেছেন বলে জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। তার অভিযোগ এই কটেজ করতে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচা হয়নি। শুধু বিধায়কই নয় তার অনুগামী সাত পঞ্চায়েত সদস্য সেই একই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে উপপ্রধানের বিরুদ্ধে কালনা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন। অপরদিকে উপপ্রধানের বক্তব্য, পঞ্চায়েতে কোন দুর্নীতি হয়নি। বিধায়কের দিকে ইঙ্গিত করে তার মন্তব্য, যে চিনি খায় সে সব সময় মনে করে সবটাই চিনি। যে সব সদস্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তারা বিধায়কের চামচা অথবা ভয়ে এসব করেছে বলে অভিযোগ উপপ্রধানের পঙ্কজ গাঙ্গুলীর।

মাছের নানা পদে মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১২ এপ্রিল ঃ নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের পথ দেখাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্য বিভাগ। মাছ থেকে উপজাত দ্রব্য তৈরিতেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করতে এবং মাছ-চিংড়ি চাষের বাইরেও মাছের মূল্য সংযোজিত পণ্য বা মাছের নানা পদ বিক্রি করে মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে শুরু হয়েছে তিন দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অর্থায়নে নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে নন্দীগ্রাম-১ মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে সামসাবাদ প্রাথমিক বহুমুখী মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাগৃহে নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় বাছাই করে পঞ্চাশ জন মহিলাদের নিয়ে শুরু হয়েছে হাতে-কলমে শেখার এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। কর্মশালায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুক্তিরানী মাইতি, নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু, চেয়ার প্রফেসর ও ডিন মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তথা কেভিএএফএস ইউনিভার্সিটির পূর্বতন রেজিস্ট্রার, ডিন ও ডিরেক্টর ডাঃ এইচ শিবানন্দ মূর্তি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মাছ থেকে উপজাত দ্রব্য তৈরি ও মাছের মূল্য সংযোজন পণ্য বা মাছের নানা পদ তৈরি হাতে কলমে দেখান শেখান নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী সুমন কুমার সাহু, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বর্ণদ্যুতি নাথ, নেওটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নীরজ পাঠক। অংশগ্রহনকারী মহিলাদের মধ্যে সূপর্না পাহাড়ি বলেন, এই ট্রেনিংয়ে আমরা শিখছি হরেক পদ। সেই তালিকায় যেমন আছে চিংড়ির আচার, মাছের মোমো, ফিশ সামোসা, ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ বলের মতো জনপ্রিয় পদ, তেমনই মৎস্যজাত ও উপজাত দ্রব্য যেমন একদম নতুন একটি সার যেটা মাছসার বা ফিশ ফার্টিলাইজার ও মাছের আঁশের অলংকার। এই অভিনব প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রসঙ্গে নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমন কুমার সাহু বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য মৎস্যকেন্দ্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর করা ও আত্মকর্মসংস্থান বাড়ানো। তার জন্য মহিলা, যুব সকলকে নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। যাতে স্বনির্ভর দলের মহিলারা মাছকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থানের দিশা খুঁজে পান, সেটাও আমাদের লক্ষ্য। আর এই স্বনির্ভর দলের মহিলাদেরও মাছের পদ তৈরি ও বিক্রির কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়, তার জন্যই প্রশিক্ষণ কর্মশালা। নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুক্তিরানী মাইতি বলেন, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ট্রেনিং পাচ্ছেন মহিলারা। সঙ্গে কর্মশালায় আসা যাওয়ার খরচও পাচ্ছেন। প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়া হবে। অংশগ্রহণকারী মহিলা মুন বানু, আয়েশা খাতুন, রীনা মাইতি, সীতা ভুঁইয়া, সোনেমা বিবি, রোজেনা খাতুন, মনসুরা বিবি, সুচরিতা হাজরা প্রভৃতিরা জানান, মাছের আচার, চিংড়ির আচার এই ধরনের প্রোডাক্ট আমাদের দেশ বা পাড়া-গাঁয়ে ছিল না। আমরা জানলাম, তৈরি করে নিজেরা খেয়েও দেখলাম বেশ সুস্বাদু। তাই মাছের মূল্য সংযোজন পণ্য তৈরি করে নতুন এক উদ্যোগ আমরা গ্রহন করব একে আমাদের বিভিন্ন মেলায় পাঠানোর চেষ্টা করব।

দেওয়াল দখল শুরু বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১২ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েতে নির্বাচন আসন্ন। তার আগেই দেওয়াল দখল করতে মরিয়া বিজেপি। প্রার্থীর নাম ফাঁকা রেখেই চলছে দেওয়াল দখলের কাজ। অপরদিকে তৃণমূল এখনও দেওয়াল দখলে না নামলেও, দিদির সুরক্ষা কবচ বা দিদির দূত হয়ে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। অবশ্য ভোটের আগে বিজেপি তৃণমূলের এই প্রচারকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বামেরা। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে ঘাটাল-দাসপুরে প্রার্থী নাম উহ্য রেখে দেওয়াল লেখনে প্রচারে সবার থেকে এগিয়ে বিজেপি। এক কথায় নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার আগেই পঞ্চায়েতে নির্বাচনের প্রচার তুঙ্গে। এখন শুধু নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অপেক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলি। ঘাটাল বিধানসভা বিজেপির দখলে। বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট দলের কর্মীদের নিয়ে দেওয়াল দখল শুরু করেছেন। রং-তুলি হাতে নিয়ে দেওয়াল লিখে বেশ কিছুটা এগিয়ে ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। শীতল বাবুর দাবি, উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে আছে। নির্বাচন ঘোষণা দ্রুত হোক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ গঠন হলে আবার উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। ঘাটালের সিপিএমের জেলা নেতা অশোক সাঁতরার দাবি, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড় সভা বা মিছিল তারা করবেন না। তাদের কর্মীরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন তারা প্রত্যেকটি ভোটারের কাছে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে প্রচার করছেন। ভোটের মুখে প্রচারের চমকে বিশ্বাসী নন তারা এমনই মত ঘাটালের সিপিএম নেতৃত্বের। অপরদিকে শাসকদল তৃণমূলের ঘাটাল সংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস হুদাইতের দাবি, রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্প যেমন দুয়ারে সরকার কর্মসূচি, দিদির সৈনিক, দিদির দূত এই কর্মসূচিগুলির উপর ভর করেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়বেন তাঁরা। তাঁর দাবি জনমুখী প্রকল্পের জন্য প্রত্যেকটি মানুষের মনে রয়েছেন মমতা ব্যানার্জি তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুই হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। অপরদিকে প্রচারে একই ছবি ঘাটাল মহকুমার দাসপুরেও। দাসপুর-২ ব্লকের খাঞ্জাপুর অঞ্চলে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে বিজেপি। ওই অঞ্চলের বিজেপি নেতা নির্মল দোলইয়ের দাবি, দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মানুষ। তাঁরা চাইছে বিজেপিকে। মানুষের দাবি মতো আমরা আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছি দেওয়াল লেখার মাধ্যমে। প্রার্থীর নাম উহ্য রেখেই চলছে দেওয়াল লেখা। দাসপুরে বিজেপির দেওয়াল লেখার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তৃণমূলেরই একাংশের সেটিংয়ের তত্ত্ব সামনে এনে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য তথা দাসপুরে সিপিএম নেতা গুনধর বোস বলেন, আমাদের কাছে গোপন খবর আছে বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির একটা সেটআপ চলছে। প্রার্থী না করলে বিজেপির ডামি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তৃণমূলকে হারানোর ছক কষা চলছে। আর বিজেপির এই দেওয়াল লিখনে তৃণমূলেরই বিভিন্ন গোষ্ঠী রয়েছে। তারাই করাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারবে না। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, দাসপুরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার আগেই মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। জোরকদমে চলছে প্রচার।

আগুনে ছারখার বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই একটি বাড়ি। ঘটনায় বাড়িতে মজুদ থাকার ৬০ হাজার টাকা উপরে যাই এমনটাই জানা যাচ্ছে। বুধবার এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার মানিকচক থানার অন্তর্গত ধরমপুর গ্রাম এলাকায়। জানা গেছে এলাকার বাসিন্দা শেখ সাপুল পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন দুপুরে বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ চলছিল। হঠাৎ এই গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা বাড়ি। এমন দৃশ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তার পুত্রবধূ। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও বাড়ির সমস্ত কিছুই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

PRI-401

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

অনলাইন ই-টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি সিএমই / মেরামতি, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর টেন্ডার আহ্বান করছেন অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য- **ক্রম নং.১, ই-টেন্ডার নোটিস নং. ও কাজের নাম ঃ আইআরইপিএস টেন্ডার নং.-০১-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৩-২৪** ''সাধারণ ঢেলে সাজানো ও সংযোগ (কামিন্স ইঞ্জিন মডেল-এনটি৮-৫৫আর. পরিমান-০৩টি ও পাওয়ার প্যাক হিন্দুস্থান ট্রান্সমিশন / অ্যাভটেক. মডেল সিআরটি-৫৬৩৩, এইচএম ব্যাঙ্গালুরু, পরিমান-০৩টি, ও সম্পূর্ন পিওএইচ সুইভেলিং প্ল্যাটফর্ম সঙ্গে ডিজি সেট, পরিমান-০৩টি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ যোগান ৪-চাকার টাওয়ার ওয়াগনের ২ বছরের (২৪ মাস) জন্য মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ জিকেপিএস-তে''। **আনুমানিক মূল্য (টাকা) ঃ ১,০৭,৩০,১৩১.৬৫, বায়না মূল্য (টাকা) ঃ ২,০৩,৭০০.০০, টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ঃ** ০২.০৫.২০২৩ বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত, **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০, সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ২৪** মাস। উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটে- **www.ireps.gov.in**।

ডেপুটি সিএমই / মেরামতি, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, এন.ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর

CPRO/ Mech-01

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

''চলন্ত ট্রেনে ধূমপান করবেন না''

e-Tender Notice

Prodhan Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah has invited e-Tender vide **NIT No: Maju GP/327/15th CFC/23-24 to Maju GP/335/15th CFC/23-24 dated-11/04/2023.** Last date of submission of Bid **17/04/2023 (3.00 pm)** and Online Bid opening date **19/04/2023 (03.00 pm).** Prodhan Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah has invited e-Tender vide **NIT No: Maju GP/336/15th CFC/23-24 to Maju GP/346/15th CFC/23-24 dated-12/04/2023.** Last date of submission of Bid **20/04/2023 (5.00 pm)** and Online Bid opening date **24/04/2023 (12.00 noon).** For more information please visit the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

গরমে নাজেহাল কোচবিহারবাসী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ এপ্রিল ঃ গত সোমবার থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে কোচবিহারে। বুধবার সকাল থেকে কোচবিহারে সূর্যের প্রখর তাপে নাজেহাল অবস্থা পথচারীদের। আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী কয়েক দিন ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাপমাত্রা ২ ও ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনের তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে ৪০ থেকে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পশ্চিমী এবং উত্তর পশ্চিমী শুকনো বাতাসের অবস্থানে এই গরম আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে আখের রস, ঠান্ডা পানীয় পান করছে পথচলতি সাধারণ মানুষ। কাজের ফাঁকে ছায়ায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

গরম বাড়তেই শুরু পানীয় জলের কষ্ট

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১২ এপ্রিল ঃ একদিকে তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ উর্দ্ধমুখী। দিনের বেলা ৩৬ থেকে ৩৮ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, অন্যদিকে পানীয় জল সরবরাহের পাম্প বিকল। পাইপ লাইন দিয়ে জল আসছে না শহরের বিভিন্ন এলাকায়। জলের সংকটে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। গত এক সপ্তাহ ধরে চলেছে এমন দশা। অনেকেই কুয়োর জল সংগ্রহ করে কাজ সারছেন। কেউ কেউ এদিক ওদিক থেকে জল বয়ে আনছেন। মালবাজার শহরের মুল জলাধার রয়েছে শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে মাল নদীর ধারে। এছাড়াও আরও জলাধার রয়েছে। সেই জলাধার থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গোটা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করা হয়। গত এক সপ্তাহ ধরে দেখা যাচ্ছে শহরের ১,৫,৬, সহ কয়েকটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন কলে জল আসছে না। মালবাজার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ৬ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে রয়েছে বিডিও অফিস, ভূমি রাজস্ব দপ্তর, স্কুল পরিদর্শকের অফিস। রয়েছে স্টেশন রোড, বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক বানিজ্য কেন্দ্র। এহেন এলাকায় পানীয় জলের কলে গত এক সপ্তাহ যাবৎ জল নেই। ব্যবসায়ীরা বিডিও অফিসের ট্যাঙ্ক থেকে জল সংগ্রহ করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। বিডিও অফিস কমপ্লেক্সে হোটেল চালায় একটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর নেত্রী দেবী ছেত্রী জানান, আমাদের এখানে কুয়ো নেই। পাইপ লাইনের জল ভরসা। সেই লাইনে জল নেই। দুই দিন হোটেল বন্ধ রেখেছিলাম। আজ জল টেনে নিয়ে কষ্ট করে চালাচ্ছি। জানিনা কবে সমস্যা মিটবে? বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের পুরাতন জলাধার থেকে জল নিয়ে অনেকে সমস্যা মেটাচ্ছেন। শহরের ৫, ১, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কলে জলের প্রবাহমাত্রা কম বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। পৌরসভার গভীর নলকূপ এবং বাড়ির কুয়োর জলে স্নান সহ অন্যান্য কাজ করছেন। এনিয়ে জানতে চাওয়া হলে মাল পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজিৎ দেবনাথ জানান, কয়েকটি ওয়ার্ডে জলের সমস্যা হয়েছে। মূলত হাসপাতালের পিছনে যে বড় জলাধার রয়েছে তার পাম্প কয়েকদিন যাবৎ বিকল হয়ে আছে। এজন্য সমস্যা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ সপ্তাহে ঠিক হয়ে যাবে। যতদিন জল সরবরাহ স্বাভাবিক না হচ্ছে সে পর্যন্ত মানুষকে সমস্যা ভুগতে হবে বলে ধারণা স্থানীয় মানুষদের।

দুই নাবালিকার আত্মগোপনে হিমশিম খেল পুলিশ

তনুজ জৈন, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ ঘাড়ে ব্যাগ নিয়ে কাকভোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে দুই বান্ধবীর কীর্তিকলাপ। ঘটনায় রহস্য ছড়ালো এলাকায়। পরিবারে বাবা-মায়ের কড়া শাসন ও বকুনি থেকে রেহাই পেতে বাড়ি ছেড়েছিল দুই সহপাঠী। শহরের বুকে ভাড়া বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ঠাঁই নিয়েছিল দুই নাবালিকা। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরই তদন্তে নেমে শহরের বুক থেকে দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার রাতের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাঁচল শহর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই নাবালিকা একই স্কুলে অষ্টম শ্রেনীতে পাঠরতা। তাদের বাড়ি চাঁচলের একটি গ্রামে। ৭এপ্রিল বাড়ি থেকে তারা নিখোঁজ হয়। তারপর দুই সমবয়সী বান্ধবী চাঁচলের একটি লজে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে। তবে লজ কর্তৃপক্ষ তাদের ঠাঁই দেয়নি। পরে তারা সামসি স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে। সেই সন্ধ্যায় ওই নিখোঁজের আত্মীয় সামসি স্টেশনেও খোঁজ নিতে যায়। কিশোরীরা আড়াল থেকে আত্মীয়কে দেখে অন্যত্র লুকিয়ে যায়। যা পুলিশের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। পুলিশের কাছে ওই দুই নাবালিকা আরও জানিয়েছে, তারা একটি রিসোর্টে সারাদিন কাটিয়েছে। বেলা শেষে আবার চাঁচলে আসে। চাঁচলের একটি বাড়িতে পেয়িং গেষ্ট হিসেবে আত্মগোপন করে। ওই দুই বান্ধবী স্কুল ও টিউশন না যাওয়ায় বাড়ির মালিকের সন্দেহ হয়। বাড়ির মালিকও তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরপরেই দিশেহারা হয়ে শহরের বুকে ঘোরাফেরা করে ওই দুই বান্ধবী। অবশেষে তারা পুলিশের খপ্পরে আসে। বাবা-মায়ের বকুনি ও কড়া শাসনের জন্যই তারা ঘর ছেড়েছিল বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছে। গতকাল ওই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাঁচল মহকুমা আদালতে তুলে চাঁচল থানার পুলিশ। আজ দুই নাবালিকাকে পাঠানো হয় শিশু সুরক্ষা কমিশনে।

জেলা কমিটি ঘোষণা নিয়ে অসন্তোষ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ জেলা কমিটি ঘোষণা নিয়ে দলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল তৃণমুল শিবিরে। বুধবার বহরমপুরের তৃণমূল কার্যালয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির ২১১ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই সময় সভা ছেড়ে চলে যান তৃণমূল সাংসদ ও মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান আবু তাহের খান। এদিন জেলা কমিটি ঘোষণা করেছিলেন বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি শাওনি সিংহ রায়। ওই কমিটি ঘোষণার আগে আবু তাহের খানকে কমিটির তালিকা দেখানো মাত্রই ক্ষোভ জানিয়ে তিনি সভা থেকে বেরিয়ে যান। তাঁকে না জানিয়েই কমিটির তালিকা হয়েছে বলে দাবি করেন। আবু তাহের বলেন, এই তালিকার বিষয় আমি কিছুই জানি না। শেষ মুহূর্তে আমাকে সাংবাদিক সম্মেলনের সময় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কিছু না দেখে ওই তালিকা প্রকাশে আমি থাকব না। তাই আমি উঠে চলে এসেছি। বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানাবেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে জেলা তৃণমূল সভাপতি শাওনি সিংহ রায় বলেন, রাজ্য থেকে ওই তালিকা এসেছে। সেই জেলা কমিটির তালিকা ঘোষণা করছেন তিনি। আবু তাহের খান কেন উঠে গেলেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন। তবে তালিকায় আবু তাহের খানের ৩৫ জন অনুগামীর নাম রয়েছে বলে দাবি করেন শাওনি। এদিকে সামনেই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে। তার আগে শাসকদলের নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনে নেমেছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল। এই পরিস্থিতিতে খানিকটা কোণঠাসা তৃণমূল। রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রায় রোজই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের। কিন্তু তারপরেও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং বিতর্কিত মন্তব্য অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে শাসক দলকে।

মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ এপ্রিল ঃ বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হলো বিজেপি। বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন বিজেপি কর্মীরা। গত ৫ মার্চ তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের ধলপল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী ভাঙ্গতি এলাকার ৯/ ২১৪ নম্বর বুথে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে ক্যাম্প বন্ধ করে দেয় স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে দুগ্ধ স্টলের জন্যে ই টেন্ডার অধিসূচনা

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মণ্ডলীয় বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ০৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝার এবং নিউ মাল জংশনে "দুগ্ধ স্টলের ব্যবস্থা" করার জন্যে মুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক, দ্বিদল প্যাকেট ব্যবস্থা যোগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছে।

ক্রম সংখ্যা	টেন্ডার নোটিস নং.	স্থান	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	১-সি-সিডি-এমএস-এপিডিজে-পিএফ-১	পিএফ-১	১,৮৮,১০০/- টাকা	১৯,৩০০/- টাকা
২	২-সি-সিডি-এমএস-এনসিবি-পিএফ-১	পিএফ-১	১,৮৫,৬০০/-টাকা	১৯,০০০/- টাকা
৩	৩-সি-সিডি-এমএস-এনওকিউ-পিএফ-১	পিএফ-১	১,৩৭,০০০/-টাকা	১৭,২০০/- টাকা
৪	৪-সি-সিডি-এমএস-এনএমজেড-পিএফ-১	পিএফ-১	৮৭,১২০/-টাকা	৯,১০০/- টাকা
৫	৫-সি-সিডি-এমএস-কেওকেজে-পিএফ-১	পিএফ-১	১,০৪,২৮০/-টাকা	১০,২০০/- টাকা

টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়: ০১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়: ০১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকিবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

[illegible]

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
& Office of the Block Dev. Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No	Tender ID	Tender Sl. No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1	EO/SNK/eNIT-92/2022-23(2 nd Call)	2023_ZPHD_510521	01	20/04/2023	24/04/2023
2	BDO/SNK/eNIT-02/2023-24	2023_ZPHD_510566	01 to 04	20/04/2023	24/04/2023

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
& Office of the Block Dev. Officer
Sankrail Dev. Block, Howrah

হাওড়া পৌর নিগম

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য (২য় আহ্বান)

ক্র. নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. তারিখ
১	নর্দমা নিষ্কাশন শালিমার গেট নং. ১ অধীন ওয়ার্ড নং. ৩৫ ও নর্দমার লাইন ও নিকাশী নিষ্কাশন শালিমার পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ১৯৮০ শালিমার খাল পর্যন্ত, অধীন ওয়ার্ড নং. ৩৯।	ডব্লুবি-এইচএমসি/ টিএন / ইডি / এস ও ডি/ ০১/ ২০২৩-২০২৪ তারিখ ঃ- ১২.০৪.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিসও ও ই.ই. (এস ও ডি), বিভাগ / www.wbtenders.gov.in। দরপত্র জমা বন্ধ (অনলাইন) ঃ ২৪.০৪.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে কোন আবেদন গ্রহণ করতে বা বাতিল করতে কোনরূপ কারণ না দর্শিয়ে।

৯(১) / ২৩-২৪ ১২.০৪.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Concrete Road Protecting Wall with U.C Bullah Pilling at Ward No-17 under MPLADS, Construction of Cement Concrete Road & Plastering of Road Side Wall at Ward N-18 and Repairing Leakage in existing choked Pipe Line in 100mm & 150mm dia. In different Wards under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-01,02,03 & 04/2023-24.** Bid submission closing date (online)-**27/04/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in**. the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 86/SEGP/2023 Date.- 12/04/2023

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful, reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) mentioned below: Sl. No. (1) INSTALLATION OF SOLAR SYSTEM AT GP OFFICE AND COMMUNITY HALL. Source of Fund: PBG. Tender Amount: 5,00,257.00. Date of Publishing: **12/04/2023 at 5:00 PM.** Date of Sale of Tender Form: **13/04/2023 10:30 am to 18/04/2023 2:00 pm.** Date of dropping of Sealed Tender Form **18/04/2023 (upto 2 pm).** Date of Opening of Tender **After 19/04/2023 at 1:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

০৫ (পাঁচ) বছরের সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** সিএটিজি-এসএমইউ-এমআইএস-০১, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ২৬-০৪-২০২৩ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬-০৪-২০২৩ তারিখের ১৩.৩০ ঘন্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১৮২৭।

এন্ট্রিক্রমিক নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্টেশন
৪৪/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-২৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	আলিপুরদুয়ার জং.
৪৪/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ আলিপুরদুয়ার
৪৪/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-২৩-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	ধূপগুড়ি
৪৪/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৯-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	দিনহাটা
৪৪/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-১৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	ধূপগুড়ি
৪৪/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-সিওবি-এসএমইউ-১৮-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	কোচবিহার
৪৪/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৪-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	দিনহাটা
৪৪/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এসএমইউ-১৬-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	দিনহাটা
৪৪/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-১৯-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	হাসিমারা
৪৪/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-২৫-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	আলিপুরদুয়ার জং.
৪৪/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-সিওবি-এসএমইউ-২৬-২২-২ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	কোচবিহার
৪৪/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওকেজে-এসএমইউ-২১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	কোকরাঝাড়
৪৪/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-২০-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	হাসিমারা

উপরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

[illegible]

BDO JBPUR, Howrah
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/ reliable contractors vide **Notice no- : NIT-2046(BDO JBPUR).** 01 no of work Dated-**11/04/23.** Publication Date-**12.04.23(E-NIT)** Fund-PM-AJAY

SD/-
BDO JBPUR, Howrah

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/ reliable contractors vide **Notice no-240 :** NIT-08 no of work Dated-**10/04/23.**
Publication Date-**12.04.23(E-NIT)**
Fund-15th FC

SD/-
EO JBPUR, Howrah

Office of The Prodhan
GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING TENDER: 004/GGP/2023

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Gopalnagar Gram Panchayat from the experienced and resource full bidders for execution of 1 No. of work. Date of Sale of Tender Form On any working day **from 10.04.23 to 18.04.2023 (from 11 AM to 02 PM).** Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before **19.04.2023 (up to 2 PM).** Date of Opening of Tender on **19.04.2023 (at 3 pm).**

NOTICE INVITING E-TENDER: 001/GGP/2023 & 002/GGP/2023

E-Tender is invited by the Pradhan, Gopalnagar Gram Panchayat from the experienced and resource full bidders for total 12(Twelve)Nos. different works. Documents Download/Sale Start Date(online) **from 12/04/2023 up to 17/04/2023 at 18.00 pm.** Bid submission starting **from 12/04/2023 up to 17/04/2023 at 18.00 pm.** Bid Opening Date on **19/04/2023 at 10.00 am.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

Office of The Joypur Gram Panchayat
At-Old Rajbati Road, Joypur :: PO-Garh Joypur::
PS-Joypur:: Dist- PURULIA
Notice Inviting E-Tender No. 01(E)/JGP/2023-24/15th CFC

For and on behalf of the Joypur Gram Panchayat, The Pradhan Joypur Gram Panchayat invites Tender for total 14 (Fourteen) Nos. different works. Date of publication (online): **10.04.2023 at 17.00 Hrs.** Online submission of bid starting from **11.04.2023 up to 17.04.2023 at 12.00 Hrs.** Time and Date for Opening Technical Bid (Online): **19.04.2023 at 12.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Joypur Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-(338-339) HGP/2023, Date:-11-04-2023
Notice Inviting e-Tender No.
-02 & 03/(23-24), Dt:-11/04/2023

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of ortho-o- parikalpana upasamity from experienced, resourcefull bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund : PBG(IBRD) and 15th CFC Untied (2022-23). Work Completion Period: 30 Days. Date of uploading e-NIT(online) on **11/04/2023 at 3:00 PM.** E-Tender document download starting from **12/04/2023 at 3:00 PM.** Last date of submission of Technical bid on **18/04/2023 at 1:30 PM.** And Opening on **20/04/2023 at 2:00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Haripur Gram Panchayat

চলুন বেড়িয়ে আসি

তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করে আরও চড়ছে তাই গরমের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাবেন ভাবছেন? জেনে নিন

গরমের ছুটি পড়েনি। তারই মধ্যে হাঁসফাস অবস্থা সকলের। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করে আরও চড়ছে। তাপ প্রবাহ শুরু হয়ে যাবে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। এই গরম থেকে বাঁচতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পরতে কে না চায়। বেড়াতে যাওয়াটা একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে।অবশ্য যেখানে গরম কম। তার সঙ্গে দেখতে হবে খরচটাও। কতটা কম খরচে বেড়ানো যায়। পকেট ফ্রেন্ডলি বা কম খরচে বেড়ানোর জায়গার মধ্যে কিন্তু দক্ষিণ ভারত সেরা। গরম বলে অনেকেই হয়তো ভাববেন এই গরমে আবার দক্ষিণ ভারত। কিন্তু সেখানে বেশ কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেগুলি বাজেটের মধ্যে অথচ তেমন গরম নেই। তার মধ্যে প্রথমেই নাম আসে পণ্ডিচেরির। যাকে ভারতের ফ্রান্স বলা হয়ে থাকে। তামিলনাড়ুর এই সমুদ্র উপকূলবর্তী ছোট্ট কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল কিন্তু একেবারেই ফরাসী আদবকায়দায় গড়া। বিচ লাভার্সদের প্যারাডাইস বলা হয়ে থাকে পণ্ডিচেরীকে। খাদ্যরসিক যাঁরা তাঁদের কাছে তো স্বর্গ বললে ভুল হবে না। দক্ষিণ ভারতে কম খরচে বেড়ানোর আরও বেশ কয়েকটি জায়গা রয়েছে, কোডাই ক্যানেল, গোয়া, আলেপ্পি। গোয়া তো বারোমাস ট্রাভেলারদের পছন্দের জায়গা। সবরকম বাজেটেই এখানে বেড়ানো যায়। কোডাই ক্যানাল যাঁরা যাননি তাঁদের দেখে

আসা উচিত এই জায়গাটি। তামিলনাড়ুর এই হিলস্টেশনটিকে দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ের রানি বলা হয়। হ্রদ, শান্ত উপত্যকা মন ভাল করে দেবে। কেরলকে ভুললে হবে কেন। কেরলের আলেপ্পিও পর্যটকতদের খুব পছন্দের জায়গা। আলেপ্পির ব্যাক ওয়াটার্সে ভ্রমণ মন ভরিয়ে দেবে। এখানে অনেক কম খরচে থাকার জায়গা রয়েছে। খাবারের দামও খুব বেশি নয়। গরমে বেড়াবেন আর উত্তর পূর্বকে ভুললে কী করে হবে। গরমে বেড়ানোর সেরা ডেস্টিনেশন উত্তর পূর্বভারত। অরুণাচল প্রদেশ তার মধ্যে অন্যতম। সাধারণ শীতকালে উত্তর পূর্বেররাজ্য গুলিতে তেমন ভিড় হয় না। তবে গরমে এখানে পর্যটকরা ভিড় করেন। একদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ আরেক দিকে বরফে ঢাকা হিমালয়।। ইটানগর থেকে আরেকটু উত্তরের দিকে গেলেই আসে দার্জিলিং। ট্রাভেলারদের ফেবারিট ডেস্টিনেশন। আবার উত্তর পূর্ব ভারত থেকে আরেকটু উত্তরে গেলে কসৌল। হিমাচল প্রদেশের এই চোট্ট গ্রামে গেলে গরম যেন মুহূর্তে উবে যাবে। যাঁরা ট্রেকিং করতে ভালবাসেন তাঁদের জন্য সেরা ডেস্টিনেশন এই কসৌল। কম খরচে হোম স্টেতে থাকা এবং খাওয়ার পাশাপাশি পাহাড় ভ্রমণ দুটোই হয়ে যায়। উত্তর ভারতের আরেকটি সস্তার ডেস্টিনেশন হৃষিকেশ। যেখানে সব ধরনের পর্যটকের সমাগম হয়। তাই সস্তা থেকে দামি সবরকমের থাকার জায়গা রয়েছে। তবে শুধু উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত নয় গরমের ছুটিতে কম খরচে বেড়ানোর ডেস্টিনেশন রয়েছে পশ্চিম ভারতেও। রাজস্থানে পুষ্কর। এই পুষ্করেই একমাত্র রয়েছে ব্রহ্মা মন্দির। এখানে মূলত বিদেশি পর্যটকদের ভিড় থাকলেও সস্তায় থাকার অনেক ধর্মশালা রয়েছে। আবার ম্যাকলিওড গঞ্জকে ভুললেও চলবে না। তিব্বতি মনেস্ট্রি তার সঙ্গে হিমালয় মুগ্ধ করবে পর্যটকদের। তাই অপেক্ষা না করে বেড়িয়ে পড়ুন বেড়াতে। দেখবেন মনপ্রাণ সব ভালো হয়ে যাবে। কেউ কেউ বাড়িতে টুরিজিম ব্যাঙ্ক বাড়িয়ে বেড়াতে যান।

গরমের ছুটিতে চলে আসুন কলকাতাতেই মিনি মিরিকে

গরমে নাজেহাল মানুষ। বিশেষকরেবাচ্চারা।এই গরমে যদি দার্জিলিঙের মিরিক লেকে যাওয়া যায়। নাম শুনলেই মনটা যেন

জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছেতে ২ দিন তো লেগেই যাবে। কিন্তু জানেন কি কলকাতার কাছেই রয়েছে মিরিকের মত লেক। একবেলাতেই বেড়িয়ে আসা যায় সেখান থেকে। মিনি মিরিক মিরকি নামটা শুনলেই এই গরমের হাঁসফাঁস দিনে মনটা যেন হারিয়ে যায়। পাহাড়, চাবাগান, মিরিক লেকের চারপাশে ঘোড়ায় ঘুরে বেড়ানো। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব ছবি। কিন্তু মনে হলেই তো আর যাওয়া যায়নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে কলকাতার কাছেই মিনি মিরিক। ইচ্ছে হওয়া মাত্র সেখানে ঘুরে আসা যায়। একবেলা নিশ্চিন্তে ছুটি কাটানো যায় এই মিনি মিরিকে। কলকাতার একেবারে কাছেই অপেক্ষা করছে মিনি মিরিক। কোথায় রয়েছে এই মিনি মিরিক কলকাতার এত কাছে যে মিরিকের মত লেক থাকতে পারে অনেকেই এখনও তা জানেন না। রায়দিঘিতে তৈরি হয়েছে সেই লেক। একেবারে মিরিক লেকের আদলে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রায়দিঘি ইকো ট্যুরিজম পার্ককে। এখনও তৈরি হচ্ছে এই পার্কের অনেক অংশ। তবে ৯০ শতাংশ কাজ শেষ। ইতিমধ্যেই বিকেলে ভিড় করছেন পর্যটকরা। অনেকেই এখনও তেমন ভাবে এই পার্কের কথা জানেন না। স্থানীয়রা যাঁরা জেনেছেন তাঁরা বেড়াতে আসছেন। কীভাবে তৈরি রায়দিঘির বিশাল দিঘিকে কেন্দ্র করেই এই পার্কটি তৈরি করা হয়েছে। সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগ এবং জেলা পরিষদের মিলিত প্রচেষ্টায় পার্কটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে পার্কটি। পুরো আলোকসজ্জা তৈরি হয়েছে সোলার সিস্টেমে। পার্কে সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে। রয়েছে দিঘিতে বোটিংয়ের সুবিধা। যেমনটা মিরিকে লেকে করা যায়। আবার কটেজের ব্যবস্থাও থাকছে। সুন্দরবন বেড়ানোর নতুন ডেস্টিনেশন মিনি মিরিককে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের সুন্দরবন ট্যুর প্যাকেজের আওতায় রাখা হচ্ছে এই ইকো ট্যুরিজম পার্ক বা মিনি মিরিককে। যাঁরা সুন্দরবন বেড়াতে যাবেন তাঁরা এই মিনি মিরিকে বেড়াতে পারবেন। অর্থাৎ পর্যটকদের এই পার্কে নিয়ে এসে জায়গাটি পরিচিতি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজ্যের পর্যটন দফতর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আসুন একেবারে অপবিট নিরিবিলি একটা পাহাড়ি জায়গায় টুং-এ

প্যাচপ্যাচে ভ্যাপসা গরমে সকলেরই নাজেহাল অবস্থা। তাপমাত্রা বলছে ৪০-৪২ ডিগ্রিতে চড়বে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা থেকে পালাতে পারলে ভাল হয়। একছুট্টে পাহাড়ে গেলে মন্দ হয় না। সপ্তাহান্তে ছুটিটা একটু বাড়িয়ে নিয়ে চলে আসুন একেবারে অপবিট নিরিবিলি একটা পাহাড়ি জায়গায়। যার নাম টুং। উত্তরবঙ্গ মানেই হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা না হল ডুয়ার্সের অরণ্য। এর বাইরে বঙ্গেবাসি কেউ ঘোরাফেরা করেন না। কিন্তু জানেন কি এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে যাওয়ার পথেই পাহাড়ে কোলে লুকিয়ে রয়েছে মনোরম এক জায়গা। তার নাম টুং। সেই টুং দিয়ে কু ঝিক ঝিক টয় ট্রেন ছুটে চলে ঘুমের পথে। জঙ্গল ঝরনা, ঝোরা, আর সবুজ পাহাড়। তাতে অসংখ্য পাখ পাখালি। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা এই টুং। এখানে গড়ে উঠেছে এমন সব হোমস্টে দেখলে তাক লেগে যাবে।ছোট্ট নাম টুং। পাহাড়ি জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। এই জঙ্গলের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অদ্ভুত সুন্দর হোম স্টে যার নাম টিংহি ফরেস্ট গার্ডেন। পাহাড়ের মাটির রাস্তা বেয়ে উঠে যেতে হয় একানকার ফরেস্ট হোমস্টের ছোট ছোট কটেজে। বাঁশকাঠ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কটেজে যেন রঙের সমাহার। গাছের উপরে তৈরি কটেজ গুলি। এক কথায় ঝুলন্ত বাড়ি বললে ভুল হবে না। সারাদিন বই পড়ে আর পাখির ডাক শুনে কাটিয়ে দেওয়া যায় সারাটা দিন।এই হোমস্টের প্রতিটি কটেজ তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক উপাদানে। বাঁশ, কাঠ, মাদুর, চাটাই দিয়ে। শীতে ঘর গরম রাখার জন্য প্রতিটি কটেজে রয়েছে পুখারি। প্রাচীন পাহাড়ি পদ্ধতির রুম হিটার বলা হয়। এই পুখারি সচরাচর এখন আর তেমন দেখা যায় না। কটেজের পিলারগুলি তৈরি হয়েছে বাঁশ দিয়ে। তার সঙ্গে ধাপে ধাপে পাথর দিয়ে গেঁথে তৈরি করা হয়েছে ভিত। রয়েছে ঝোলা বারান্দা। যেখানে দাঁড়ালে মনে হয় জঙ্গল ছুঁয়ে দেখা যায়।এই হোমস্টেতে আবার অরগানিক ব্যবস্থা রয়েছে। বাঁশের তৈরি বাঙ্ক বেড থাকে অভিবাব। একসঙ্গে অনেকে গেলে এই ডরমেটরিতে থাকতে পারেন। খুব বেশি ভাড়া লাগে না। সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেলে জঙ্গল আরও গভীর হয়। গাছের নিচে বসার জন্য ব্যাম্বোহাটও রয়েছে। যেখানে অনেকে একসঙ্গে বসে বৈঠক করতে পারেন। এই গ্রামের চাষিদের চাষ করা অরগ্যানিক ফসল বিক্রি করা হয়।গ্রামবাসী শিল্পীদের তৈরি কুটির শিল্পের জিনিসও এই সংস্থা বিক্রি করে। এখানে গ্রামের অনেকেই কাজ করতে আসেন। দার্জিলিংয়ের পথে থেকে একাধিক দোকান রয়েছে এই সংস্থার। সবকটিই মুগ্ধ করবে। টুং থেকে চার কিলোমিটার দূরেই রয়েছে মার্গারেট ডেক। চাবাগানের উপরে ভাসমান রেস্তরাঁ। অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গা। একবার গেলে ভোলা কঠিন।

খুব শীঘ্রই দুল্লভছড়া-শিলচর চলাচল করবে এএসটিসির যাত্রীবাহী বাস, আশ্বাস দিলেন মিশনের চেয়ারম্যান

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ এপ্রিল ঃ খুব শীঘ্রই দুল্লভছড়া-শিলচর রুটে চলাচল করবে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর যাত্রীবাহী বাস। আশ্বাস দিয়েছেন নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস। করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দুল্লভছড়ায় শিলচরগামী যাত্রীভিড় দেখে গতকাল রাতে এএসটিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসের কাছে ওই রুটে অন্তত একটি বাস চালানোর ব্যবস্থা করতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্জি জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট নাগরিক শোভন দাস। ফোনে তাঁর আর্জি শুনে তৎক্ষণাৎ এই দাবি পূরণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মিশন। দুল্লভছড়ার বিশিষ্ট নাগরিক শোভন দাস এএসটিসির চেয়ারম্যানকে জানান, কয়েক দশক আগে দুল্লভছড়া-শিলচর রুটে একটি বাস যাতায়াত করত। প্রতিদিন সকালে বাসটি দুল্লভছড়া স্টেশন রোড থেকে ছেড়ে হাইলাকান্দি, মাটিজুরি, আইরংমারা, আরইসি (অধুনা নিট শিলচর) এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হয়ে শহরে প্রবেশ করত। অজ্ঞাতকারণে বেশ কয়েক বছর ধরে ওই রুটে এএসটিসির বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বিগতদিনের চেয়ে যাত্রীদের ভিড় বহুগুণ বেড়েছে। তাই বৃহত্তর জনতার স্বার্থে একই রুটে ফের এএসটিসির বাস চালাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি মিশন দাসের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। মিশনের কাছে শোভন দাসের আরও আর্জি ছিল, যে বাস চালানো হবে, তা যেন পূর্ববৎ হাইলাকান্দি, মাটিজুরি, আইরংমারা, নিট এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হয়ে শিলচর শহরে প্রবেশ করে। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বলেন, এতে দুল্লভছড়া, আনিপুর, রামকৃষ্ণনগর প্রভৃতি এলাকার বহু রোগীর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেতে সুবিধা হবে। সব শুনে এএসটিসির চেয়ারম্যান দাস শোভন দাসকে জানান, ইতিমধ্যে তাঁর (মিশন) জন্য দুটি নতুন বাস মঞ্জুর করেছে সরকার। এ থেকে একটি খুব শীঘ্রই দুল্লভছড়া-শিলচর রুটের জন্য দেবেন এবং তিনি (শোভন) যে রুটে বাসটি যাতায়াত করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন, তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন, আশ্বাস দিয়েছেন মিশন দাস। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শোভন দাসের বাবা, সাংবাদিক শরদিন্দু দাসের (প্রয়াত) অদম্য প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালে দুল্লভছড়া-শিলচর রুটে এএসটিসির একটি লাল বাস চালু হয়েছিল। তখন শিলচরে যাতায়াতের জন্য স্থানীয়দের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। তা দেখে বছরের পর বছর করিমগঞ্জের তদানীন্তন জেলাশাসক, মন্ত্রী, বিধায়কের কাছে চিঠি লিখেছেন শরদিন্দু দাস। তাঁর ওই সব চিঠি বহন করে যথাস্থানে পৌঁছাতেন তাঁরই সাংবাদিক ভ্রাতুষ্পুত্র। হাল ছাড়েননি শরদিন্দুবাবু। সাংবাদিক ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে একদিন তিনি সশরীরে যান শিলচরের হাইলাকান্দি রোডে (অধুনা নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ) এএসটিসির রিজিওনাল দফতরে। সেখানে রিজিওনাল অফিসারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বহুক্ষণ কথা বলে এ সম্পর্কিত একটি স্মারকপত্র তুলে দেন তিনি। এরই মধ্যে একদিন রিজিওনাল অফিসার এলাকার ফিজিবিলিটি দেখতে শিলচর থেকে সাংবাদিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে দুল্লভছড়া যান। সেদিন তাঁর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল শরদিন্দু দাসের বাড়ি 'সারদা ভবন'-এ। ওই দিনই তিনি কথা দিয়ে যান, এক সপ্তাহের মধ্যে দুল্লভছড়ার যাত্রীদের জন্য একটি বাস চালু করবেন। যথারীতি বাস চালু হল। প্রসঙ্গত, দুল্লভছড়া-শিলচর রুটে একটি বাসের জন্য তদানীন্তন স্থানীয় বিধায়ক কুমারী রবিদাসের সঙ্গেও শরদিন্দুবাবুর বহুবার উষ্ণ বাক্য ব্যয় হয়েছে। দুল্লভছড়ায় এএসটিসির একটি যাত্রীবাহী বাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বহু প্রতিবেদন শিলচর থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রান্তজ্যোতি এবং গতি পত্রিকায় লিখেছেন শরদিন্দু কুমার দাস। কিন্তু ১৯৯৮ সালে শরদিন্দু দাসের প্রয়াণের পর ওই রুটে আচমকা লাল বাসের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কয়েক বছর পর স্থানীয়দের দাবির ভিত্তিতে এএসটিসির বাস পুনরায় চালু হয়। কিন্তু আবারও বাসের অভাব সহ নানা অজুহাতে তা বন্ধ করে দেয় এএসটিসি কর্তৃপক্ষ।

ইয়েদুরাপ্পার হাত ধরে বিজেপিতে সামিল থিমাপ্পার মেয়ে রাজনন্দিনী

বেঙ্গালুরু, ১২ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকে ভোটের মুখে ফের ধাক্কা খেল কংগ্রেস। বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কর্ণাটকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন স্পিকার কাগোড়ু থিমাপ্পার মেয়ে ডাঃ রাজনন্দিনী, বিজেপি নেতা এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাননন্দিনী। মেয়ের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে থিমাপ্পা বলেছেন, এই খবর এখন শুনলাম। আমি কখনই ভাবিনি যে সে (ডাঃ রাজনন্দিনী) এমন করবে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর পেছনে নিশ্চয়ই কিছু আছে। এটা হরতালু হালপ্পার (বিজেপি নেতা) কৌশল হতে পারে। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। আমি সর্বদা কংগ্রেসের পক্ষে থাকব, আমি কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করব। এদিকে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ডাঃ রাজনন্দিনী বলেছেন, আমি আশা করেছিলাম তাঁরা (কংগ্রেস) আমাকে বুঝবে এবং আমাকে টিকিট দেবে, কিন্তু আমি সুযোগ পাইনি। তাঁরা (বিজেপি) আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে এবং আমি দলের জন্য কাজ করব। আমি একজন কর্মী, আমি যে কোনও জায়গায় কাজ করতে পারি।

অসমের ২,১১৪টি বিহু সমিতিকে ১.৫ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল ঃ অসমের ২,১১৪টি বিহু সমিতিকে রাজ্য সরকারের তরফথেকে ১.৫ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগ কর্তৃক শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে এককালীন অর্থ সাহায্য বিতরণ করেছেন। অর্থ সাহায্য বিতরণ করে আনন্দিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত বছর থেকে বিহু সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি এই প্রকল্প রাজ্যের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র)-দের সংস্কৃতি, আস্থার সুরক্ষা ও শক্তিশালী করতে আমাদের দৃঢ় সংকল্পের এক প্রকাশ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশাবাদী, আমার সরকারের এই পদক্ষেপে নির্বাচিত বিহু সমিতিগুলি অসমের বর্ণিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিহুর গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মানজনক ভাবে আয়োজন করতে সহায়তা করবে।' এদিকে মদ্যপান থেকে বিহু কমিটির কর্মকর্তাদের দূরে থাকতে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিহু মণ্ডপের ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে কেউ মদ খেতে পারবে না। মদ খেয়ে বিহু মণ্ডপ বা অনুষ্ঠানস্থলের আশপাশেও কেউ আসতে পারবে না। একান্তই যদি মদ খেতে হয়, তাহলে ঘরে খান, বলার কিছুই নেই। মদ খেয়ে ঢলং-পলং করে মঞ্চে উঠলে খারাপ দেখায়।' তিনি বলেন, 'মদ খেতে আমরা বাধা দেব না। মদের দোকান আমরাই দিয়েছি। তবে মদ খাওয়া থেকে বিহু কমিটির কর্মকর্তাদের দূরে থাকা দরকার। বিহু আমাদের

মাথার মণি। তাই এই কয়দিন তা থেকে দূরে থাকুন সকলে।' বিহু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আজ আরও এক ঘোষণা করেছেন। বলেন, ৩১ বৈশাখ পর্যন্ত বিহুর অনুষ্ঠান পালন করা যাবে। ১ জ্যৈষ্ঠ থেকে কোনও অবস্থায় বিহুর অনুষ্ঠান চলবে না। তবে অন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে, কিন্তু বিহুর জন্য অনুমতি দেবে না প্রশাসন, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিহু কমিটিগুলি চাঁদার নামে টাকাপয়সা না নিয়ে হুঁচরি গাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কম করেও ৫০ ঘরের মানুষের বাড়ি গিয়ে হুঁচরি গান গাওয়া যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর মমতা লাভ হবে।' চাঁদা সংস্কৃতিকে খতম করতে হবে বলে মন্তব্য করে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'এই সংস্কৃতি আমাদের জাতির জন্য সবচেয়ে বড় বদনাম। গামোচা নিয়ে জাতিকে আগে রেখে কারও কাছে হাত পাতা উচিত নয়।' তিনি জানান, আগামী বছর থেকে রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে প্রতীকী রূপে সাত বিহু অনুষ্ঠিত হবে। আজকের অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা, সাংসদ কুইন ওজা, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং, বিধায়ক ড. পরমানন্দ রাজবংশী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম মেট্রো রেক হুগলি নদীর তলদেশে হাওড়া ময়দানে পৌঁছেছে

১২ এপ্রিল ঃ কলকাতা মেট্রো আজ ১২.০৪.২০২৩ তারিখে আরেকটি ইতিহাস তৈরি করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ শক্তিশালী হুগলি নদীর তলদেশে ছুটল দেশের প্রথম মেট্রো। ভারতে প্রথমবারের মতো নদীর তলদেশে মেট্রো যাত্রা শেষ করেছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে মহাকরণ থেকে হাওড়া ময়দান স্টেশন পর্যন্ত রেক নং MR-৬১২-এ ভ্রমণ করেছিলেন। এই রেক ১১,৫৫ টায় হুগলি নদী পার হয়েছিল। শ্রী এইচ এন জয়সওয়াল অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে এবং এমডি, কেএমআরসিএলের পাশাপাশি মেট্রো রেলওয়ে এবং কেএমআরসিএল এর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই যাত্রায় তাঁর সাথে ছিলেন। রেক সেখানে পৌঁছানোর পর শ্রী রেড্ডি হাওড়া স্টেশনে পুজো দেন। পরে রেক নং এমআর-৬১৩ও নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া মযদান স্টেশনে। এটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করে, জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছেন যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ট্রায়াল চালানো হবে আগামী ৭ মাস এবং তার পরে এই প্রসারিত নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে।

রোজগার মেলার অধীনে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

মালিগাঁও, ১২ এপ্রিলঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের সকাল ১০.৩০ টায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ৭১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। অনুষ্ঠানে এই নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ প্রদানও করবেন। নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার একটি পদক্ষেপ হলো এই রোজগার মেলা। রোজগার মেলা আরও নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং যুব সমাজের ক্ষমতায়ন ও তাদের জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থবহ সুযোগ প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে 'রোজগার মেলা' তিনটি পৃথক স্থানে তথা অসমের গুয়াহাটি, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ এবং আয়ুষ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল গুয়াহাটির রেলওয়ে রং ভবন কালচারাল হলে নব নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিবেন। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রকের মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামেশ্বর তেলি ডিমাপুরের ইমলিয়াঙ্গার মেমোরিয়াল সেঃটারে নিয়োগপত্র তুলে দিবেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের মাননীয় রাজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিশিথ প্রামাণিক শিলিগুড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন এবং নিউ জলপাইগুড়ির রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ থেকে গুয়াহাটিতে ২০৭ জন, ডিমাপুরে ২১৭ জন ও শিলিগুড়িতে ২২৫ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে।

১১.৪.২০২৩ তারিখে বি আর সিং হাসপাতাল শিয়ালদহে 'স্বাস্থ্য সবার জন্য' থিম নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৩ এর আয়োজন করেছে। ডাঃ রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রেলওয়ে, ডাঃ ইন্দিরা ঝা, মেডিকেল ডিরেক্টর বি আর. সিং হাসপাতাল, অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক এবং অন্যান্য চিকিৎসকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় রেলে থিম ভিত্তিক ট্যুরিস্ট ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে

গোরখপুর, ১২ এপ্রিলঃ সমগ্র ভারতীয় রেলে থিম ভিত্তিক ট্যুরিস্ট ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে। ভারত গৌরব ট্রেন হল ভারতীয় রেলওয়ের পর্যটন সার্কিট ট্রেন, যেগুলি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিকতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ শহরগুলিতে ভ্রমণ করে। ভারত গৌরব ট্রেনের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যটন আরও বাড়বে। ভারতীয় রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন দ্বারা মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ আমাদের পর্যটন স্থান এবং ভারতের গৌরবকে জনপ্রিয় করতে ভারত সরকারের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'দেখো আপনা দেশ' প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হযেছে। , 'দক্ষিণ ভারত সফর' তিরুপতি বালাজি মন্দির (তিরুপতি), রামানাথ স্বামী মন্দির (রামেশ্বরম), মীনাক্ষী মন্দির (মাদুরাই), কন্যাকুমারীর স্থানীয় দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য ভারত গৌরব পর্যটন ট্রেনটি ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে গোরাখপুর থেকে ১০ রাত এবং ১১ দিনের জন্য চালানো হবে। যাত্রাটি ৩০ এপ্রিল থেকে ১০ মে, ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। এই ট্রেনে, গোরখপুর, বাস্তি, গোন্ডা, অযোধ্যা ক্যান্ট, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, প্রয়াগরাজ সঙ্গম, উনচাহার, রাযবেরেলি, লখনউ, কানপুর, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই স্টেশনে বোর্ডিং এবং নামার সুবিধা দেওয়া হবে।এই ট্রেনে মোট ৭৬৭টি বার্থ রয়েছে যার মধ্যে ৪৯টি এসি সেকেন্ড ক্লাস, ৭০টি এসি থার্ড ক্লাস এবং ৬৪৮টি স্লিপার ক্লাস বার্থ রযেছে।এই ট্রেনের ভাড়া জনপ্রতি ৪৭,০৩- এবং কমফোর্ট ক্লাসে (শীতান নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণি) ভ্রমণের জন্য ০৫-১১ বছরের একটি শিশুর জন্য প্রতি শিশু ৪৫,৩০০। (এতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনে ভ্রমণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলে ডাবলট্রিপলে থাকার ব্যবস্থা, ডাবলট্রিপল এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল কক্ষে ধোয়া ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে)।স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসে ভ্রমণ (তৃতীয় এসি) জনপ্রতি ৩৫,৪০৮ এবং ০৫-১১ বছর বয়সী একটি শিশুর জন্য প্রতি শিশু ৩৩,৯৬৪। (এতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনে ভ্রমণ, শীতাতপ নিযন্ত্রিত হোটেলে ডাবলট্রিপলে থাকার ব্যবস্থা, ডাবলট্রিপল এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়. এমন পরিবহনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল কক্ষে ধোয়া ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে)। ইকোনমি ক্লাসে (স্লিপার ক্লাস) ভ্রমণের জন্য ₹ ২১,০১০- জন প্রতি এবং ০৫-১১ বছরের শিশুর জন্য প্রতি শিশু ₹ ১৯,৭৮৩। IRCTC ভ্রমণের বুকিং করার জন্য লক্ষ্ণৌর পর্যটন ভবন, গোমতী নগরে অবস্থিত। অফিস এবং আইআরসিটিসি IRCTC-এর ওয়েবসাইট www.irctctourism.com থেকেও অনলাইন বুকিং করা যেতে পারে। এই ট্রেন সম্পর্কিত আরও তথ্য এবং বুকিং এর জন্য, নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

Name Change

I RIYA MONDAL D/O SUBOL MONDAL W/O NITYA SARKAR R/O KALYANI 5NO WARD,NADIA-741235 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIYA SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2023.

Name Change

I , Sakh Anisur Rahaman @ Anisur Rahaman S/O- Sekh Atiyar Rahaman @ SK Ataur Rahaman @ Ataur Rahaman resident of Dakshin Radhakantapur, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'SEKH ANISUR RAHAMAN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 12/04/2023

Name Change

I, SHUBHENDU KUMAR SAHA(old name) S/o Barun Kumar Saha resident of 167/8 Dakshinpally, PS+PO-Ashok Nagar, North 24 Parganas 743222 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHUBHENDU SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. SHUBHENDU KUMAR SAHA and SHUBHENDU SAHA all are same and one identical person.

Name Change

I, SANTANU CHATTOPADHYAYA(old name) S/o SANTOSH KUMAR CHATTOPADHYAYA(Old Name) resident of Subuddhipur Beharapara Road, PS-Baruipur,Dist-Baruipur, Pin-700144WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SANTANU CHATTERJEE S/o SANTOSH KUMAR CHATTER.JEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. SANTANU CHATTOPADHYAYA S/o SANTOSH KUMAR CHATTOPADHYAYA and SANTANU CHATTERJEE S/o SANTOSH KUMAR CHATTERJEE all are same and one identical person.

Name Change

I, CHANDAN KUMAR SHAW (old name) S/o LAKHAN LAL SHAW resident of 36/1, Chakraberia Road, South, PO+PS- Bhawanipore, Kolkata-700025 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) CHANDAN SHAW, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. CHANDAN KUMAR SHAW and CHANDAN SHAW all are same and one identical person.

Name Change

I, MANJURANI BOSE (old name) W/o MAHADEV BOSE resident of 81/2/6, Biren Roy Road West, PO-Sarsuna, Kolkata-700061 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MANJU BOSE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. MANJURANI BOSE and MANJU BOSE all are same and one identical person.

Name Change

I, MD SAHUD (old name) S/o MD RASHID(Old Name) resident of 4-FR FL-H S/5/1 CHOWBAGA WEST KOLKATA 700105 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) MD SAWOOD S/o MD RASHID, vide an affidavit sworn before the 1st class judicial magistrate at Alipore court Kolkata on 12/04/2023. MD SAHUD S/o MD RASHID and MD SAWOOD S/o MD RASHID all are same and one identical person.

Name Change

I, SANJAY PR YADAV (old name) S/o J P YADAV (Old Name) resident of 67/2 A K MUKHERJEE ROAD BARANAGAR (M),24 PARGANAS NORTH 700090 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SANJOY ROY S/o JOY PRAKASH ROY, vide an affidavit sworn before the 1st class judicial magistrate at Alipore court Kolkata on 12/04/2023. SANJAY PR YADAV S/o J P YADAV and SANJOY ROY S/o JOY PRAKASH ROY all are same and one identical person.

Name Change

I, MRINAL DUTTA (old name) S/o LATE MOTILAL DUTTA resident of Kushuria, Belghoria, PO & PS-Pritinagar, Ranaghat-741247 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MRINAL KANTI DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. MRINAL DUTTA and MRINAL KANTI DUTTA all are same and one identical person.

Name Change

I, SHRUTI BISWAS (old name) W/o ANIRBAN GANGULY resident of 40R, Dharmatala Road, Kolkata-700042 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHRUTI GANGULY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. SHRUTI BISWAS and SHRUTI GANGULY both are same and one identical person.

Name Change

I, FALGUNI GANTAIT (old name) W/o AMAL KUMAR GANTAIT resident of VILL-DAICHANDA, PURBAPARA, HURIAH, KHANDA GHOSH, DIST-BURDWAN-713424 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHYAMALI GANTAIT, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. FALGUNI GANTAIT and SHYAMALI GANTAIT both are same and one identical person.

Name Change

I, BINOY DEY alias BINAY DEY (old name) S/o BIMAL DEY resident of VILL - BIRA BARUIPARA, POST - BIRA BALLAVPARA, PS - ASHOKENAGAR, NORTH 24 PARGANAS-743234 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BINOY CHANDRA DEY, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 12/04/2023. BINOY DEY, BINAY DEY and BINOY CHANDRA DEY both are same and one identical person.

Name Change

I, MASUDUR RAHAMAN (old name) S/o GIYASUDDIN SK resident of VILL - Chakdhir, PO-Dakshin Gouripur, PS - Bishnupur, NORTH 24 PARGANAS- 743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MASUDUR RAHAMAN SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 12/04/2023. MASUDUR RAHAMAN and MASUDUR RAHAMAN SK both are same and one identical person.

‘তুমি কত বড় বাপের বেটা....সাইজ করতে জানা আছে’, বিস্ফোরক সুকান্তর তীব্র আক্রমণ!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ এপ্রিল ঃ বিজেপি সাংসদের পর বিজেপি রাজ্য সভাপতি। বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের আইসি-কে হুঁশিয়ারির পর এবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। নিশানায় সেই আইসি সহ জেলার পুলিসকর্তারা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বীরভূমের সভা করতে এসে জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব সহ লাভপুর থানার আইসি ও বীরভূমের এসপিকে একের পর এক হুঁশিয়ারি দিলেন সুকান্ত মজুমদার। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে অনুব্রতহীন জেলাকে পাখির চোখ করে নজর দিয়েছে বিজেপি। প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ভোটের লড়াই, অনুব্রত মণ্ডলের জেলাকে বিশেষ ভাবে বেছে নিয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন বীরভূমের লাভপুরে ৫১ সতীপিঠের ফুল্লারাতলা মন্দিরে পুজো দেন সুকান্ত মজুমদার। পুজো দিয়ে মন্দির থেকে লাভপুরের পুরনো বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করেন। মিছিল শেষে লাভপুর পুরনো বাসস্ট্যান্ডে পথসভা করেন সুকান্ত মজুমদার। সেই পথসভা থেকেই লাভপুরের বিধায়ক অভিজিত সিংহ, লাভপুর থানার আইসি, বীরভূম জেলার এসপি, বীরভূম জেলার কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ এবং বীরভূম জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবদুল কেরিম খানকে হুঁশিয়ারি দেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন সভার শেষে লাভপুরের সিপিআইএম, ডিওয়াইএফআই-এর ২৭ জন কর্মী সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন। সভামঞ্চ থেকে এদিন সুকান্ত মজুমদার হুঁশিয়ারি দেন, ‘লাভপুরের বিধায়ক অভিজিত সিনহা তাঁর মেয়েকে নেপালে পড়াচ্ছেন। এত টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে?’ বীরভূম জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও বীরভূম জেলার কোর কমিটির সদস্য আবদুল কেরিম খানকে হুঁশিয়ারি দেন, ‘রামনবমীতে কীর্ণাহারে কিছুজন মানুষ এসেছিল। তাঁদেরকে পার্টি অফিসে ডেকে হুমকি দেন। কাজল শেখ তুমি কত বড় বাপের বেটা হয়েছে? তোমাদের মত নেতাদেরকে কীভাবে সাইজ করতে হয়, আমার জানা আছে। কান ধরে বেঞ্চের উপরে দাঁড় করিয়ে রাখব। যত কেরিম আছ আর কাজল আছ, পরিষ্কার কথা বলে দিচ্ছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে থাকবে তোমাকে বিরোধীরা সম্মান দেব। কিন্তু আমার কোনও কর্মীর গায়ে যদি হাত পড়ে, সেই হাতের ব্যবস্থা করার মত ক্ষমতা ভারতীয় জনতা পার্টির আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি কোনও কর্মীর গায়ে হাত পড়ে সে কাজল শেখ হন বা কেরিম খান হন, তার ব্যবস্থা বিজেপি করবে।’ আরও বলেন, ‘বোলপুর লোকসভার মধ্যে মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী। তিনি আবার বড় বীর! অনুব্রত মণ্ডলকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল বীরের মতো সম্মান দিতে হবে। এ আরেক বীর পঞ্চায়েতে ঘোষণা করে বলেছে, বিজেপিকে নাকি লড়াই করতে দেবে না! বিজেপিকে নাকি নমিনেশন ফাইল করতে দেবে না! কত বড় মস্তান আপনি? এত বড় দম আছে তো? বিজেপি গণতন্ত্রের বিশ্বাস করে। যদি ইট মারেন পাথর কিন্তু খেতে হবে।’

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধের শামিল বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে একদিকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা মেরামত করতে ব্যস্ত সরকার। একই সঙ্গে জরাজীর্ণ সড়ক মেরামতের জন্য ভোট বয়কট হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। জলপাইগুড়ি চাউলহাটি রোড রাহুতবাগান এলাকায় পথ অবরোধের শামিল বাসিন্দারা। অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে না। সমস্যা জেরবার সাধারণ বাসিন্দারা। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রাহুল বাগান সংলগ্ন চনপাড়া, মালিপাড়া এলাকায় রাস্তা বেহাল। দ্রুত সংস্কার না হলে ভোট বয়কট সহ বৃহত্তর আন্দোলনের নামার হুমকি।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পাচ্ছে ৪ টি রাস্তা, শিলান্যাস করলেন সৌরভ চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল ঃ অবশেষে নতুন রাস্তা পেতে চলেছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকা। বুধবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এদিন এই এলাকায় মোট চারটি রাস্তা ও দুটি হাইমাস্ট বাতি স্তম্ভের শিলান্যাস করেন তিনি। বহুদিন ধরেই ডাবগ্রাম- ফুলবাড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। এর সুরাহা নিয়ে বহুবার বিভিন্নভাবে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সমস্যার সমাধানে এবার এগিয়ে এলো এসজেডিএ। বুধবার এসজেডিএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর হাত দিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় শিলান্যাস হলো চারটি রাস্তা ও দুটি হাইমাস্ট বাতি স্তম্ভের। এতে আনুমানিক তিন কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন ভোলামোড়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা করেন সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যার সূচনা হলো বুধবার। আগামীতে এই এলাকার মানুষের দাবি মেনে সমস্ত কাজ করা হবে।

আদালতে মামলা উঠতেই সাসপেনশন প্রত্যাহার

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১২ এপ্রিল ঃ আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে তিন ছাত্রের সাসপেনশন ফেরালো বিশ্বভারতী। ১৬.০২.২৩ তারিখে আদালতের নির্দেশ ছিল ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সুপ্রিয় সাহা, দেবদত্ত মেটে ও অক্ষয় কর্মকার এই তিন ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে তাদের ক্লাশে ফেরাতে হবে। ৫৪ দিন পরেও আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য জাস্টিস কৌশিক চন্দের ঘরে মামলা লিস্টে আসতেই এই তিন ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে ক্লাশে ফেরানো হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে এই তিন ছাত্রের ভর্তি কার্যকর না হলে উপাচার্যকে ব্যক্তিগত হাজিরায় ডাক পড়বে। বিগত বছরের ২৩ নভেম্বরে ছাত্র আন্দোলনের সময় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে দশ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখা হয়। সেই সময় বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিশ্বভারতী দেবদত্ত মেটে সহ পাঁচ পড়ুয়াকে যথাক্রমে একবছরের জন্য সাসপেন্ড করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তারপর সাসপেন্ডেড পড়ুয়ারা আদালতের স্মরণাপন্ন হন।

বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির স্বীকৃত ঠিকাদারদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ এপ্রিল ঃ নতুন নিয়মে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত ঠিকাদারদের কাজ চলে যাচ্ছে বৃহৎ সংস্থার হাতে। স্বারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানালো সংগঠন। বুধবার জলপাইগুড়ির বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে এই বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর আসোশিয়েশনের জলপাইগুড়ির ইউনিট। এই প্রসঙ্গে ঠিকাদার সংগঠণের পক্ষ থেকে বলা হয়। সেই করোনা অতিমারির সময় থেকে আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার কাজ সুষ্ঠ ভাবে করে আজও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছি। অথচ, নতুন যে প্রকল্প এসেছে বিদ্যুৎ পরিষেবা কে আরো উন্নত করে তোলবার জন্য। সেই নতুন প্রকল্পের কাজ আমরা পাবো না, আপনাদের জায়গায় বৃহৎ সংস্থা এই কাজ গুলো করবে।

লোকালয়ে দলছুট বাইসন, জখম ১

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১২ এপ্রিল ঃ নাগরাকাটার আংরাভাসা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাঝিয়ালি বস্তিতে বাইসনের হানায় জখম হন এক ব্যক্তি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। জখম ব্যক্তির ননী রায়। স্থানীয় ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন নাথুয়া রেঞ্জের মাঝিয়ালি বস্তিতে প্রথমে বাইসনটিকে দেখা যায়। খবর পেয়ে আসেন নাথুয়া রেঞ্জ এবং বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা। পাশের ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম হয়ে বাইসনটি মাঝিয়ালিতে আসে। পেশায় দিনমজুর ননী রায় গ্রামের রাস্তা দিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন। সেইসময় বাইসনের হানায় জখম হন তিনি। বর্তমানে তিনি জলপাইগুড়ি মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এরপর বাইসনটি স্থানীয় কয়েকজনের বাড়িতে হানা দিয়ে গবাদি প্রাণীদের আক্রমণ করে। আংরাভাসা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি রায় জানান, সম্ভবত পাশের নাথুয়ার জঙ্গল থেকে বাইসনটি এলাকায় ঢোকে। বাইসনটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা।

শীতলকুচিতে গুলি চালানোর কাণ্ডে ৬ সিআরপিএফ জওয়ানের আগাম জামিন মঞ্জুর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ এপ্রিল ঃ শীতলকুচি কাণ্ডে ছ'জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের আগাম জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। নির্বাচনের সময় গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত হয় ছ'জন কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ান। এরপরই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দারস্থ হন তাঁরা। বুধবার তাঁদের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে উচ্চ আদালত। সেদিনের গুলি চালানোর ঘটনায় সিআইএসএফের কোনও 'দোষ' দেখতে না পাওয়ার জন্যই আগাম জামিন মঞ্জুর করে হাই কোর্ট। দীপক কুমার, সুনীল কুমার, গীরিশ কুমার, সন্দীপ কুমার, নিত্যানন্দ দাস এবং যাদব নীলেশ নামদেও- এই ছয় জওয়ানকে আগাম জামিন দেয় বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ এবং বিচারপতি সম্পর্ক দত্ত (পাল)-এর বেঞ্চ। সেদিনের গুলি চালানোর ঘটনায় সিআইএসএফ- এর হাত থাকার প্রমাণ না মেলায় আগান জামিন মঞ্জুর করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শীতলকুচির জোড়পাটকি ১২৬ নম্বর বুথ। সেই বুথে সিআইএসএফের বিরুদ্ধে গুলি চালনার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় ৬ সিআইএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে সমন জারি করে কোচবিহার আদালত। শীতলকুচি গুলিকাণ্ড নিয়ে বহু চাপানউতোর হয়েছে। একপক্ষের দাবি, বুথে গণ্ডগোলের ঘটনায় অতি সক্রিয় ছিল সিআইএসএফ। গুলি চালনার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি ছিল, তাঁদের উপরে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালাতে হয়। ঘটনার জল গড়ায় বহুদূর। তদন্ত শুরু করে সিআইডি। ঘটনার সময়ে সিআইএসএফের এক কর্তা সহ বেশ কয়েকজন জওয়ান উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই সেইসময় কোচবিহারের এসপি, মাথাভাঙার আইসিকে জেরা করেছে সিআইডি। এর পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ বার ওই ৬ জনকে ডেকে পাঠায় সিআইডি। একাধিকবার ছয় জওয়ানকে তলব করে রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে সিআইডির সম্মুখীন হননি তাঁরা। কোচবিহারের তৎকালীন পুলিশ সুপার দেবাশিস ধরকেও জেরা করেছিল সিআইডি। নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার দাবি জানিয়ে এরপর হাই কোর্টে আগাম জামিন চান অভিযুক্ত ছয় জওয়ান। এবার তাঁদের স্বস্তি দিল আদালত।

ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার প্যারাটিচার

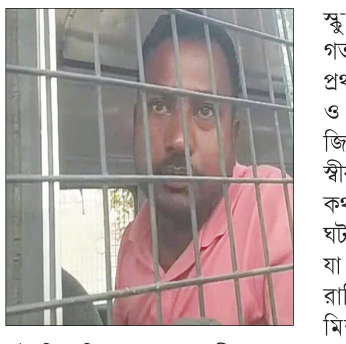

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল ঃ স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠলো এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও পড়ুয়ারা। যদিও এদিন অভিযুক্ত ওই শিক্ষক স্কুলে আসেননি বলেই জানা গেছে। তবে অনন্য শিক্ষকদের স্কুল ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা। অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন অভিভাবকেরা। জানা গেছে, খুরশিদ আলম নামে ওই শিক্ষক বেশ কয়েক বছর ধরে ওই বিদ্যালয়ে প্যারাটিচার হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। স্কুলের কাছেই তার বাড়ি। অভিভাবকদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক বহুদিন ধরেই ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে আসছেন। এই বিষয়টি কয়েকজন ছাত্রী তাদের পরিবারের সদস্যদের জানায় । এরপরই এদিন অভিভাবকরা স্কুলে এসে অন্য শিক্ষকদের স্কুলের একটি ঘরে আটকে রেখে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবি তোলেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মিলনপল্লী ফাঁড়ির পুলিশ ও সর্বশিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত প্রকল্প আধিকারিক রাজীব চক্রবর্তী। ওই স্কুলের এক শিক্ষিকা জানান, গতকাল একজন অভিভাবক এসে প্রথমে বিষয়টি জানান। পরে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে তারাও বিষয়টি স্বীকার করে। শিশুরা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবে না। মারাত্মক অভিযোগ। ঘটনাটি সঠিক হয়ে থাকলে প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেবে তাতে আমরা রাজি আছি। অন্যদিকে সর্বশিক্ষা মিশনের আধিকারিক রাজীব চক্রবর্তী বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে অভিভাবকদের। পাশাপাশি বিষয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জেলা পরিষদ পরিদর্শক ও সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিককে জানানো হয়েছে। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নাম হলো খুরশিদ আলম বাড়ি হল মান্দা দাড়ি।

বাংলায় উদ্বাস্তু, মতুয়া এবং নমঃশূদ্রদের উন্নয়নে যে কাজ হয়েছে তা ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি ঃ দাবি উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ বাংলায় উদ্বাস্তু, মতুয়া এবং নমশূদ্রদের উন্নয়নে যে কাজ হয়েছে তা ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। মমতার প্রতিই তাঁদের সমাজের মানুষের সমর্থন রয়েছে। দাবি নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতির। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি তথা ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার বলেন, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু, মতুয়া, নমঃশূদ্র মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কাজ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সাধারণ মানুষ যেভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সরাসরি এখন হাতে পাচ্ছেন তা আগে ছিল না। সারা রাজ্যে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে উদ্বাস্তু সমাজের যা সমস্যা ছিল তার সমাধান হয়েছে। এই হাওড়া জেলাতেও কয়েক হাজার জমির পাট্টা আমরা দিয়েছি। এবং আরও পাট্টা আমরা দেব। সেটা আমাদের প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে তা প্রদানের জন্য দ্রুত আমরা ব্যবস্থা করব। এখানে যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলো রয়েছে সেখানে আমরা পানীয় জল, রাস্তাঘাট সহ যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা করেছি। এবং আরও যেসব সমস্যা রয়েছে কলোনিগুলোর যাতে আরও উন্নয়ন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা শীঘ্রই সেই কাজগুলো করব। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে। উদ্বাস্তু, মতুয়া এবং নমঃশূদ্র মানুষকে যেভাবে ভুল বুঝিয়ে বিজেপি তাদের ভোট নিয়ে ভোটের পর তাদের আর দেখা যায়নি, উদ্বাস্তু, মতুয়া এবং নমঃশূদ্র সমাজ বুঝতে পেরেছেন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত একমাত্র বাড়িয়ে দিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। দিদির দিকেই তাঁরাও আস্থা রাখছেন। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই এবার সমর্থন করবেন। উদ্বাস্তু, মতুয়া এবং নমঃশূদ্রদের জন্য বাংলায় যেভাবে কাজ হয়েছে ভারতবর্ষের আর কোথাও হয়নি। মানুষের বিশ্বাস রয়েছে যে নেত্রী উদ্বাস্তু, মতুয়া এবং নমঃশূদ্র সমাজের উন্নয়নের জন্য আগামী দিনে আরও কাজ করবেন। যারা আমাদের সমাজে রয়েছেন তাঁরা সেকথা সকলেই অবগত রয়েছেন।

চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি, দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৮ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, শ্রমিকরা পাবেন দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা। বুধবার শিলিগুড়ির রাজ্য অতিথি ভবনে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শ্রম দফতরের মন্ত্রী মলয় ঘটক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং চা বাগানের মালিকদের সাথে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকার একটি ন্যূনতম মজুরি কমিটি গঠন করেছে। তারা প্রায় ১৭টি সভা করেছে কিন্তু পারস্পরিকভাবে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এই সত্যের কারণে, আমরা শ্রমিকদের সুবিধার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন মজুরির পরিমাণ বাড়িয়েছি। আমরা সর্বদা কর্মীদের পাশে আছি, বলেছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। উল্লেখ্য, সমগ্র বাংলায় প্রায় ৩০০ টি চা বাগান রয়েছে। এসব চা বাগানে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করছেন। পূর্বে, বিগত বামফ্রন্ট বোর্ডের সময়, তারা রুপি পেয়েছে। তাদের দৈনিক মজুরি হিসেবে ৬৭ টাকা। ২০১১ সালে, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে, তারা মজুরি বাড়িয়েছিল। এখন ন্যূনতম মজুরি ৫০ টাকা। ২৩২ যা এখন ২৫০ টাকার পরে বেড়ে যাবে।

মাথার খুলি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সিতাইয়ে

দুরন্ত বার্তা, সিতাই, ১২ এপ্রিল ঃ মাথার খুলি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার জেলার সিতাই ব্লকের অন্তর্গত কেশরিবাড়ি গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সিতাই ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কেশরিবাড়ি গ্রামের পরিত্যক্ত জমিতে পড়ে থাকা মাথার খুলি বাসিন্দাদের নজরে আসে। সেকথা জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীর ভিড় শুরু হয়। এলাকাবাসীদের দাবি, প্রায় কুড়ি বছর আগে এলাকার এক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বাসিন্দার মৃতদেহ সেখানে সমাধিস্থ করা হয়। ভূমিক্ষয়ের কারণে যেকোনভাবে মাথার খুলি সহ কঙ্কালের অংশবিশেষ মাটির উপরে উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পরে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে বাসিন্দারা ফের তা মাটি চাপা দেন।

গাজন উৎসবে মেতেছে গ্রাম বাংলা, বাঁধভাঙা উৎসাহ মানুষের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ এপ্রিল ঃ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় গাজন উৎসব শুরু হয়েছে। শিব, পার্বতী, কালী হয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা গিয়েছে সং শিল্পীদের। বাঁধভাঙা উৎসাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। প্রখর রোদকে উপেক্ষা করে সং শিল্পীরা রাস্তায় নেমে মানুষকে আনন্দ প্রদান করেছেন। শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুর নয়, শিব-পার্বতীকে ঘিরে আবর্তিত গাজন উৎসবের আমেজ ধরা পড়েছে গ্রামে-গঞ্জে। মালদা জেলায় উপার্জনের আশায় সং সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন অনেকে। গাজনের সন্ন্যাসী হতে দেখা যাচ্ছে কিশোরদেরও। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণে গাজন বিশেষ জায়গা করে রয়েছে। আগামী শুক্রবার রাজ্যে পালিত হবে চড়ক। বলা হয়, গাজন শিব-পার্বতীর বিয়ের উৎসব। গাজন উৎসবে রং মেখে সং সেজে গ্রামগঞ্জে ঘোরার রীতি অনেক পুরানো। এর নেপথ্যে অবশ্য রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। শুধু সং সাজা নয়, গাজনে মুখা নাচেরও রয়েছে প্রচলন।

বাংলা নববর্ষ, চড়ক পূজা ও ঈদ নিয়ে মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ এপ্রিল ঃ আগামী দিনে রয়েছে চড়ক উৎসব এবং গণেশ পুজো এবং ঈদ তারই অঙ্গ হিসাবে মালদা থানা প্রাঙ্গণে একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বুধবার এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি বি এন পি আজাউদ্দিন খান মালদা থানার আইসি হীরক বিশ্বাস মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চরক পূজা কমিটির কর্মকর্তারা গণেশ পূজা কমিটির পূজা উদ্যোক্তারা এবং ইমামরা কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে উৎসবকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য এবং সুষ্ঠুভাবে উৎসব যাতে পালিত হয় তারই কথা মাথায় ভেবে এই জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবং সবের দিন বিশেষ কিছু নির্দেশিকা থাকবে এবং উত্তপ্তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় থাকবে মোতায়েন পুলিশ যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার না ঘটে তার দিকে নজর রাখবে মালদা থানার পুলিশ উল্লেখ্য পুরাতন মালদা ব্লকের মোট ৩৭ টি জায়গায় ঈদের নামাজ আদায় হবে। এছাড়াও কুড়িটি চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করে হাজরার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকবে পাশাপাশি পুরাতন মালদা ব্লকে বড় ছোট মিলে প্রায় ১৫ টি গনেশ পূজা অনুষ্ঠিত হবে। দিকেও নজর রাখবে মালদা থানার পুলিশ।

হোটেলে ঢুকে গেল ডাম্পার, চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা মুর্শিদাবাদে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সটান হোটেলের ভিতর ঢুকে গেল ডাম্পার। এই ঘটনায় গুরুতর জখম একজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর চুয়ামোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্কুল ভ্যান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় উল্টোদিক থেকে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। পরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল ভ্যানটিতে ধাক্কা মেরে পাশের একটি হোটেলের মধ্যে ঢুকে যায়। ঘাতক ডাম্পারটিকে পুলিশ আটক করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রাথমিক স্কুলে উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১২ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্কুল থেকে উদ্ধার এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। স্কুলঘরের পেছনে জঞ্জাল দিয়ে দেহটি ঢাকা ছিল বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই ওয়ার্ডের স্টেশন রোড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে জঞ্জালের মধ্যে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। তবে ওই বৃদ্ধ এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন বলে খবর। ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই বৃদ্ধকে খুন করে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

NIT NO.-10(12)/SGP/2023 & 11(12)/SGP/2023 Dated-12/04/2023

Last date of Submission on or before **18/03/2023 (up to 02.00 PM).** Date of Opening-**20/03/2023 (from 03.00 P.M).** For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EEIX/074/090/2022-2023 (1ST Call)

Name of Work : **Development of Kolahal Gosthi Club and surrounding area in Ward No.74 of Kolkata Municipal Corporation.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.4,99,960.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

2. NIT NO. : KMC/IX/082/102/2022-2023/D

Name of Work : **Development of School at 113, Lock Gate (Notun Bustee) in Ward No.82 of Kolkata Municipal Corporation.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,99,740.26.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/IX/082/103/2022-2023/D

Name of Work : **Construction of Shed and other Development Works of Santi Sangha Club at 60, Rakhal Das Auddy Road in Ward No.82 of Kolkata Municipal Corporation.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.2,49,813.65.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **45 Days (for Sl.No. 2 & 3).** Last date and time of submission of bid : **26.04.2023 at 11 a.m. (for Sl.No.1) and 26.04.2023 at 12 noon (for Sl.No. 2 & 3).** Tender will be opened on **28.04.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 1) and 28.04.2023 at 12 noon (for Sl.No.2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **13.04.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Director General (C), KMC invites E-tender online item rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/DG(C)/Br-VIII/086/03/2023-2024/D

Name of Work : **Restoration of IPS & Paver Block footpath at 206/1, 190/A, R.B. Avenue, P-380, P-353/C Keyatala Lane, 61B/A, 54/3, Hazra Road, 32C Lake Road, 66 Purna Das Road etc. in Ward No.86.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,98,369.38.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.04.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on : **02.05.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (M)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/ASPH/PB/SJ.M-03/23-24 (1st Call)

Name of Work : **Development of road surface at Satchasi Para from Premises No 6/1E to 6/1D in Ward No.001, Br-I under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs.1,81,931.64.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **7 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **29.04.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.04.2023 after 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

E.E(E)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online, two pard Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/05/23-24

Name of Work : **Renovation and other works of Street Lighting System at Vidhyasagar Park, Kalitala Park South and Bansdroni Place etc. areas in Ward No.113, Br.-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,89,038.44** as per BoQ. Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/06/23-24

Name of Work : **Renovation and other works of Street Lighting System at West Anandapally, Bishnupally, and Notunpally etc. areas in Ward No.114, Br.-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,90,890.50** as per BoQ. Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **10 days. (for Sl.No. 1 & 2).** Last Date and time of Completion of Bid : **24.04.2023 upto 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **11.04.2023 from 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The D.G. (S&D), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/22-23/14 (1st Call)

Name of Work : **Urgent removal of Silt & foul materials from the SUMP Chamber & incoming Channel at Beerpara Drainage Pumping Station under S&D Department.** Estimated Cost (including CESS) : **Rs.3,73,315.07.** Earnest Money : **Rs.7,700.00.** Period of Completion : **60 Days.** Bid Submission start date (online) : **14.04.2023 at 2 p.m.** Last date and time of submission of Bid (online) : **24.04.2023 at 2 p.m.** Date of opening of Techncial Bid : **26.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.04.2023 at 2 p.m.** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : WS/GRWW/PH-II/56/2022-23/07

Name of Work : **Modification and replacement of different rail components for Flocculator Bridge against Clariflocculator No-4 with other allied works at WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,97,977.00.** Earnest Money : **Rs.5,960.00.** Period of Completion : **28 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **23.05.2023 at 2 p.m./25.05.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

41/23-24

তাপপ্রবাহেও নিস্তেজ ক্রিকেটের সূর্য

তবুও শীর্ষ স্থানে ভারতীয় ব্যাটার

মুম্বই, ১২ এপ্রিলঃ একের পর এক ম্যাচে রান নেই সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি এক দিনের ম্যাচেই প্রথম বলে আউট হয়েছিলেন। মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও প্রথম বলে আউট হন সূর্যকুমার। মুকেশ কুমারের বলে কোনও রান না করেই সাজঘরে ফেরেন তিনি। এ বছর এক দিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার রান না পেলে চিন্তা বাড়বে দলের। যদিও আইসিসি-র ক্রমতালিকায় শীর্ষেই রয়েছেন সূর্য। দিল্লির বিরুদ্ধে ১৭৩ রান তাড়া করতে নেমেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ১৩৯ রানে ২ উইকেট হারিয়েছিল তারা। সেই সময় ব্যাট করতে নেমে সূর্যকুমারের কাঁধে তেমন চাপ ছিল না। তার পরেও প্রথম বলেই বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হলেন সূর্য। সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে শেষ ১০টি ইনিংসে একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি তিনি। প্রথম বলে আউট হয়েছেন চার বার। সূর্যের খারাপ সময় কাটছেই না। টি-টোয়েন্টি, টেস্ট, এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন ভারতের হয়ে। আইপিএলে খেলছেন। দল পাল্টাচ্ছে, জার্সি পাল্টাচ্ছে, ক্রিকেটের ধরন পাল্টাচ্ছে কিন্তু সূর্য রান পাচ্ছেন না। সময় খারাপ গেলেও আইসিসি-র ক্রমতালিকায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক নম্বর জায়গাটা ধরে রেখেছেন সূর্য। ৯০৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তানের মহম্মদ রিজওয়ান (৮১১)। তৃতীয় স্থানে পাক অধিনায়ক বাবর আজম (৭৫৫)। দক্ষিণ আফ্রিকার এডেন মার্করাম (৭৪৮) এবং নিউ জিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে (৭৪৫) রয়েছেন চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে তিনটি ম্যাচে ১৫, ১ এবং ০ রান করেন সূর্যকুমার। আরও ১১টি ম্যাচ পাবেন তিনি। এই সময়টা কাজে লাগিয়ে ছন্দে ফিরতে চাইবেন সূর্য।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে শুক্রবার নামার আগে সতর্ক মোহনবাগান

কোঝিকোর, ১২ এপ্রিলঃ গোকুলম কেরলকে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে ৫-১ গোলে উড়িয়ে কিছুটা ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করার লক্ষ্য সফল। তবে এখানেই না থেমে দ্বিতীয় ম্যাচেও জিততে চায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। শুক্রবার প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। আগের ম্যাচে তারাও পাঁচ গোল দিয়েছে। গোকুলম ম্যাচের পর হোটেলে ফিরেই জামশেদপুরের খেলা দেখে নিয়েছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। কিছুটা ধারণা তাঁদের হয়েছে। তাই সতর্ক থাকতে চাইছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। জামশেদপুর ম্যাচ নিয়ে এটিকে মোহনবাগান মিডিয়া টিমকে সাক্ষাৎকারে হুগো বুমোস বলেছেন, ‘‘যে ভাবে চেয়েছিলাম সে ভাবেই সুপার কাপ শুরু করতে পেরেছিলাম। গত বার গোকুলমের কাছে এএফসি কাপে হেরেছিলাম। ওরা ভাল দল। পাঁচ গোল হলেও সহজে জয় আসেনি। বরং আগের থেকে আমরা বেশি উন্নতি করেছি। মানতে অসুবিধা নেই যে আইএসএল জেতাই আমাদের আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করেছে।’’ পরবর্তী প্রতিপক্ষকে নিয়ে বুমোস বলেছেন, ‘‘জামশেদপুরও আগের ম্যাচে পাঁচ গোল করেছে। তাই পরেরটা আরও কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। সেট পিসে জামশেদপুর খুবই ভাল। নিখুঁত ফুটবল খেলতে পারে। লম্বা ফুটবলার রয়েছে যা বাড়তি সুবিধা। তবে এখানে সবই নকআউট ম্যাচ। ড্র করা মানে হারেরই সমান।’’ দীর্ঘ দিন পরে গোল পেয়ে উচ্ছ্বসিত লিস্টন কোলাসোও। আগের দিন জোড়া গোল করেছেন তিনি। বলেছেন, ‘‘বহু দিন পর একটা ম্যাচে জোড়া গোল করলাম। অনেক আত্মবিশ্বাসী লাগছে। পরের ম্যাচগুলোতেও পর পর গোল করতে চাই। কোনও কারণে আইএসএলে সফল হতে পারিনি। সুযোগ পেয়ে চেষ্টা করেও গোল করতে পারিনি। দুটো গোলের মধ্যে দ্বিতীয় গোলটাকেও সেরা বাছব।’’

হারলে কি বিদায়? সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গলের সামনে শক্তিশালী হায়দরাবাদ

তিরুঅনন্তপুরম, ১২ এপ্রিলঃ সুপার কাপের শুরুটা আরও ভালো হতে পারত ইস্টবেঙ্গলের। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে মোবাশিরের গোলে এগিয়ে ছিল লাল-হলুদ বাহিনী। কিন্তু ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়া হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরায় ওড়িশা এফসি। তিন পয়েন্টের আশা জাগিয়েও শেষ অবধি মাত্র এক পয়েন্ট। ম্যাচ, অনুশীলনের ভেন্যু, টিম হোটেল থেকে দূরত্ব, নানা বিষয়েই সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন। কিন্তু গোল নষ্টের যে খেসারত দিতে হয়েছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। সব মিলিয়ে চারটি শট লক্ষ্যে ছিল প্রথম ম্যাচে। গোল হয়েছে একটি। চার দলের গ্রুপ। তিনটি করে ম্যাচ খেলবে প্রতিটি দলই। প্রতিটা ম্যাচই কার্যত নকআউট। প্রথম ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে প্রবল চাপে ইস্টবেঙ্গল। এ বার সামনে শক্তিশালী হায়দরাবাদ এফসি। হায়দরাবাদ এফসি জয় দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে আপাতত শীর্ষে তারাই। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জিতলেই ৬ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে। ইস্টবেঙ্গলের কাছে মরণ বাঁচন ম্যাচ। হারলে গ্রুপের শেষ ম্যাচ স্রেফ নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। জিতলেও শেষ ম্যাচের ওপরই নির্ভর করতে হবে। লাল-হলুদে খেলেন কেরলের ফুটবলার ভিপি সুহের। তাঁর রাজ্যে হচ্ছে সুপার কাপ। ভিপি সুহের বলেন, ‘‘কেরলের ফুটবল প্রেম নতুন করে বলার নেই। খুবই ভালো লাগছে, নিজের শহরে খেলছি। এর আগে সন্তোষ ট্রফিতেও দেখা গিয়েছে, মাঠে প্রচুর সমর্থক থাকত। আমরা ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভালো খেলতে পারিনি। সকলের কাছে অনুরোধ করব সুপার কাপে আমাদেরও সমর্থন করুন। দলের জন্য এবং এ রাজ্যের ফুটবল অনুরাগীদের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ভালো পারফর্ম করতে চাই।’’ প্রথম ম্যাচে বিদেশিহীন রক্ষণ নামিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। রক্ষণ ভাগ ভালো খেলেছে বলা যায়। বেশ কিছু গোলের সুযোগ তৈরি হলেও কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথম ম্যাচে রক্ষণ ভাগের পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন বলছেন, ‘‘সুপার কাপের আগে চেন্নায়িন এফসির বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচেও এই রক্ষণ নামানো হয়েছিল। সেখানেও ওরা ভালো খেলেছে। গত ম্যাচেও ওদের পারফরম্যান্স নিয়ে আমি খুশি।’’

আর্জেন্টিনার ‘নতুন মেসি’কে পেতে রিয়াল-পিএসজি-ম্যান সিটির লড়াই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লাতিন আমেরিকার কিশোর প্রতিভাদের ইউরোপীয় ফুটবলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে রিয়াল মাদ্রিদের জুড়ি মেলা ভার। বর্তমান দলটার অপরিহার্য অংশ হয়ে যাওয়া ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, ফেদে ভালর্ভেদেরা তো তাঁরই প্রমাণ। ভবিষ্যৎ ভাবনায় ব্রাজিলের নতুন ‘বিস্ময় বালক’ এন্দরিক ফেলিপেকে আগেভাগেই কিনে রেখেছে রিয়াল। আগামী বছরের জুলাইয়ে সাও পাওলোর ক্লাব পালমেইরাস ছেড়ে মাদ্রিদে যাবেন ১৬ বছর বয়সী এন্দরিক। এবার শোনা যাচ্ছে, আর্জেন্টিনার ‘নতুন মেসি’কেও দলে টানতে উঠেপড়ে লেগেছে ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। আর্জেন্টিনার ‘নতুন মেসি’র নাম ক্লদিও এচেভেরি। ইউরোপীয় মিডিয়া এই নাম দিলেও আর্জেন্টাইনরা তাঁকে ‘এল দিয়াব্লিতো’(ছোট্ট অধিপতি) নামে চেনে। দলবদল-বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ‘ফিচাহেস’ বলছে, রিভারপ্লেটের এই বিস্ময় বালকের ওপর পাখির চোখ করে রেখেছে রিয়াল ও ম্যানচেস্টার সিটি। ১৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডকে নিজেদের করে নেওয়ার চেষ্টায় আছে পিএসজিও। আসছে গ্রীষ্মকালীন দলবদলেই এচেভেরির জন্য হতে যাচ্ছে স্প্যানিশ, ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ লিগ চ্যাম্পিয়নদের ত্রিমুখী লড়াই। গত মাসে পানামা ও কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ঘরের মাঠে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। সে সময় জাতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন এচেভেরি। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনিং ক্যাম্পে লিওনেল মেসির সান্নিধ্য পেয়েছেন ‘নতুন মেসি’। বিশেষ দিনটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এচেভেরি বলেছেন, ‘‘বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে ট্রেনিংয়ের দিনটি কখনো ভুলব না। মেসির সঙ্গে দেখা হওয়া স্বপ্নপূরণের মতো। এখনো বিশ্বাস হয় না। তিনি কতটা ভালো মানুষ বলে বোঝাতে পারব না। তিনি সবার জন্য উদাহরণ।’’ অনূর্ধ্ব-১৭ কোপা আমেরিকা (দক্ষিণ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ) খেলতে এই মুহূর্তে ইকুয়েডরে আছেন এচেভেরি। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আর্জেন্টিনাকে পরের রাউন্ডে তোলার পেছনে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি। নিজে করেছেন ৩ গোল, সতীর্থদের গিয়ে করিয়েছেন ৩টি। ২০১৭ সাল থেকে রিভারপ্লেট যুব একাডেমিতে খেলছেন এচেভেরি। আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। তবে রিয়াল, সিটি, পিএসজি এ মরসুম শেষেই তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। এই তিন পরাশক্তির দৌড়ে এখন পর্যন্ত রিয়ালই এগিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে আরও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল গড়তে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এচেভেরির ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে রিয়ালের অনুসন্ধানী দল। এচেভেরির বেশ কয়েকটি ম্যাচের ভিডিও নাকি মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন লস ব্লাঙ্কোস সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। তরুণ ফরোয়ার্ডের কৌশলগত দক্ষতা, কঠিন পরিস্থিতিতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নাকি মনে ধরেছে পেরেজের। এচেভেরিকে ছাড়িয়ে নিতে প্রয়োজনে পেরেজ রিভারপ্লেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলেও জানিয়েছে দলবদল-বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ‘ফিচহেস’। উদীয়মান তারকা এচেভেরির ওপর পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটিরও চোখ পড়েছে। সম্প্রতি দুই আর্জেন্টাইন হুলিয়ান আলভারেজ ও মাক্সিমো পেরোনকেও দলে টেনেছেন সিটিজেনরা। এচেভেরিরই ক্লাব রিভারপ্লেট থেকে আসা আলভারেজ তো বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দলে লিওনেল মেসির আক্রমণের বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে ছিলেন। তারকাসমৃদ্ধ পিএসজিও এখন তারুণ্যে ঝুঁকতে চাচ্ছে। ক্লাবটির ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস এচেভেরির মধ্যে অনন্য প্রতিভা খুঁজে পেয়েছেন। এচেভেরির ব্যাপারে ক্লাব সভাপতি নাসের আল খেলাইফির সঙ্গে আলোচনা করবেন কাম্পোস। যদিও স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক ‘স্পোর্ত’ বলছে, ম্যান সিটি নয় এচেভেরিকে দলে টানতে রিয়ালের সঙ্গে লড়াই হবে পিএসজির। গত বছর রিভারপ্লেটের সঙ্গে সর্বশেষ চুক্তি করেছেন ‘নতুন মেসি’। চুক্তিপত্রে তাঁর অব্যাহতি মূল্য লেখা আছে ২৫ মিলিয়ন ইউরো (২৮৯ কোটি টাকা)। তবে ইউরোপীয় দলবদলের বাজারে এচেভেরির কদর বেড়ে যাওয়ায় রিভারপ্লেটের চাহিদাও বেড়েছে। এখন তারা দ্বিগুণ দাম হাঁকাচ্ছে। মানে, ৫০ মিলিয়ন ইউরো। এর আগে ব্রাজিলের তরুণ সেনসেশন এন্দরিককেও পেতে উঠেপড়ে লেগেছিল পিএসজি। কিন্তু রিয়ালের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। তবে এবার ‘নতুন মেসি’কে পাওয়ার দৌড়ে রিয়ালকে ছাড় দিতে নারাজ আসল মেসির বর্তমান ক্লাব।

রাজ্যের কোনও ক্রিকেটার নেই

আইপিএল টিমকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠল বিধানসভায়!

চেন্নাই, ১২ এপ্রিলঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স টিম দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় ক্রিকেটারদের উপেক্ষা করে আসছে। বাঙালি ক্রিকেটার-হীন কেকেআর টিম নিয়ে এ রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীদের একদা ক্ষোভের শেষ ছিল না। অথচ এ রাজ্যে ক্রিকেট প্রতিভার অভাব নেই কোনওকালেই। প্রথমবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে বাদ পড়ার পর প্রচুর হইচই হয়েছিল। কিন্তু শাহরুখ খানের টিম এ রাজ্যের ক্রিকেট প্রতিভাদের বড় মঞ্চ দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের ব্যবসাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। নাইটদের দলে কেন একজনও বাংলার ক্রিকেটার নেই? একটা সময়ে এসে এই প্রশ্ন এবং প্রতিবাদ দুটোই স্তিমিত হয়েছে। বাংলার ক্রিকেটারদের প্রতি কিং খানের টিমের উদাসীনতা দেখেও এ রাজ্যের মানুষ বা রাজনীতিবিদরা এখন সরব হন না। বাংলা হাল ছেড়ে দিলেও আওয়াজ উঠেছে তামিলনাড়ুতে। রাজ্যের একজন ক্রিকেটারও চেন্নাই সুপার কিংসে না থাকায় সিএসকে দলটিকেই নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে বিধানসভায়। বুধবার চিপক স্টেডিয়ামে ছিল সিএসকে বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ। তার আগে মঙ্গলবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় ক্রীড়া খাতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কের সময় পিএমকে বিধায়ক ভেঙ্কটেশ্বরণ সরব হন। তাঁর কথায়, সিএসকে নিজেদের তামিলনাড়ুর টিম বলে প্রচার করে। অথচ দলে একজনও তামিল ক্রিকেটার নেই। এ রাজ্যের ক্রিকেটাররা ভীষণ প্রতিভাবান। তাদের পারফরম্যান্সও বেশ ভালো। তা সত্ত্বেও একজন ক্রিকেটারকেও দলে জায়গা দেওয়া হয়নি। অন্যান্য রাজ্যের ক্রিকেটারদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তামিলনাড়ু সরকারের উচিত চেন্নাই সুপার কিংস টিমকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া। সিএসকে টিমকে ব্যান করার দাবিতে তামিলনাড়ু বিধানসভায় ব্যাপক হইচই হয়েছে। তামিলদের জাত্যাভিমান প্রবল। সেখান থেকে সিএসকে দলে নিজেদের রাজ্যের কোনও ক্রিকেটার না থাকায় গোটা টিমটাকেই নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। যদিও তামিলনাড়ু সরকার এমন দাবিকে খুব একটা গ্রাহ্য করছে বলে মনে হয় না। চেন্নাইয়ে সিএসকের সমর্থকদের অভাব নেই। দেশের যে কোনও প্রান্তে প্রিয় দলকে সমর্থন করতে পৌঁছে যান তাঁরা।

সৌরভদের দলের এক ক্রিকেটার অন্য দলের হয়ে খেলছেন!

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিলঃ আইপিএলের প্রথম চার ম্যাচে হারতে হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয়ের সুযোগ তৈরি করেও হারতে হয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের। তার পরে দলের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারকে নিয়ে তোপ দেগেছেন ভারতের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিংহ। তাঁর মতে, নিজের নয়, অন্য দলের হয়ে খেলছেন ওয়ার্নার। এ বারের আইপিএলে দু’টি অর্ধশতরান করেছেন ওয়ার্নার। তার মধ্যে একটি এসেছে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে। ৪৭ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ওয়ার্নারের এই মন্থর ব্যাটিং নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন হরভজন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে তিনি বলেছেন, ‘‘এই ৫১ রানের লাভ কী? ওয়ার্নারকে দ্রুত রান করতে হবে। ওয়ার্নার তো অন্য দলের হয়ে খেলছে।’’ ভাজ্জির মতে, ওয়ার্নার পিচে থাকলে বিপক্ষ দলের সুবিধা হচ্ছে। কারণ, রানের গতি কম থাকছে। তিনি বলেন, ‘‘টি২০ ক্রিকেট মানেই দ্রুত রান তোলা। সেখানে যদি কোনও ব্যাটার ২০ ওভার ধরে খেলে মাত্র ৫১ রান করে, তা হলে সেই দল কখনও জিততে পারে না। সেটা দলের বিপক্ষে যায়। ওয়ার্নারকে সেটা বুঝতে হবে। দিল্লি ম্যানেজমেন্টকেও বুঝতে হবে। না হলে এ ভাবেই বার বার হারবে দল।’’ ঘরের মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ১৭২ রান করে দিল্লি। অর্ধশতরান করেন ওয়ার্নার ও অক্ষর পটেল। প্রায় ২ বছর পরে আইপিএলে অর্ধশতরান করেন রোহিত। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতেন রোহিতরা।

বিদ্রোহের আগুন এখনও জ্বলছে

বড় সিদ্ধান্ত দুই নামী কুস্তিগিরের, চাপে পড়েছে ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিলঃ যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছিল রেসলিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে। ওই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে ছয় সদস্যের একটি কমিটিও তৈরি হয়েছে। ওই কমিটি এখনও রিপোর্ট জমা করেনি। তাতে যে বিদ্রোহের আগুন নিভেছে, তা বলা যাচ্ছে না। বরং, পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে দুই নামী কুস্তিগিরের বড় সিদ্ধান্ত। এতে যে স্পোর্টস অথারিটি অফ ইন্ডিয়া এবং সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন যে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছে, সন্দেহ নেই। রেসলারদের একাংশ এখনও ক্ষুব্ধ। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক সব জেনেও কেন চুপ, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিক। কুস্তি থেকেই বেশি পদক আসে প্রতিবার। সেই খেলা ঘিরে যখন এত জটিলতা, রেসলাররা অলিম্পিকের মতো আসর থেকে পদক আনতে পারবেন কি করে, সে প্রশ্নও ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে উঠছে। অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম বা ‘টপস’ বিদেশে অ্যাথলিটদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা দেখে। যাবতীয় খরচপত্রও মঞ্জুর করে তারা। দেশের দুই অন্যতম সেরা কুস্তিগির বজরং পুনিয়া ও বিনেশ ফোগাটদের বিদেশে ট্রেনিংয়ের আবেদনও মঞ্জুর করা হয়েছে। কিরঘিজস্তান ও পোল্যান্ডে ট্রেনিং করার কথা। সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমস। পরের বছর প্যারিস অলিম্পিক। বিদেশে ট্রেনিং এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিদেশে ট্রেনিং করতে যেতে রাজি হননি বজরং ও বিনেশ। সোনেপত সাইয়ের অ্যাথলিট রিলেশনশিপ ম্যানেজার বা এআরএমকে মৌখিক ভাবে এই দুই অ্যাথলিট জানিয়ে দিয়েছে, ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা না করা পর্যন্ত, প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ব্রিজভূষণকে না সরানো পর্যন্ত বিদেশে ট্রেনিং নিতে যাবেন না তাঁরা। ১০ মার্চ বিদেশে ট্রেনিং করতে যাওয়ার জন্য টপসের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিনেশ। ১৫ মার্চ প্রস্তাব জমা করেন বজরং। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তা মঞ্জুরও করা হয়। একটি সূত্র বলছেন, ‘‘বজরং ও বিনেশকে ফিটনেস সার্টিফিকেট জমা করতে বলা হয়েছিল। বিদেশে ট্রেনিংয়ের জন্য যা বাধ্যতামূলক। তার উপর ভিত্তি করেই বিমানের টিকিট করা হয়। কিন্তু প্রায় মাসখানেক পেরিয়ে গেলেও ওঁরা তা জমা করেননি। বারবার ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি।’’ প্রতিবাদী কুস্তিগিররা সিলেকশন ট্রায়ালে নামেননি। র‍্যাঙ্কিং সিরিজ থেকেও সরিয়ে নিয়েছেন নিজেদের। এ বার বিদেশে ট্রেনিং থেকে সরলেন বজরং, বিনেশ। এর প্রভাব যে গভীর হতে চলেছে, সন্দেহ নেই।

বায়ার্নকে উড়িয়ে সেমির কাছে ম্যানচেস্টার সিটি

প্রতিপক্ষের একের পর এক আক্রমণ সামলাতে গিয়ে রক্ষণে অসংখ্য ভুল করল বায়ার্ন মিউনিখ। সেই সুযোগ কাজেও লাগাল ম্যানচেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লড়াইয়ে অধিকাংশ সময় চাপ ধরে রেখে বড় জয় তুলে নিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

ম্যানচেস্টার, ১২ এপ্রিলঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাধারীরা। রদ্রির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বের্নার্দো সিলভা। পরে আর্লিং হলান্ডের লক্ষ্যভেদে সেমি-ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা জোরাল হয় সিটির। বল দখলে কিছুটা এগিয়ে থাকা জার্মান দলটি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জোর চেষ্টা চালায় ঘুরে দাঁড়াতে। বেশ কিছু ভালো সুযোগও তৈরি করে তারা কিন্তু পারেনি কাজে লাগাতে। দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর আর সেভাবে পেরে ওঠেনি তারা। আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু থেকে চাপ বাড়ায় সিটি। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলে চতুর্দশ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারতো তারা। সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে ক্লিয়ার করতে একটু দেরি করেন ইয়ান সমের, তার দিকে ছুটে যান আর্লিং হলান্ড, শেষ মুহূর্তে কোনোমতে দলকে বিপদমুক্ত করেন সমের। ২৭তম মিনিটে রদ্রির দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় সিটি। বের্নার্দো সিলভার পাস পেয়ে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের উঁচু জোরাল শটে বল জালে জড়ান স্প্যানিশ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটা তার প্রথম গোল। ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। সতীর্থের গায়ে লেগে আসা বল কোনোমতে পাঞ্চ করেন সমের, কিন্তু বল চলে যায় বক্সে ইলকাই গিনদোয়ানের পায়ে। জোরাল শট নেন সিটির এই মিডফিল্ডার, মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় কোনোমতে পা দিয়ে আটকান সুইস গোলরক্ষক। বিরতির পর প্রথম মিনিটেই আক্রমণ শাণায় বায়ার্ন। লেরয় সানের জোরাল শট ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন এদেরসন। তিন মিনিট পর আরেকটি দারুণ একটি সুযোগ পায় বায়ার্ন, এবার বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এদেরসন। পরের মিনিটে নিজেদের ভুলে ফের গোল খেতে বসেছিল বায়ার্ন। গোলমুখে সতীর্থের দুর্বল ব্যাকপাস ক্লিয়ার করতে গিয়ে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি সমের, বল চলে যায় বক্সেই হলান্ডের পায়ে। তবে তার শট ঠেকিয়ে দেন জার্মান মিডফিল্ডার জসুয়া কিমিখ। ৫৭তম মিনিটে সমেরের দৃঢ়তায় ফের দ্বিতীয় গোল হজম করা থেকে বেঁচে যায় বায়ার্ন। ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে রুবেন দিয়াসের শটে এক হাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান তিনি। রক্ষণের ভুলেই ৭০তম মিনিটে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে বায়ার্ন। বক্সের বাইরে জ্যাক গ্রিলিশের চ্যালেঞ্জের মুখে বল হারান ডিফেন্ডার দায়দ উপেমেকানো। বল ধরে ভেতরে ঢুকে ডান দিকে ক্রস বাড়ান হলান্ড আর ফাঁকায় পেয়ে নিখুঁত হেডে সমেরকে পরাস্ত করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার সিলভা। অবিশ্বাস্য ফর্মে ছুটে চলা হলান্ড স্কোরলাইনে নাম লেখান ৭৬তম মিনিটে। ডান দিক থেকে সতীর্থের বা।ানো ক্রস বক্সে পেয়ে জন স্টোনস হেডে খুঁজে নেন হলান্ডকে। ছয় গজ বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে অনায়াসে জালে পাঠান বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে গত গ্রীষ্মের দলবদলে সিটিতে যোগ দেওয়া এই তরুণ। সিটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নরওয়ের এই ফরোয়ার্ডের মোট গোল হলো ৪৫টি প্রিমিয়ার লিগ যুগে প্রতিযোগিতাটির কোনো খেলোয়াড়ের যা সর্বোচ্চ। বাকি সময়ে আরও দুটি ভালো সুযোগ তৈরি করে সিটি। তবে হুলিয়ান আলভারেসের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কয়েক মিনিট পর রদ্রির হেড ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি সমের। বায়ার্নের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় আগামী বুধবার ফিরতি লেগে ফের মুখোমুখি হবে দল দুটি। আগ্রাসী সিটির বিপক্ষে তিন গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে পরের ধাপে যেতে অবিশ্বাস্য কিছুই করে দেখাতে হবে ৬ বারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের। একই সময়ে শুরু শেষ আটের আরেক ম্যাচে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকার মাঠে ২-০ গোলে জিতেছে ইতালির দল ইন্টার মিলান। এই লড়াইয়ের ফিরতি লেগও মাঠে গড়াবে আগামী বুধবার, ইন্টারের মাঠে।

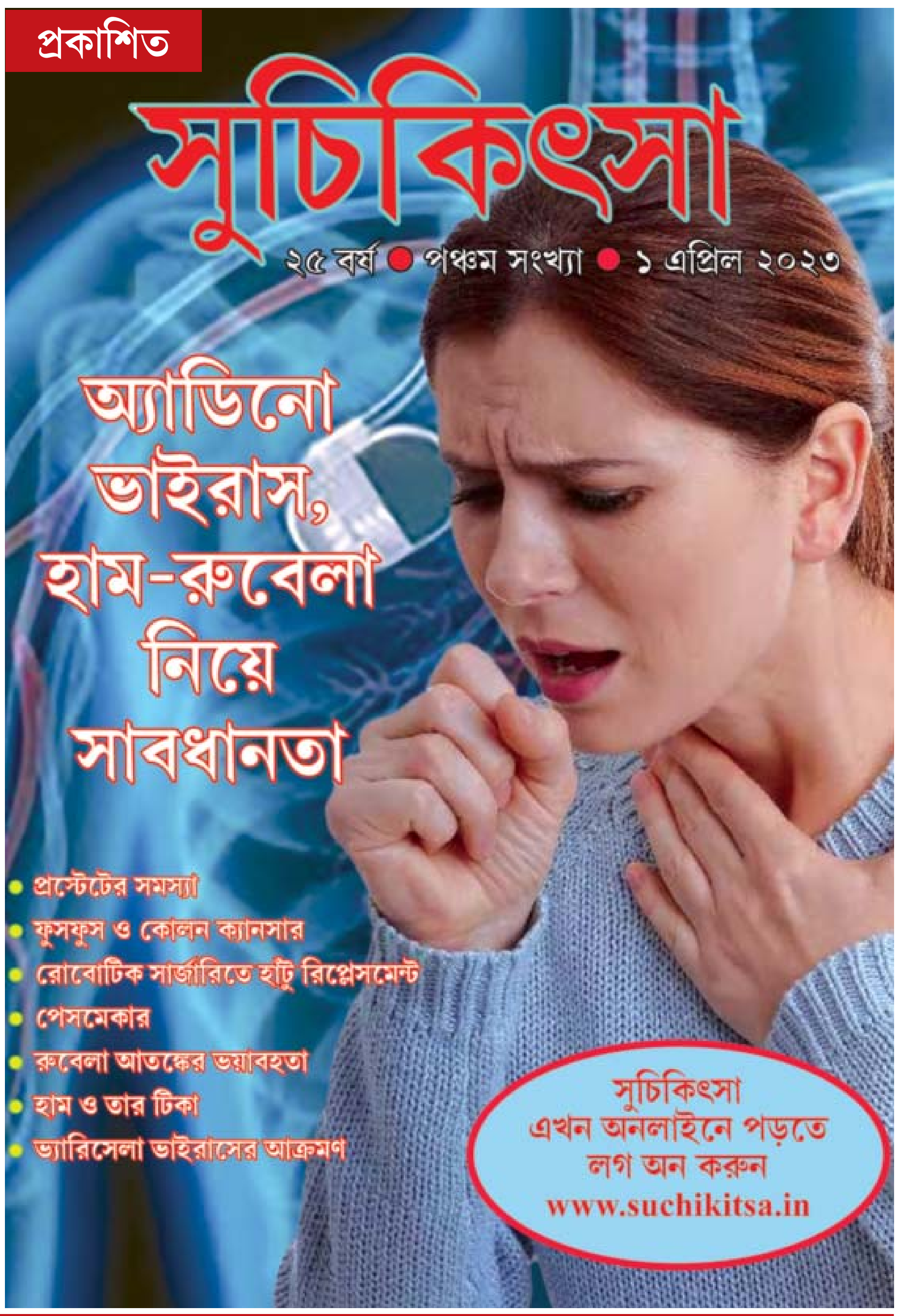

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501